গুলনেহার

বা

কাশ্মীর-কুমারীর অপূর্ব্ব-কাহিনী

শ্রীজানকীনাথ বসাক

কাশীধাম।

২৩শে কার্ত্তিক ১৩১৮সাল

বিজ্ঞাপন।

া-নিকেতন, ললনা-সৌন্দর্য্য-প্রতিষ্ঠ, ভূস্বর্গাখ্য কাশ্মীরের
হাসিক ঘটনা উপন্যাসাকারে উপন্যাস-প্লাবিত বঙ্গের
্কবর্গের দরবারে "কাশ্মীর-কুমারী গুলনেহারের অপূর্ব্ব
আমরা হাজির করিলাম। ঘটনা-বৈচিত্র্যই উপন্যাসের
তাহা গুলনেহারে যথেষ্টই দৃষ্ট হইবে। তবে অতি
কাণ্ড বলিয়া পাঠকবর্গকে আমরা বহ্বাশয়ে প্রলুব্ধ
স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে ভাষার সৌন্দর্য্যে পরিস্ফুট
নৈপুণ্য, তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইলাম, তাহা
াঠকগণের বিচার্য্য। গয়লা আপনার দইকে কখনও
্রাও ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী আকারের প্রায় ২৫০
াই ভস্ম লিখিনাই। পঠন আরম্ভ অবধি গ্রন্থের
আমাদিগের অনুসরণে যদি পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি না
া গুলনেহার পাঠক সাধারণের সুখপাঠ্য ও হৃদয়-
তৎপক্ষে আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস আছে।
প প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে বহুল চিত্র দ্বারা
না করিলে আর গ্রন্থ লইয়া বাজারে বাহির হওয়া যায়
মতের পক্ষপাতী না হইলেও প্রচলিত প্রথার সম্মান
Piece স্বরূপ একখানি মাত্র চিত্র গ্রন্থের প্রথমেই

প্রদত্ত হইল ; উহা ভাষায় বর্ণিত চিত্রের অনুরূপ, এবং দক্ষ চিত্রকরের চিত্র-নৈপুণ্যের পরিচায়ক। ইহার মুদ্রাঙ্কন গ্রন্থ-প্রকাশক খ্যাতনামা মুদ্রাকর 'সান্যাল কোম্পানীর' কৃতিত্বের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। বাস্তবিক গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে রচয়িতা ও প্রকাশক কাহারও যত্নের ত্রুটী হয় নাই। তবে পাঠকের নিকট গুলনেহারের আদর,—তাঁহা তাহার নির্ম্মল চরিত্রের প্রতি নির্ভর। ভরসা করি কাশ্মীর-কুমারী স্বীয় শ্রী ও সৌজন্যশীলতায় বঙ্গের বিদুষী মহিলাগণের নিকট উপেক্ষিতা হইবে না, এবং তাহা হইলেই আমরা ইহার প্রণয়নশ্রম সার্থক জ্ঞানে চরিতার্থ হইব—ইত্যলং।

কাশীধাম।
২৩শে কার্ত্তিক ১৩১৮সাল। } শ্রীজানকীনাথ বসাক।

—o—

গুলনেহার

বা

কাশ্মীর-কুমারীর অপূর্ব্ব-কাহিনী।

পূর্ব্বাভাস।

ভূস্বর্গাখ্য কাশ্মীর উপত্যকা কুসুমকানন-সমাকীর্ণ এক বিস্তীর্ণ পার্ব্বত্য প্রদেশ। অভ্রভেদী তুঙ্গ-শৃঙ্গ শৈলমালা-পরিবৃত অণ্ডাকৃতি ভূভাগের মধ্যস্থলে যে বিশাল স্বচ্ছ নীলাম্বু-হৃদয় হ্রদ বিদ্যমান, তাহারই তটব্যাপী কাশ্মীরের প্রাচীন রাজধানী শ্রীনগর অধিষ্ঠিত। সমুদ্রের বেলা-ভূমি অপেক্ষা কাশ্মীর উপত্যকা মাত্র ৫২০০ফুট উচ্চ, কিন্তু শ্রীনগরের উত্তর পার্শ্ববর্ত্তী শৈলমালা ২০০০০ হইতে ২৬০০০ ফুট এবং সর্ব্বাধিক নভোলিহ কারাকোরাম শৃঙ্গ ২৮২৫০ ফুট উচ্চ। এই সকল সমুন্নত গিরিগাত্র-বিনিঃ-সৃতা বহুল নির্ঝরিণীদ্বারা কতিপয় ভীমকল্লোল জলপ্রপাত উৎপন্ন হইয়াছে, এবং সেই প্রপাত-পয়ঃপ্রবাহে যে সকল তুষারাবৃত নগনদী সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার একটীর দৈর্ঘ্য ৩৫ মাইল। পঞ্জাবের প্রসিদ্ধ ঝিলম নদী কাশ্মীরের বরমুল্লা নামক গিরি-সঙ্কট হইতে চন্দ্রভাগা নামে প্রবাহিতা হইয়াছে।

পুরাকালে এই শৈলরাজ্য সূর্য্য-পূজক সৌর সম্প্রদায় ও তৎপরে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু রাজবংশের অধিকৃত ছিল। হিন্দুরাজাদিগের দ্বারাই এই রম্য নগীরাজ্যের রাজধানী শ্রীনগর নামে অভিহিত হয়; এবং তাঁহাদিগের দ্বারাই ভগবান্ ভূতভাবন মহাদেবের নবনাথের অন্যতম অমরনাথ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে মাহমুদ গজ্নী কাশ্মীর আক্রমণ করে। তাহার পর দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাতার আততায়ীরা আধিপত্য করিতেছিল। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর আকবর বাদশাহ কাশ্মীর অধিকার করেন। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে মোগল সাম্রাজ্যের বিশৃঙ্খলা সংঘটিত হওয়াতে আফগানীস্তানের আমীর আহম্মদ শাহ দুরাণী মোগলদি[illegible] হস্ত হইতে এই ললনা-সৌন্দর্য্য-প্রতিষ্ঠ শৈলরাজ্য কাড়িয়া লয়। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাব-কেশরী মহারাজ রঞ্জিত সিংহ আফগানদিগকে বিদ্রাবিত করিয়া স্বীয় সেনা-নায়ক সর্দ্দার গুলাব সিংহকে জম্মু (জম্বু) প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের শিখ-সংগ্রামের পর বিজয়ী ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে ৭৫০০০০০৲ টাকা সেলামী দিয়া গুলাব সিংহ কাঙ্গড়া অধিত্যকাস্থিত জম্বু প্রদেশসহ সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকার অধীশ্বররূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তদবধি ডোগ্‌রা রাজপুতবংশীয় মহারাজ গুলাব সিংহের বংশধরেরা কাশ্মীরে রাজত্ব করিতেছেন।

আমরা যে সময়ের সংঘটিত ঐতিহাসিক বিবরণ আখ্যায়িকারূপে অবতারণা করিলাম, তৎকালে কাশ্মীর ভারতের তদানীন্তন মোগল সম্রাটের প্রতিনিধি নবাব-নাজীম-আমীর-আসফ্‌জা গজ্‌নবীর অনুশাসনের অধীন ছিল। এই রাজপ্রতিনিধির প্রধান সচিব মির্জা মবারক আলী সপরিবারে শ্রীনগরে অবস্থান করিতেন। তাঁহার বংশীয় আম্‌জাদ আলী অতিশয় ধনবান ও শাল প্রভৃতি উর্ণাবস্ত্রের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ছিলেন। শ্রীনগর, জম্বু, ও লাহোরে তাঁহার পণ্যশালা ছিল।
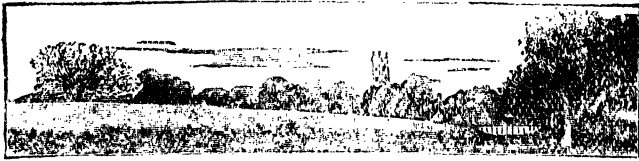
প্রথম পরিচ্ছেদ।

গুপ্ত সন্দর্শন।

ফাল্গুন মাসেও কাশ্মীরে শীত ঋতুর প্রাদুর্ভাব বিলক্ষণ অনুভূত হয়। এই সময়ে একদা অপরাহ্ণে মন্ত্রী মবারক আলীর বাটীর পশ্চাদ্বর্ত্তী বিস্তীর্ণ উদ্যানে দ্রাক্ষালতাবৃত বিলাস-কুটীরে এক পরমা সুন্দরী তরুণী যেন কাহারও আগমন প্রতীক্ষায় একাকিনী অবস্থান করিতেছিলেন। তরুণীর বয়স অনুমান ষোড়শ বৎসর। তিনি মধ্যমাকৃতি, নাতিকৃশাঙ্গী, মর্ম্মর প্রতিমোপমা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী। তাঁহার বর্ণ কুন্দেন্দুর ন্যায় উজ্জ্বল ধবল নহে, ঈষদারক্তিম শ্বেতাম্বুজ সদৃশ। তারুণ্য প্রবুদ্ধ গণ্ডদ্বয় গোলাপের ন্যায় রক্তাভ। ওষ্ঠাধর দাড়িম্ব কুসুমের ন্যায় লোহিত। উজ্জ্বল কৃষ্ণমণিময় আয়ত লোচন যুগল কুরঙ্গ নয়নের উপমাস্থল। উহার বিলোল অপাঙ্গভঙ্গী প্রণয়ীর পক্ষে অনঙ্গ-রঙ্গেঙ্গিত অমোঘ তীক্ষ্ণায়ুধ সদৃশ হইলেও দৃষ্টি স্বভাবতঃই মধুর, ব্রীড়া-বিজড়িত, সরল ও স্নেহপূর্ণ। ভ্রূযুগ অঙ্কিতবৎ, স্থূলোদর ও সূক্ষ্মাগ্রতা হেতু কাম-কার্ম্মুকের ন্যায় বঙ্কিম। মস্তকে সুদীর্ঘ ঘনকৃষ্ণ-কুন্তলদাম-বিরচিত, আনিতম্বলম্বিত বেণী ফণীর ন্যায় ক্রমশঃ সূক্ষ্মাগ্র। বদনমণ্ডল কবিকল্পিত চন্দ্রবদনের অবিকল দৃষ্টান্তস্থল। স্থূলতঃ তরুণীর ক্ষীণ কটি, পীন বক্ষঃ, ঘন জঘন সর্ব্বাঙ্গই অনিন্দ্য সুন্দর। দর্শন মাত্রই তাঁহার অলৌকিক লাবণ্য-লীলা-বিলসিত কমনীয় কান্তি-বিভাতিত অসামান্য সৌন্দর্য্যের প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিত

না। এ হেন ষোড়শী অম্লান্তা প্রসূনসুন্দরী সেই নিভৃত লতাকুটীরে প্রচ্ছন্নভাবে দণ্ডায়মান হইয়া কাহারও আগমন প্রতীক্ষায় ক্ষণে বামে, ক্ষণে দক্ষিণে, ক্ষণে সম্মুখে এবং পরক্ষণেই চকিতার ন্যায় পশ্চাদ্ভাগে নয়নার্পণ করিতেছিলেন, এমন সময় লতামণ্ডপের পশ্চাদ্দিগ্বর্ত্তী বৃক্ষান্তরাল হইতে এক বিংশতি বর্ষ বয়স্ক সুন্দর, সবল মূর্ত্তি, তরুণ যুবক একাকী লুক্কায়িতভাবে তরুণীর সমীপবর্ত্তী হইলেন।

রমণী আগন্তুক যুবককে দর্শনমাত্র প্রসন্ন বদনে হর্ষস্ফুরিত অধরে মৃদুস্বরে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভাই আজীম! আজ তোমার সহিত কোন বিশেষ কথা আছে, তাই এই সন্ধ্যাবেলা গোপনে বাগানের মধ্যে তোমায় আসৃতে লিখেছিলাম, কিন্তু ঐ পেছনের গাছের আড়ালে কে যেন লুকালো বলে বোধ হচ্ছে না?"

আজীমও মৃদুস্বরে বলিলেন, "ও আমাদেরই মুরাদ, গাছের আড়ালে লুকিয়ে পাহারা দিচ্ছে। কেউ এ দিকে এলে, অথবা বিপদ আশঙ্কাস্থলে সিঁটীর সঙ্কেতদ্বারা সতর্ক করে দেবে। আর আবশ্যক হ'লে তীর ছুঁড়ে শত্রুনাশ ক'রেও আমায় রক্ষা করবে। এখন তোমার বিশেষ কথাটা কি বল দেখি নেহার, যার জন্যে আমায় এই সঙ্কটস্থলে ডেকেছ?"

তরুণী কাতর নয়নে যুবকের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "আজ কাল আমাদের দুজনকার দেখা সাক্ষাৎ করা যে কি কঠিন, তা জানি, কিন্তু বিশেষ দরকার না হ'লে কি বিপদ ঘাড়ে ক'রে তোমায় আসৃতে বলতুম? তার পর এই বাগানে গুপ্তভাবে বাপ ভায়ের অমতে তোমার সহিত দেখা করা আমার পক্ষেই কি সামান্য বিপজ্জনক! তুমি বোধ হয় শুনেছ, আজ কদিন যাবৎ পঞ্জাবের মালের কোট্‌লার নবাবের পুত্র আফজল খাঁ আমাদের বাড়ীতে এসে অতিথি হ'য়েছে। বাপজান আর ভাইজান দুজনকারই জেদ হয়েছে, তার সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন।"

“কেন, হঠাৎ এই মত পরিবর্ত্তনের কারণ কি বলতে পার? আমার পিতার প্রস্তাবে মন্ত্রী মহাশয় ত রাজী হয়েছিলেন, এখন আবার তাঁর মেজাজ বদ্‌লে গেল কেন?”

যুবতী বলিলেন, “সেই যে কুস্তীর দিন তুমি দাদাকে অত লোকের সাক্ষাতে ফেলে দিয়ে লজ্জিত করেছিলে, তদবধি তিনি তোমার উপর অত্যন্ত চটেছেন। তাঁরই জেদে বাবার মত বদ্‌লেছে। দাদার ইচ্ছা, আমি নবাবের বেগম হই।”

“আর তোমার দাদা নবাবের সম্বন্ধী হন, এই তার মনের গর্ব্ব নয়?”

তরুণী আজীমের হস্ত ধারণ করিয়া ব্যগ্রভাবে বলিলেন, “এখন উপায় কি আজীম? আমার মাতৃহীন শৈশবে তোমার মাতাঠাকুরাণীর স্নেহ মমতায় আমরা ছেলেবেলা হ'তে একত্রে থেকে খেলাধূলা, লেখাপড়া করার সময় আমাদের মধ্যে যে ভালবাসা জন্মেছিল, তাই এখন যৌবনে প্রেমানুরাগরূপে পরিণত হ'য়ে উঠেছে। বিশেষতঃ কৈশোরে ভবিষ্যৎ না ভেবে শাকলন্দরের পবিত্র দরগায় বাবা আলমের সাক্ষাতে আমরা উভয়ে যে পরিণয়ের অঙ্গীকার ক'রেছি, তা কি ভঙ্গ হবে ভাই?”

যুবক আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক বলিলেন, “খোদার মর্জি, আর আমাদের নসীব। তবে তুমি যদি রাজী হও, আমার জান-প্রাণ থাকতে, কেউ তোমায় জবরদস্তী ছিনিয়ে নিতে পারবে না।”

তরুণী দুঃখিতাভাবে যুবকের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, “তোমার কথায় আমি রাজী হবনা আজীম! তুমি কি আমার অনুরাগে আজও সন্দেহ কর?”

আজীম রমণীর কমনীয় সুন্দর মুখ পানে সস্নেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, “শোন গুল্‌নেহার! তোমার অনুরাগে সন্দেহের কথা হচ্ছেনা। তুমি কি বাপ, ভাই, আত্মীয় স্বজনের মমতা ছেড়ে আমার হ'তে পারবে?

আমার সুখের সঙ্গিনী, দুঃখের ভাগিনী হয়ে রণে, বনে, জলে অনলে ঝাঁপ দিতে রাজী হবে? যদিও আমাদের একই সৈয়দ বংশে জন্ম, তথাপি তোমার পিতা কাশ্মীরের আগবর্ব্বী প্রধান মন্ত্রী, আর আমার বাপ সামান্য শালওয়ালা মহাজন। তুমি কি শালওয়ালার পুত্রের সহধর্ম্মিণী হ'তে রাজী আছ?"

গুলনেহার প্রসারিত বাহুযুগলে বলিলেন, "নিশ্চয় রাজী আছি। আজীম! আমি ছায়ার ন্যায় জীবনান্ত পর্য্যন্ত তোমার অনুগমনে রাজী আছি। তুমি আমায় দাসী বলে গ্রহণ কর।"

এই কথা শ্রবণ মাত্র আজীম উদ্দীন হর্ষাপ্লুত হৃদয়ে গুলনেহারকে বক্ষে ধারণ করিয়া অধরে অধরে, অন্তরে অন্তরে মিলিত হইলেন।

প্রণয়ী যুগলের সম্মিলন যে কি মধুর, কি পরম সুখের, কি অনির্ব্বচনীয় বিমলানন্দের, এই নব দম্পতি তাহা নিভৃত লতাকুঞ্জ-কুটীরে অদ্য সম্যক অনুভব করিলেন। রমণী স্বীয় যৌবন-রথের সারথী, জীবন তরণীর কাণ্ডারী পাইয়া ভাবী জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কত সুখের কল্পনায়, কত আনন্দের আশায় উৎফুল্লা হইলেন; এবং যুবক সংসার-রঙ্গালয়ের অভিন্নহৃদয়া অভিনেত্রী, জীবন-সংগ্রামের সহায় ও সঙ্গিনী, নারীকুলের শিরল রত্ন লাভ করিয়া যেন পূর্ণকায় ও পূর্ণকামনায় হর্ষে রোমাঞ্চিত হইলেন। ক্ষণকাল উভয়েই এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দভরে আত্মহারা হইলেন। তাঁহারা যেন পার্থিব দুঃখ, শোক, চিন্তা, বিষাদ, বিপদ ও আবল্যবিরহিত এক সুখময় রাজ্যে উপনীত হইলেন। সেখানে কেবলই আনন্দ, কেবলই শান্তি, কেবলই সুখ, সকলই প্রেমময়। তাঁহারা প্রেমের আসব পানে মুগ্ধ হইয়া পবিত্র দাম্পত্য-সুখের স্বপ্ন দর্শন করিতে লাগিলেন।

Bharat Mihir Press, Calcutta.
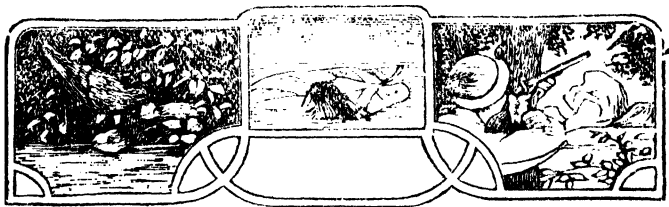
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অসি-যুদ্ধ।

যুবক যুবতী পূর্ব্বকথিতরূপে সম্মিলিত হইবার অব্যবহিত পরেই দ্রাক্ষালতা-মণ্ডপের পশ্চাদ্বর্ত্তী বৃক্ষান্তরাল হইতে এক তীব্র সিঁটীর সঙ্কেত-ধ্বনি হইল। প্রণয়ী-যুগল হঠাৎ সিঁটীর শব্দে চমকিত হইয়া প্রেমালিঙ্গন হইতে বিযুক্ত হইলেন, এবং শঙ্কিতবৎ উদ্‌গ্রীবভাবে লতা কুটীরের বহির্ভাগে চাহিয়া দেখিলেন, গুলনেহারের অগ্রজ দ্রুতপদে সেই দিকেই আসিতেছেন। তিনি দূর হইতে যুবক যুবতীকে দেখিতে পাইয়া মুখ ফিরাইয়া কোন অনুগামী লোককে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "এই খানেই আছে।"

গুলনেহার ব্যগ্রভাবে আজীমকে বলিলেন, "পালাও, পালাও, আজীম! তুমি দৌড়ে পালিয়ে যাও, আমার ভাগ্যে যা হয় হোক।"

আজীম ভ্রূকুটি করিয়া বিরক্তির স্বরে বলিলেন, "ভয় কি, পালাব কেন! তোমায় একলা ছেড়ে পালাব! আমি কি কাপুরুষ?"

গুল। দেখতে পেলে ভয়ানক কাণ্ড হবে—

আজীম। তুমি ছুটে মুরাদের কাছে যাও; আমি হোসেনের সহিত দেখা ক'রব। যখন দেখতে পেয়েছে, তখন চোরের মত পালিয়ে যাব কেন?

গুলনেহার কাতর বাক্যে "আমার একই মাত্র ভাই বলে মনে রেখো" বলিয়া দ্রুতপদে পশ্চাদ্বর্ত্তী বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত মুরাদের সমীপবর্ত্তিনী হইলেন।

আজীম লতাকুটীরের বহির্ভাগে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। ক্ষণমধ্যেই মন্ত্রিপুত্র সরফরাজ হোসেন আজীমের নিকটবর্ত্তী হইয়া তর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "চোর, বদমায়েশ, সয়তান! আজ তোর উপযুক্ত পুরস্কার দেবো।"

আজীম তাচ্ছিল্যভাবে বলিলেন, "তোর মত অসার কাপুরুষেরাই বৃথা বাক্যের বড়াই করে, ক্ষমতা থাকে ত আয়, কে কাকে পুরস্কার দেয় দেখা যাক।"

সরফরাজ হোসেন আজীমেরই সমবয়স্ক, বাস্তবিক বৃথা গর্ব্বী কাপুরুষ, কেবল অনুগামী লোকের ভরসায় সাহসী হইয়া কর্কশ স্বরে বলিলেন, "শূয়ার! তুই সন্ধ্যা বেলা চোরের মত পরের বাগানে ঢুকেছিস কেন?"

আজীম নির্ভয়ে বলিলেন, "তোর বোনকে বার করে নিতে এসেছি।"

সরফরাজ ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত অনলের ন্যায় উগ্রমূর্ত্তি ধারণে বেগে আসিয়া আজীমের মুখে এক চপটাঘাত পূর্ব্বক গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "মুখ সামলে কথা বল, কুকুর! তোর এতবড় আস্পর্দ্ধা!"

আজীম গ্রীবায় হস্ত দিয়া সবলে এক ধাক্কা মারিয়া সরফরাজকে মাটিতে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "গর্দ্দভ! নিজের মুখ সাম্‌লা, নইলে লাথি মেরে মুখ ভেঙ্গে দেবো।"

ইত্যবসরে উদ্যানের দ্বারদেশে একজন ভদ্রবেশধারী প্রায় চব্বিশ পঁচিশ বৎসর বয়স্ক দীর্ঘাকৃতি যুবক দুই জন পাঠান রক্ষী সহকারে দর্শন দিলে আজীম তাঁহাকে নবাগত অপরিচিত দেখিয়া নবাবপুত্র বলিয়া জানিলেন। সরফরাজ হোসেন তাঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক ভূমি হইতে উঠিয়া অসি নিষ্কোষিত করতঃ আজীমকে

আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। আজীমও স্বীয় তরবারি কোষমুক্ত করতঃ সতর্ক হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। নবাবপুত্রের আদেশে তাঁহার রক্ষী পাঠানদ্বয় দীর্ঘ যষ্টি হস্তে দ্রুতপদে সরফরাজের সাহায্য জন্য আসিতে লাগিল। সরফরাজ হোসেন পাঠানদ্বয়কে আসিতে দেখিয়া আজীমকে আঘাত করিবার সুবিধা অন্বেষণে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। আজীমও অসি হস্তে প্রতিদ্বন্দ্বীর গতি লক্ষ্যক্রমে আত্মরক্ষার্থ পরিক্রমণ আরম্ভ করিলেন। তিনি আঘাত করিবার সুবিধা পাইলেও গুলনেহারের অনুরোধ বাক্য স্মরণ করিয়া প্রথমে আঘাত করিতে ইচ্ছুক হইলেন না।

পাঠানদ্বয় যষ্টি উত্তোলনপূর্ব্বক আঘাত করিতে উদ্যত হইয়া বেগে আসিতেছিল, এমন সময় ফণ্ শব্দে এক তীর এক জনের উদরে আমূল প্রবিষ্ট হইল। সঙ্গীকে হঠাৎ শরবিদ্ধ হইতে দেখিয়া চমকিয়া অপর ব্যক্তি যেমন তাহার সাহায্যের জন্য দণ্ডায়মান হইল, অমনি আর এক তীর ফণ্ শব্দে তাহার বক্ষে গভীররূপে বিদ্ধ হইল। উভয়েই যাতনায় ভূমিতে বসিয়া পড়িল। নবাবপুত্র রক্ষিদ্বয়কে শরবিদ্ধ দর্শনে ভীত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

এ দিকে কয়েক পদ পরিক্রমণের পর মন্ত্রী-পুত্র আজীমের স্কন্ধ লক্ষ্য করিয়া যেমন অসির আঘাত করিলেন, অমনি সতর্ক আজীম লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক পশ্চাতে হটিয়া তাহার আঘাত ব্যর্থ করিলেন। সরফরাজ তাহাতে আরও ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় যেমন হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক অসি আঘাতে উদ্যত হইলেন, অমনি আজীম "তবে এই নে" বলিয়া ক্ষিপ্র-হস্তে অসির আঘাতে তাহার অসিধৃত দক্ষিণ বাহু ছেদন করিয়া বলিলেন, "তোর ভগ্নীর অনুরোধে তোর জান বক্‌শীশ দিলাম।"

সরফরাজ বিকট চিৎকার করতঃ ছিন্নভুজে ভূমিতে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে উদ্যানের প্রবেশ-দ্বারে কতিপয় অনুচর সহকারে মন্ত্রী

মির্জা মবারক আলী উপস্থিত হইলেন। সরফরাজ হোসেনকে ছিন্নভুজ অবস্থায় চিৎকার করতঃ ভূশায়ী হইতে দেখিয়া নবাবপুত্র অসিহস্তে ধাবিত হইলেন, এবং মন্ত্রীর অনুগামী অনুচরেরাও কেহ অসি, কেহ যষ্টি-হস্তে ছুটিল।

বৃক্ষান্তরাল হইতে ধনুর্ব্বাণহস্তে মুরাদ বাহির হইয়া চিৎকার করিয়া বলিল, "খবরদার! আর এক পা এগুবে তো সঙ্গী ছুটোর মত তীর বুকে ক'রে মাটি কামড়াতে হবে।"

মুরাদকে বাণত্যাগে উদ্যত দেখিয়া নবাবপুত্র থম্‌কিয়া দাঁড়াইলেন। মন্ত্রীও দ্রুতপদে অগ্রসর হইতেছিলেন, তিনি মুরাদকে চিনিতে পারিয়া চিৎকার করিয়া বলিলেন, "ফেরো, ফেরো, এগিওনা; ও সর্ব্বনেশে তীরন্দাজ, ওর অব্যর্থবাণে প্রাণ দিও না।" মন্ত্রীর নিষেধবাক্য শুনিয়া তাঁহার অনুচরেরাও দাঁড়াইল।

এই সময়ে তামস-বসনাবৃতা সন্ধ্যাদেবী ধ্বান্ত সহচরীর কর ধারণে কাশ্মীর উপত্যকায় অবতরণ করিলেন। তুঙ্গ-শৃঙ্গ-নগরাজি-পরিবৃত উপত্যকা সূর্য্যাস্তের পরই ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, কারণ সূর্য্যের স্বর্ণ-রশ্মি-সঞ্জাত আভাময়ী গোধূলী উচ্চ শৈল-চূড়া লঙ্ঘন করিয়া উপত্যকা প্রদেশে প্রবেশ করিতে পারে না, সুতরাং দিবা অবসান হইবা মাত্রই বিভাবরী সন্ধ্যার অঞ্চল ধারণে নৈশ রঙ্গাঙ্গনে অবতরণ করাতে আজীম উদ্দীন আহাম্মদ রক্তাক্ত অসি হস্তে গুল্‌নেহারের দেহ-যষ্টি বামভুজে বেষ্টন করতঃ অন্ধকারের আবরণে অন্তর্দ্ধান হইলেন।

মুরাদ ক্ষণকাল ধনুর্ব্বাণহস্তে আক্রমণকারিগণের গতিরোধ করিতে করিতে ক্রমে পশ্চাদ্‌পদ হইতে লাগিল। তাহার পর ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক উদ্যানের কাষ্ঠময় প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে সেই নিবিড় অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল।
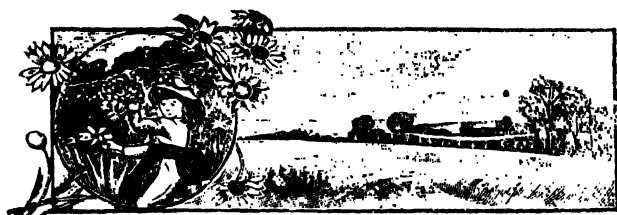
তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুরাদের পরিচয়।

ধনুর্দ্ধারী মুরাদকে অদৃশ্য হইতে দেখিয়া নবাবপুত্র আফজল খাঁ ও মন্ত্রী মবারক আলী স্বীয় অনুচরবর্গের সহিত ভূপতিত ছিন্নভুজ সরফরাজ হোসেনের সমীপবর্ত্তী হইলেন। অন্ধকার ঘোর ঘটায় ঘনীভূত হইতে-ছিল, তদ্দর্শনে মন্ত্রিবর অনুচরদিগকে আলোক আনিতে বলিলেন। যাতনায় সরফরাজ হোসেন প্রায় অবসন্ন হইতেছিলেন। তাঁহার ছিন্ন ভুজ হইতে বেগে রক্তস্রাব বহিতেছিল। মন্ত্রী-পুত্রের ঈদৃশ দশা দর্শনে ক্রোধে ও বিষাদে স্বীয় অবাধ্য কন্যাকে এবং তাহার অপহারক আজীমকে লক্ষ্য করিয়া গালি ও অভিসম্পাত প্রদান করিতে লাগিলেন।

সরফরাজ যাতনায় আঃ, ওঃ, কাতরতা প্রকাশ করাতে মন্ত্রীর হৃদয় করুণায় আর্দ্র হইল। তিনি সস্নেহে পুত্রকে ডাকিলেন, "হোসেন, বেটা—"

হোসেন নিমীলিত নেত্রে শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন, "বাপ জান্! পানী—পানী—"

মন্ত্রী ভৃত্যদিগকে জল ও আহত পুত্রকে বহন করিয়া গৃহে লইয়া যাইবার জন্য চারপাই, কম্বল ও উপাধান আনিতে বলিলেন।

ক্রমে আলোক, জল ও চারপাই আনীত হইলে হোসেনের মুখে জল ঢালিয়া দিয়া তাঁহাকে চারপাইতে তুলিয়া বহন করিয়া গৃহে লইয়া যাইতে বলিলেন।

নবাবপুত্র আলোক সাহায্যে বাণবিদ্ধ পাঠানদ্বয়ের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগের উদর ও বক্ষোবিদ্ধ তীর টানিয়া বাহির করিতে-ছিলেন, ইত্যবসরে মন্ত্রী মবারক আলী তথায় উপস্থিত হইলে, নবাব-পুত্র তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "জবরদস্ত তীরন্দাজ! প্রায় একশ কদম দূর থেকে তীর ছুঁড়েছিল, কিন্তু কি হাতের জোর! তীর কাপড় ফুঁড়ে গায়ের গোড়া পর্য্যন্ত ঢুকে পড়েছে।"

মন্ত্রী পাঠানদ্বয়ের মুমূর্ষাবস্থা দর্শনে দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "ও সয়তানের সাঙ্ঘাতিক তীরে বিদ্ধ হ'লে আর অব্যাহতি নাই। লোকটা পাহাড়ী কিরাত, এক প্রকার ছোটলোক হিন্দু। ওর বাপ মা দেনার দায়ে ওকে আজীমের বাপের নিকট বেচেছিল। আমজাদ আলী ওকে ছেলেবেলা খরিদ করে মুসলমান করেছে।

নবাবপুত্র। আমজাদ আলীত শালওয়ালা বেপারী।

মন্ত্রী। আমাদের একই বংশে জন্ম, আমজাদ আলী সৈয়দ।

নবাবপুত্র। মুরাদ তীর মারতে শিখলে কি ক'রে?

মন্ত্রী। ওদের জাত তীরন্দাজ। ও বেটারা জলে সাঁতার দেওয়া মাছ, আর আকাশে উড়ে যাওয়া পাখী তীরে বিঁদতে পারে, ভারী শিকারী।

নবাবপুত্র। ওর মত শিকারী হিন্দু তীরন্দাজ এদেশে কত আছে?

মন্ত্রী। তা হ'বে হাজার পাঁচেক। তাদের কাজই তীর কামঠা নিয়ে ঝাড়ে জঙ্গলে শিকার করা, সেই জন্যই ওদেকে কিরাত বলে।

নবাবপুত্র মনে মনে সঙ্কট গণিলেন। তিনি ভাবিলেন এই সকল পাহাড়ে বর্ব্বর কিরাতগুলো থাকতে কাশ্মীর জয়ের আশা নাই।

মন্ত্রী পুনরায় বলিলেন, "মুরাদ আজীমের বড় বাধ্য, শরীরের ছায়ার

ন্যায় মুরাদ সর্ব্বদাই আজীমের সঙ্গী। মুরাদকে না মারতে পারলে আজীমের কিছুই অনিষ্ট করবার যো নাই।”

নবাবপুত্র। আজীমের প্রতি আপনার কন্যার এতটা অনুরাগ জন্মিল কি ক’রে।

মন্ত্রী। আমার কন্যার বয়স যখন ৩ বৎসর মাত্র, তখন আমার স্ত্রী-বিয়োগ হয়। আমার সংসারে অপর কোন স্ত্রীলোক অভিভাবিকা না থাকাতে আজীমের মা কন্যাটীর লালনপালনের ভার গ্রহণ করেন। তদবধি আজীমের সঙ্গে একত্রে থেকে খেলাধূলা, লেখাপড়া, আহার বিহার করাতে দুজনার মধ্যে খুব ভালবাসা জন্মে। গুলনেহারের যখন বয়স বার বৎসর, আজীমের বয়স তখন যোল। আমি কন্যাকে গৃহে আনিতে চাহিলে বিচ্ছেদের ভয়ে ওরা সেই কৈশোর বয়সেই দুজনে শাহ-কলন্দরের দরগায় বাবা আলম শাহ নামক ফকীরের সম্মুখে জীবনে কেউ কারও ছাড়াছাড়ি হবে না, বয়স হ’লে স্ত্রী-পুরুষরূপে বিবাহিত হ’য়ে একত্রে থাকবে এই অঙ্গীকার করে; সুতরাং আজীম জীবিত থাকতে গুলনেহারকে পাওয়া সহজ কথা নয়,কারণ মুরাদ বেঁচে থাকতে আজীমকে মরাও অসম্ভব।

নবাবপুত্র বুঝিলেন মুরাদ সহজ লোক নয়। তিনি বলিলেন, “মুরাদ ও আজীমকে কোনরূপ জালে ফেল্‌তে পারা যায় না?”

মন্ত্রী বলিলেন “তারা দুজনেই যেরূপ হুশিয়ার, তাতে জালে ফেলাও অসম্ভব। এক জন ঘুমালে আর একজন জেগে পাহারা দেয়। আজকার ঘটনায় তার প্রমাণ প্রত্যক্ষ করেছ। তবে তারা আক্রমণকারী ভিন্ন নিরীহের অন্যায় করে না। তুমি যদি আর এক পা এগুতে, তাহ’লে নিশ্চয়ই তীর বুকে করে মাটি কামড়াতে হ’ত। তোমার সঙ্গী পাঠান দুটো পরের ঝগড়ায় লাগ্‌তে গিয়েই মুরাদের তীরে প্রাণ হারিয়েছে। এখন এদের মাটি দেবার ব্যবস্থা কর।”

এমন সময় আলো লইয়া আর দুই জন ভৃত্য তথায় উপস্থিত হইলে মন্ত্রী ও নবাবপুত্র গৃহে গমন করিয়া আর চারিজন পাঠানকে কোদালী সহ পাঠাইলেন। পাঠানেরা সেই উদ্যানের এক কোণে মৃত পাঠান-দ্বয়কে সমাহিত করিয়া চলিয়া গেল।

মন্ত্রী-পুত্রের ছিন্ন ভুজ হইতে অজস্র শোণিতপাত হইতেছিল। মুসলমান হকীম সাহেব নানা লতা পাতা গাছ গাছড়া বাঁটিয়া কতই প্রলেপ দিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই রক্তস্রাব থামিল না! অজ্ঞান অবস্থায় পতিত থাকিয়া রাত্রি প্রভাতের প্রাক্কালে সরফরাজ হোসেন ইহলীলা সংবরণ করিলেন! মন্ত্রীর গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠিল। মন্ত্রী ক্রোধে অধীর হইয়া সহর কোতোয়ালকে ডাকাইয়া গুল্‌নেহার, আজীম ও মুরাদকে কয়েদ করিয়া তাঁহার সম্মুখে আনয়ন জন্য হুকুম দিয়া পুত্রের অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

এ দিকে অন্ধকারে দ্রুতপদে বহুদূর গমনের পর গুলনেহার মৃদুস্বরে বলিলেন, "এখন কোথা যাবে মনে করেছ আজীম? তোমাদের বাড়ী যাওয়াত নিরাপদ নয়, কারণ সেখানে অনুসন্ধানের ভয় আছে, বিশেষতঃ এখান হ'তে হয় ত অনেক দূর। আমি আর দৌড়িতে পাচ্ছি না।"

ইত্যবসরে মুরাদ সমীপবর্ত্তী হইয়া বলিল, "বাঁ দিকের পথে চলুন, যে কোন নৌকায় চ'ড়ে প্রথমে আমাদের ভাসানে যাওয়া যাক। তার পর যেখানে ইচ্ছা যাওয়া যাবে।"

গুলনেহার বলিলেন, "বাবা আলমের মস্‌জিদে যেতে পারলে আর ভয় নাই।"

আজীমও "সেইখানে যাওয়াই উচিত" এই বলিয়া অসি ভূমিতে ঘষিয়া পরিষ্কৃত ও কোষস্থ করতঃ গুলনেহারকে স্বীয় বাহু-অবলম্বিতা ভাবে লইয়া মুরাদের প্রদর্শিত পথে অচিরেই হ্রদের তটে উপস্থিত হইলেন। স্থানে স্থানে দুই একখানি ক্ষুদ্র ডিঙ্গী নৌকা বাঁধা রহিয়াছে, দেখা গেল,

কিন্তু কোনখানিতেই বহিত্র না থাকাতে মুরাদ স্বীয় কটিসংবদ্ধ ভোজালীর ন্যায় তেগা নামক অস্ত্র বাহির করিয়া একটা গাছের মোটা রকম ডাল কাটিয়া পত্র-পল্লব রহিত করিয়া বহিত্রের ন্যায় দীর্ঘ দণ্ডাকারে খণ্ডিত ও স্থূলপ্রান্ত চেপ্‌টা করিল, তাহার পর একখানি ডিঙ্গীতে চড়িয়া বসিল। আজীম গুলনেহারকে সেই তরণীতে তুলিয়া নিজের ক্রোড়ে বসাইলে, মুরাদ ডিঙ্গী খুলিয়া কর্ত্তিত কাণ্ডকে বহিত্র করিয়া তদ্দ্বারা বাহিয়া চলিল।
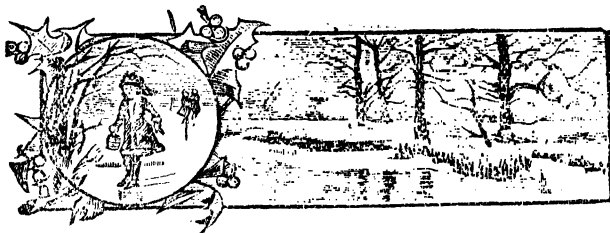
চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মন্ত্রণা।

কাশ্মীরের পূর্ব্বকথিত বিশাল হ্রদের জলে সম্পন্ন লোকদিগের ভাসমান কেলি-কানন আছে। সরল জাতীয়, কাণ্ড-নির্ম্মুক্ত, সুদীর্ঘ বৃক্ষের একটীর গোড়া ও আর একটীর আগালী পরস্পর সাজাইয়া ক্রমে রজ্জুবদ্ধ করিয়া একটী বৃহৎ ভেলা নির্ম্মিত হয়। প্রয়োজনমত দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে বিস্তীর্ণ একসারি বৃক্ষের উপর আর এক সারি লম্বাভাবে সাজাইয়া এক প্রকার বল্কল নির্ম্মিত স্থূল রজ্জুদ্বারা দৃঢ় বন্ধন করতঃ উপরে ক্ষুদ্র দণ্ড, কাণ্ড, পত্র, তৃণ ও শৈবাল সাজাইয়া তাহার উপর মাটি চাপা দিয়া ভাসমান কানন প্রস্তুত করা হয়। সসার মৃত্তিকাতে শাক সব্জীর বাগান প্রস্তুত করা হয়। বাগানের চতুর্দ্দিকে অনেকেই কাঠের রেলিং দিয়া মধ্যস্থলে কাঠের সুন্দর কুটীর নির্ম্মাণ করে। তৈলজ, সরল জাতীয় বৃক্ষ জলে থাকিলে দীর্ঘকালেও পচে না, বরং তাজা থাকে। তবে ভাসিয়া বেড়াইতে না পারে তজ্জন্য চতুর্দ্দিকে কতিপয় শৃঙ্খলাবদ্ধ নঙ্গড় নিক্ষিপ্ত হয়। কোন কোন ভাসমান উদ্যান ভাসিয়া বেড়াইবার উপযোগীরূপে আবদ্ধ অবস্থায়ও থাকে।

আজীমের পিতার এইরূপ একটী বৃহৎ ভাসমান উদ্যান ছিল। তাহাতে একজন মালী সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকিয়া পাহারা দিত। মুরাদ ভাসানে বা ভাসমান উদ্যানে উপস্থিত হইলে আজীম হাতে ধরিয়া

গুলনেহারকে নৌকা হইতে সাবধানে নামাইয়া উদ্যানস্থ কেলি-গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

মুরাদ নৌকা বাঁধিয়া বাগানে উঠিয়া মালীর সাহায্যে আজীম ও গুলনেহারের আহার্য্য প্রস্তত করিতে প্রবৃত্ত হইল। বাগানে তণ্ডুলাদি সর্ব্বপ্রকার খাদ্য সামগ্রী ও কাঠের বড় বড় খাঁচাতে মুর্গী পোষা থাকিত। সাময়িক ব্যবহার্য্য বস্ত্র, পরিচ্ছদ, বাদ্যযন্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্যও গৃহে সজ্জিত থাকিত।

আসনে উপবিষ্টা হইয়া গুলনেহার আজীমকে বলিলেন, "ঈশ্বর ইচ্ছায় একবার আমাদের বিবাহটা হ'য়ে গেলে আর ভয় নাই।"

আজীম বলিলেন, "ভয়ের কারণ যথেষ্ট আছে। হোসেনের হাত কাটা যাওয়াতে তোমার বাপ কোন ক্রমেই ক্ষমা ক'রবেন না; তার পর ঈশ্বর না করেন, যদি তার মৃত্যু হয়, তাহ'লে একমাত্র পুত্রের শোকে তিনি আমাকেই তার মৃত্যুর কারণ বলে জীবনান্ত পর্য্যন্ত কিছুতেই ক্রোধ সংবরণ করতে পারবেন না।"

গুল। আমিত সব দেখেছি, আমি বাবাকে বুঝিয়ে বলব, তোমার কিছুমাত্র দোষ নাই। প্রথমেই দাদা তোমাকে গাল দিয়ে গালে চড় মারেন। তার পর তলওয়ার নিয়ে প্রথমে তিনিই তোমায় আক্রমণ করেন। সুবিধা পেয়েও তুমি প্রথমে তাঁর উপর চোট মারনি। তিনি যখন তেড়ে এসে তোমার কাঁধে কোপ মারেন, তখনও তুমি লাফ দিয়ে স'রে দাঁড়িয়ে তাঁর আঘাত ব্যর্থ কর। পরে যখন নেহাত্ তোমায় খুন কর্‌তেই উদ্যত হন, সে সময়েও তুমি তাঁর গলায় তলওয়ার না মেরে কেবল একখানা হাত কেটে দিয়েছ মাত্র। তুমিওত মানুষ, তোমারওত রক্ত মাংসের শরীর, তিনি তোমার প্রাণবধের চেষ্টা ক'রলেও তুমি তার প্রাণ-হানি না ক'রে বরং মহত্ত্বের পরিচয়ই দিয়েছ। তিনি তোমায় খুন করতে চেষ্টা না ক'রলে তুমি তাঁর হাত কাট্‌তে কখনও উদ্যত হ'তে না।

আজীম। হাঁ, তুমি সব দেখেছ, আর দোষ গুণ সব বুঝতেও পেরেছ, তবু কি তোমার কথায় তাঁর রাগ মিট্‌বে ?

গুল। না মেটে আমরা লাহোরে পালিয়ে যাব, সেখানেও ত তোমাদের কারবার আছে, আর বাবা কি চিরকালই বেঁচে থাকবেন ? তাঁর মৃত্যুর পরেও ত আমরা এখানে ফিরে আসতে পারব।

আজীম। সবই সত্য, কিন্তু লাহোরে যাওয়াত বড় সহজ ব্যাপার নয়। পথ ছেড়ে লুকিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে আমরা পুরুষ মানুষ, হয় ত যেতে পারি। তুমি মেয়ে মানুষ, অত কষ্ট সহ্য করে কি যেতে পারবে ?

গুল। আমিও না হয় পুরুষ মানুষ সেজেই যাব।

আজীম। ঘোঁড়া চড়তে পারতে, তা হ'লেত আজই রাতারাতি বেরিয়ে যেতে পারতাম। মুরাদ সঙ্গে থাকবে, প্রকাশ্য পথে গেলেইবা ধরে কে।

গুল। কোন্ দেশের মেয়ে মানুষেরাও পুরুষের মত ঘোঁড়া চড়তে পারে না ?

আজীম। হাঁ খিরিস্তান দেশের মেয়ে মানষে খুব ঘোঁড়া চড়তে পারে, ভূটিয়ানীরাও চড়তে পারে। মারহাট্টা মেয়ে মানুষেও চড়তে পারে। চড়া কঠিন কাজ কিছুই নয়। জীনের উপর রেকাবে ভরদিয়ে ঠিক হয়ে বসে থাকা।

গুল। তা আমি পারব, তবে ঘোঁড়া বদমায়েশ না হয়ত বসে বেশ যেতে পারব, দৌড়াতে পারব না।

আজীম গুলনেহারের সাহসে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তবে দুটী খেয়ে আগে চল বাবা আলমশার কাছে যাওয়া যাক, তারপর কপালে যা থাকে, খোদার মর্জ্জী হয়ত সব আপদ চুকেও যেতে পারে।"

গুল। হাঁ আজীম, বিপদের কাণ্ডারী একমাত্র পরমেশ্বর, তাঁকেই ডাকা কর্ত্তব্য। তাঁর যা মর্জ্জী, তা আমাদের ভালর জন্যেই হবে।

অনন্তর উভয়ে ওজু করিয়া অর্থাৎ হস্ত, পদ, মুখ প্রক্ষালনান্তে পবিত্র হইয়া জায়নমাজ পাতিয়া একাগ্র চিত্তে নতজানু ও কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক ভগবানের নমাজ বন্দনা করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা মাগিলেন।

ইত্যবসরে আহার্য্য প্রস্তুত হইল। গুলনেহার ও আজীম অনেক দিনের পর আজ একত্রে বসিয়া আহার করিতে লাগিলেন। পোলাও, মাংস ও ডিমের সালন আর সেই বিখ্যাত কাশ্মীরী চাট্‌নী ব্যতীত অধিক আয়োজন কিছুই ছিল না। দুইটী কাঁচের করাবাতে আঙ্গুরের সুমিষ্ট আসব দেওয়া হইল। এই অল্প সময় মধ্যে তাড়াতাড়ি প্রস্তুত সামান্য আহার্য্য দ্রব্যই উভয়ে প্রীতিপূর্ব্বক আহার কালীন একে অন্যের মুখে আদর করিয়া দুই এক গ্রাস তুলিয়া দিয়া সুখানুভব করিতে লাগিলেন। তাহার পর নানাপ্রকার মেওয়া ও আসব পানে তৃপ্ত হইয়া আচমনান্তে আজীম গুলনেহারের বেণী মস্তকের উপর শিখদিগের ন্যায় ঝুঁটী বাঁধিয়া তাহার উপর রেসমী পাগড়ী জড়াইয়া, গায়ে শালের চোগা পরাইয়া, কটিদেশে অসি ঝুলাইয়া পুরুষ সাজাইয়া দিলেন। মুরাদের আহার হইলে তিনজনে পুনরায় নৌকায় উঠিয়া বসিলেন, এবার উদ্যানের নৌকার একখানি বহিত্র লইয়া মুরাদ বেগে বাহিয়া চলিল।

এই সময়ে তামসী রজনীর ঘনান্ধকারে কাশ্মীর উপত্যকা সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। সেই বিশাল স্বচ্ছ নীলাম্বু হৃদয় হ্রদ চতুর্দ্দিগ্বর্ত্তী উচ্চ পর্ব্বত-প্রাকার পরিবৃত ছায়ার নিবিড় কৃষ্ণ ছটায় ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। নৈশ কৃষ্ণ গগনাঙ্গনে তারকারাজির প্রতিবিম্ব নির্ম্মল মুকুর সদৃশ হ্রদ-হৃদয়ে মৃদুল বাতাহত বীচি পরম্পরা নাচিয়া বেড়াইতেছিল। কুত্রাপি দূরে কোন ভাসমান উদ্যানের ক্ষীণালোক লক্ষিত হইতেছিল। ক্ষুদ্র তরণীতে আরোহী তিন জনেই নীরবে বসিয়াছিলেন, তাহার প্রথম কারণ অনুসরণের ভয়, দ্বিতীয় কারণ পরের তরী না বলিয়া ব্যবহার, এবং তৃতীয় কারণ অব্যবহিত পূর্ব্বে সংঘটিত ভীষণ কাণ্ডের ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ চিন্তা।

গুলনেহার প্রিয়তম আজীমের অঙ্কে সাদরে সমাসীনা হইয়া যদিও এক অভূতপূর্ব্ব হর্ষরসে আপ্লুতা হইতেছিলেন, যদিও অঘট-ঘটনা-পটিয়সী কুহকিনী কল্পনা তাঁহাকে ভাবী দাম্পত্য প্রেমসাগরে আহ্লাদ-উর্ম্মিমালায় উদ্বেলিতা করিতেছিল, তথাপি বিগত লোমহর্ষণ কাণ্ডে স্বীয় ভ্রাতার কাতরতা এবং পিতার বিষাদ ও বিরক্তির চিন্তা তাঁহাকে চঞ্চলা করিয়া তুলিল। তিনি মনে মনে ভ্রাতার আর্ত্ত ও পিতার ক্রুদ্ধ মূর্ত্তি দর্শনে দুঃখিতা হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

এদিকে আজীমও চিত্ত চঞ্চলকারিণী চিন্তার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন নাই। তিনিও গত ঘটনা সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ ফলাফলের কথা, বিশেষতঃ প্রেয়সী গুলনেহারকে লইয়া কিরূপে মন্ত্রীর কোপানল হইতে অব্যহতি লাভে, কিরূপে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া স্বীয় পিতার আশ্রয়ে লাহোরে যাইতে পারিবেন তাহাই ভাবিতেছিলেন। গুলনেহারের দীর্ঘ নিশ্বাস শ্রবণে কূল হইতে অন্যের শ্রবণের সম্ভাবনা না থাকা জ্ঞানে মৃদু মধুর বচনে বলিলেন, "গুল! ভাবনা কি? বাবা আলমের কাছে পৌঁছিলে তিনি অবশ্যই আমাদিগকে আশ্রয় দিবেন।"

গুলনেহার বলিলেন, "ভেবে আর হবে কি, তা জানি, যা হ'বার হয়েছে, তার পর ভাগ্যে যা আছে তা ত হবেই; তবুও ভাবনা আপনা হ'তেই মনে উদয় হয়। ভাবছিলাম, ভাইজান যাতনায় যেন কত ছট্‌ফট্ করছে, আর বাপজান যেন কত আক্ষেপ, কত রাগ করছেন, কতই গাল দিচ্ছেন।

আজীম। উপায় কি বল—দোষ তোমারও নয়, আমারও নয়, হোসেনের নসীবের দোষ, আর মন্ত্রী মহাশয়ের বুদ্ধির দোষ। কেন তিনি তোমার অমতে কোথাকার অপরিচিত, বিদেশী, পাঠানের হাতে তোমায় দিতে যাচ্ছিলেন?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বাবা আলমশাহ।

নৌকা অল্পক্ষণের মধ্যেই অপর পারে শাহ কলন্দরের দরগার ঘাটে পৌঁছিলে তিন জনেই তীরে উঠিয়া বাবা আলমশার বাসগৃহের দ্বারে উপস্থিত হইয়া ঘরের কপাটে আঘাত করিলেন।

রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়াছিল; দ্বারের কপাটে আঘাত শ্রবণে বাবা আলম আলোক হস্তে দ্বিতল হইতে নিম্নে অবতরণ করতঃ দ্বার খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তোমরা?"

আজীম সম্মুখবর্ত্তী হইয়া সেলাম করিয়া, "আমি আজীম" এইমাত্র বলিয়া গুলনেহার ও মুরাদের সহিত গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। পুরুষ বেশে গুলনেহার বাবা আলমের সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া সেলাম করিলে তিনি আজীমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কে?"

আজীম বলিলেন, "উপরে চলুন, সবিশেষ খুলে ব'লব।"

মুরাদ বাবা আলমের পদে হস্তার্পণ করতঃ সেলাম করিলে তিনি তাহাকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন, "কে রে বাচ্চা মুরাদ! তীর ধনুক নিয়ে কি রেতেও পাখী মারতে বেরোয়েছিস?"

মুরাদ যোড়হস্তে বলিল, "আজ্ঞে উপরে চলুন, আজ দুটো মানুষের প্রাণপাখী তীরে বিঁধে ফেলেছি, সব শুনবেন।"

এই স্থলে বাবা আলম শাহের কথঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত পূর্ব্ব-পরিচয় জ্ঞাপন

করা প্রয়োজনীয় হইয়াছে। বাবা আলমশাহ প্রবীণ বয়স্ক, সুশিক্ষিত, ভদ্রবংশীয় লোক; তাঁহার বয়স কত তাহা কেহই ঠিক বলিতে পারিত না, অথবা তাঁহার চেহারা দেখিয়া কেহ ঠিক অনুমানও করিয়া উঠিতে পারিত না। তাঁহাকে দেখিলে ৮০ কি ৮৫ বৎসর বয়স্ক বলিয়া বোধ হইত। কারণ তাঁহার কেশ, ভ্রূ, শ্মশ্রু সমস্তই শুভ্র রজত তন্তুবৎ হইয়াছিল, অথচ তাঁহার শারীরিক গঠন ও শরীরের বাঁধন দেখিলে ৪০ কি ৫০ বৎসর বয়স্ক প্রৌঢ়ের ন্যায় বোধ হইত। চর্ম্ম শ্লথ বা লোল হয় নাই, দন্ত একটীও বিগলিত হয় নাই, দৃষ্টি ও শ্রুতি শক্তিও অব্যাহতই ছিল, তবে রাত্রিকালে প্রদীপের ক্ষীণালোকে লেখা পড়া করিতে হইলেই প্রচক্ষু (চশমা) ব্যবহার করিতেন, কিন্তু তাঁহার অঙ্গগঠন দৃষ্টে অনুমিত পরিমাণ অপেক্ষা তাঁহার বয়ঃক্রম অনেক অধিক হইয়াছিল। তাঁহার বর্ণ গৌর, আকৃতি দীর্ঘ, শরীর বলিষ্ঠ, মূর্ত্তি সৌম্য। চেহারা যৌবন কালে অতি সুশ্রী ছিল, এত অধিক বয়সেও নাক, মুখ, চক্ষু সুগঠিত। তিনি চির কুমার। যৌবনের প্রারম্ভে দিল্লীশ্বর আকবর বাদশাহের অতি প্রিয় সভাসদ ছিলেন। দীর্ঘ কাল প্রাচ্যভূমে ভ্রমণ ও হিমালয়ের অঙ্কস্থিত সিকিম, তিব্বৎ, নেপাল, কমায়ুন, গড়োয়াল প্রভৃতি বহু পার্ব্বত্য প্রদেশে ভ্রমণ ও অবস্থানান্তে মোগলসম্রাট কর্তৃক কাশ্মীর-বিজয়ের পর তাঁহার বন্ধু নবাব নাজীমের অনুরোধে শ্রীনগরে আসিয়া শাহ কলন্দরের দরগায় অবস্থান করিতেছেন। আজীম বাবা আলমের এক জন প্রিয় শিষ্য। মল্লক্রীড়া ও অস্ত্র-চালনা-কৌশল তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যদিগের নিকট আজীম শিক্ষা করেন, এবং তাঁহার নিকট পারসী ও আরবী ভাষায় অতি উৎকৃষ্ট সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম্ম গ্রন্থাদি পাঠ করেন। আজীমের পিতা মির্জ্জা আমজাদ আলী সাহেবও বাল্য ও যৌবনের সন্ধিস্থলে বাবা আলমের নিকট লেখাপড়া সম্বন্ধে অতি জটিল বিষয় সমূহের মীমাংসা করাইয়া লইতেন। তিনি বলেন, তিনি স্বীয়

পঠদ্দশায় বাবা আলমকে যেরূপ-পককেশ প্রবীণ বয়স্ক দেখিয়াছিলেন, অদ্যাপিও তিনি প্রায় সেই রূপই আছেন, প্রায় ত্রিশ বৎসর মধ্যে তাঁহার চেহারার বিশেষ কোনই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় নাই। কাশ্মীরে তিনি ধার্ম্মিক, বিদ্বান, জ্ঞানী, বহুদর্শী ও নিঃস্বার্থ পরোপকারী বলিয়া বিশেষ সমাদৃত ছিলেন।

বাবা আলমের চিকিৎসা শাস্ত্রেও অধিকার ছিল, তবে তিনি চিকিৎসা ব্যবসায়ী ছিলেন না। পীড়াজনিত যন্ত্রণা সময়ে টোট্‌কা মুষ্টিযোগ দ্বারা গরীব দুঃখীর উপকার করিতেন, এজন্য তিনি সর্ব্বসাধারণের নিকট পিতা ও গুরুর ন্যায় ভক্তিভাজন ছিলেন। হিন্দুর জ্যোতিষ ও মুসলমানের নজ্জুম শাস্ত্রেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। কোন কোন লোকের মনে বিশ্বাস, বাবা আলম জাদু, মন্ত্র, ঐন্দ্রজালিক বিদ্যাতেও ব্যুৎপন্ন এবং তাঁহার অলৌকিক শক্তি আছে ভাবিয়া লোকে তাঁহাকে যেমন ভক্তি করিত তেমনি ভয়ও করিত। কাশ্মীরে ভদ্রাভদ্র শ্রেণীর লোকের মধ্যে তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্য অনেক হইয়াছিল, ফলতঃ কাশ্মীরে তাঁহার এরূপ প্রতিভা ও প্রতিষ্ঠা জন্মিয়াছিল, যে কেহ কচিৎ রাজাজ্ঞা লঙ্ঘনে সাহসী হইলেও বাবা আলমের ইঙ্গিতে অবহেলা করিতেও ভয় পাইত।

আজীমের প্রার্থনায় বাবা আলম আলোকাধার তাঁহার হস্তে দিয়া দ্বিতলস্থ স্বীয় শয়ন কক্ষের সম্মুখবর্ত্তী তাঁহার পাঠাগারে প্রবেশ করিলেন। আজীমের আলোক প্রদর্শনায় গুলনেহার ও মুরাদ তাঁহার অনুগমন করিলেন। বাবা আলম ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত স্বীয় গদীতে উপবেশন করিলে গুলনেহার পাগড়ী, চোগা কটিবন্ধ ও অসি খুলিয়া স্ত্রীবেশে বাবা আলমের পদস্পর্শ করতঃ বন্দনান্তে যোড়হাতে বলিলেন, "বাবা! আমি মন্ত্রী মবারকআলী সাহেবের কন্যা গুলনেহার। বিশেষ বিপন্না হ'য়ে আজীমের সহিত আপনার শরণাপন্ন হ'য়েছি। আমাদিগকে আশ্রয়দান করিয়া উপস্থিত বিপদ হ'তে উদ্ধারের ব্যবস্থা করুন।"

বাবা আলম গুলনেহারকে দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া বলিলেন, "বৎসে! আজীমের সহিত তোমাদিগের সেই অঙ্গীকারের পর হ'তে আর তোমায় দেখি নাই, সে প্রায় চার বৎসরের কথা। আচ্ছা তোমরা বসো, আমা-দ্বারা যা কিছু হ'তে পারে, তার ব্যবস্থা ক'রব।"

বাবা আলমের আদেশে আজীম ও গুলনেহার একখানি সোফাতে উপবেশন করিলেন, এবং মুরাদ ঘরের এক কোণে অগ্নিকুণ্ডের নিকটে বসিয়া হাত পা উত্তপ্ত করিতে লাগিল।

বাবা আলম আজীম, গুলনেহার ও মুরাদের আহার হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে আজীম স্বীয় পিতার হ্রদস্থিত ভাসান বাগানে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া আগমনের কথা বলিলে বাবা আলম গুলনেহারকে বলিলেন, "বৎসে! তুমি রাত্রিকালে পিত্রালয় ত্যাগ করে আজীমের সঙ্গে কি মনে করে আমার নিকট এসেছ?"

গুলনেহার স্বীয় পিত্রালয়ে মালের কোটলার নবাবপুত্র আফজল খাঁর আতিথ্য গ্রহণ, তাঁহার সহিত স্বীয় পিতা ও ভ্রাতা কর্তৃক গুলনেহারের অমতে তাঁহার বিবাহ দিবার প্রস্তাব, আজীমের সহিত পরামর্শ জন্য উদ্যানে গুপ্ত সন্দর্শন, সরফরাজ হোসেনের অনুসরণ, আজীমসহ অসি-যুদ্ধ, হোসেনের বাহুচ্ছেদ, মুরাদের বাণে দুই জন পাঠান বিদ্ধ হওয়া, তার পর তাঁহাদিগের পলায়ন ও তাঁহার আশ্রয়ে আগমন ইত্যাদি যাবতীয় ঘটনার বিষয় আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন।

বাবা আলমশাহ গুলনেহারের বর্ণিত ঘটনার বিষয় শুনিয়া বলিলেন, "এত কাণ্ড হয়েছে!"

আজীম বলিলেন, "আমরা আজও আপনার কাছে সেই পূর্ব্বের মতই বালক বালিকা। যা করে ফেলেছি, তা আমাদেরই বালক বুদ্ধির অবস্থামত কার্য্য, অথবা খোদার মর্জ্জী, যাই মনে করেন, যখন আমরা ইতিপূর্ব্বেও অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়ে তদনুসারেই এখন একত্র হয়েছি,

তখন যাতে আমাদিগকে জীবনে আর বিচ্ছিন্ন হ'তে না হয় আপনি তার উপায় বিধান করবেন, এই আশায় আপনাকে পিতা, গুরু, আশ্রয় ও অভয়দাতা ভেবেই আমরা শরণাপন্ন হয়েছি।"

বাবা আলম বলিলেন, "বৎস! তোমাদিগের এ সম্মিলন অবিচ্ছিন্ন থাকার একমাত্র উপায় উভয়ের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, কিন্তু তজ্জন্য তোমাদিগকে কিছুদিন প্রতীক্ষা ক'রতে হবে। কারণ সরফরাজ হোসেন ভুজচ্ছিন্ন অবস্থায় যদি প্রাণত্যাগ করে, তা হ'লে তার মৃত্যুর কারণ তুমি। মন্ত্রী মবারক আলী এই প্রৌঢ় বয়সে একমাত্র পুত্রের অকাল মৃত্যুর শোকে তোমাদিগের উপর কথনই সন্তুষ্ট হ'তে পারবেন না। এমতাবস্থায় তাঁর অমতে তোমরা হঠাৎ বিবাহিত হ'লে তিনি আশীর্ব্বাদের পরিবর্ত্তে অভিসম্পাত দিবেন, সুতরাং জীবনে চির সুখ শান্তির সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ সময়ে তাঁর অভিসম্পাত মাথায় নিয়ে তোমরা কথনই সুখী হ'তে পারবে না; অতএব যতক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে তোমাদিগের বিবাহ বন্ধন অনুমোদন না করেন, ততক্ষণ তোমাদিগের প্রতীক্ষা করাই যুক্তিসঙ্গত।"

গুল। তিনি যেরূপ অস্থির পঞ্চক, চটা মেজাজের লোক, তাতে কখনও যে আমাদের বিবাহ অনুমোদন করবেন এরূপত বোধ হয় না।

বাবা আলম। হাঁ বৎসে, সে কথা সত্য, তবে যদি তোমাদিগের বিবাহের জন্য প্রতীক্ষার সময় এক বৎসরের স্থলে ছয়মাসের মধ্যেই তাঁর নিজেরই প্রাণত্যাগ ঘটে, তাহ'লে তাঁর জন্য তোমার শোক প্রকাশের সময়ের পরে এই বিবাহ সম্পন্ন হওয়া তাদৃশ দোষাবহ হবে না। তদন্যথায় যদি তোমরা হঠাৎ পলায়নের রাত্রিতে, হঠাৎ বিবাহ করে বস, তা হ'লে তিনি মর্ম্মাহত হয়ে হঠাৎ অভিসম্পাত দিবেন, আর এ কথা নিয়ে লোকেও একটা কল্পনা জল্পনা করবে, অতএব তোমরা কিছু দিন সবুর কর, "সবুরের গাছে মেওয়া ফলে" এ কথা ধ্রুব সত্য। এক দিন মন্ত্রী

নিজের ভ্রম বুঝতে পারবেন, এবং তখন তোমাদের বিবাহে যে অনুমতি দান করবেন, তাতে আর সন্দেহ নাই।

আজীম। তা সম্ভব, তাঁর মত পরিবর্ত্তন হওয়া বড় বিচিত্র নয়। আমার পিতার প্রস্তাবে একবার সম্মত হয়েছিলেন, তারপর মালের কোটলার নবাবপুত্র আসা অবধি সরফরাজ হোসেনের নবাব জাদা সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের গর্ব্বে ও অনুরোধে এই মত পরিবর্ত্তন ঘটেছে।

বাবা আলম বলিলেন, "হাঁ ঠিক হয়েছে; মন্ত্রী এই ছদ্ম-মিত্র-বেশী নবাব পুত্রকে চিনতে না পেরে ভ্রমে পড়ে তাকে জামাতা করতে ইচ্ছুক হয়েছেন। এই নবাবপুত্র প্রকৃত পক্ষে মিত্র কি শত্রু সুবিশেষ জানতে পারলেই তাঁর ভ্রম ঘুচে যাবে, এবং তা হ'লেই তোমাদের বিবাহে মত দেবেন। নবাবপুত্রের যে এক মৃত্যুবাণ আমার হাতে পড়েছে, তা দেখলেই তোমরা বুঝতে পারবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গুপ্তলিপি।

বাবা আলম একটী পুস্তকের দপ্তর খুলিয়া একখানি পার্সী পুস্তকের ভিতর হইতে পার্সী ভাষায় লিখিত একখানি পত্র বাহির করিয়া বলিলেন, "এই দেখ, কাবুলের আমীরের গুপ্তচর, কাশ্মীরের পরম শত্রু নবাবপুত্রের দুরভিসন্ধির প্রমাণ তার স্বহস্তলিখিত পত্র, পড়লেই সবিশেষ বুঝতে পারবে।"

আজীম পত্রখানি পড়িতে আরম্ভ করিয়া অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত বহুচেষ্টাতেও উহার মর্ম্মোদ্ধার করিতে না পারিয়া বলিলেন, "কি লিখেছে বুঝতে পাচ্ছিনা, এ যেন সাঙ্কেতিক লেখা বলে বোধ হচ্ছে।"

গুলনেহার আজীমের হস্ত হইতে পত্রখানি লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলে বাবা আলম শাহ বলিলেন, "পত্রের শেষে যে দুটী কথা আছে, তাই প্রথমে পড়।"

গুলনেহার পড়িলেন, "মাহ পঞ্জ সাকিন," অর্থ চন্দ্রমার পঞ্চম বর্জ্জিত। অর্থাৎ যেন চাঁদের পঞ্চম দিবসে পত্র লিখিত হইল, হঠাৎ দেখিলে এই অর্থ বুঝায়; কিন্তু বাবা আলম বলিলেন, "মাহ অর্থ এস্থলে অক্ষর, অর্থাৎ প্রত্যেক পঞ্চম বর্ণ বর্জ্জিত ভাবে পাঠ ক'রলেই মর্ম্ম বোধগম্য হবে।"

ইহা শুনিয়া আজীম পৃথক কাগজে গুলনেহারের পঠনানুরূপ প্রত্যেক পঞ্চম বর্ণ ত্যাগ করতঃ অনুলিপি প্রস্তুত আরম্ভ করিলেন, এবং কতিপয় ছত্র পড়িয়া উহার মর্ম্ম যাহা অবগত হইলেন, তাহার বঙ্গানুবাদ এইরূপ :—

"মেহেরবান কদরদান আলিশান খোদাওন্দ খোদাগান জনাব আমীর মহম্মদ শাহ দুরানী, মুল্‌ক আফগানিস্তান সমীপে ফিদবী আফজল খাঁর বাদ তছলিম আরজ, দীর্ঘকাল পরে এই সাঙ্কেতিক গুপ্ত পত্রখানি ছদ্ম ফকীর বেশধারী বিশ্বাসী ভৃত্যের হস্তে প্রেরিত হইল। চম্বা, মণ্ডী, নাহান, বাসাহির ও কাশ্মীর এই পঞ্চ পার্ব্বত্য রাজ্যে বর্ব্বর হিন্দুদিগকে গোপনে উত্তেজিত ও বশীভূত করা যাইতেছে। ইহাতে এ পর্য্যন্ত প্রায় বিশ হাজার টাকা উৎকোচ স্বরূপ ব্যয় হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা কাশ্মীরেই অর্থব্যয় যেমন অধিক হইতেছে, তেমনই এস্থানে কৃতকার্য্যতারও অধিক আশা আছে, কারণ অন্যান্য রাজ্যের রাজারা হিন্দু, কিন্তু কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তা মোগলের প্রতিনিধি বিলাসী নবাব নাজীম আমীর আসফজা গজনবী মুসলমান বলিয়া এ দেশের হিন্দু প্রজার মনের মত নহেন। বিশেষতঃ রাজপ্রতিনিধি শীতকালে জম্মুতে থাকেন, তাঁহার অনবস্থানে শ্রীনগরে প্রধান মন্ত্রী নির্ব্বোধ সরলপ্রকৃতি, অস্থির পঞ্চক মির্জা মবারক আলী শাসন দণ্ড পরিচালন করেন। আমি ছদ্ম মিত্রবেশে মন্ত্রীর গৃহেই আতিথ্য স্বীকার করিয়াছি। সময়ে সময়ে শিকার করার বাহানায় মফস্বলে বেড়াইয়া প্রধান প্রধান অধিবাসী হিন্দুদিগের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া জানিয়াছি, মোগল রাজপ্রতিনিধির প্রতি আন্তরিক কেহই সন্তুষ্ট নহে।

এই দুর্গম গিরিসঙ্কট-সঙ্কুল পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রবেশের যে দুইটী প্রকাশ্য রাজবর্ত্ম বিদ্যমান আছে, তদ্‌যোগে এ দেশ আক্রমণ করা দুষ্কর, কারণ উক্ত পথের মুখে মোগলের মিত্র শিখ-শক্তি বর্ত্তমান।

উহাদিগের চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করাও যেমন কঠিন, উহাদিগকে পরাস্ত ও লঙ্ঘন করাও তেমনই দুরূহ ব্যাপার। তবে বিবাদ বাধাইয়া শিখ-শক্তিকে ব্যাপৃত রাখিয়া প্রবেশ পথগুলির মুখ অবরোধ করিতে হইবে, যেন বহির্দ্দেশ হইতে কোন সৈন্য-সাহায্য প্রাপ্তির আশা না থাকে। আপনি স্বদলবলে পশ্চিম দিক হইতে পাহাড়ে পাহাড়ে হঠাৎ আক্রমণ করিতে পারিলে এ স্থানে যে মুষ্টিমেয় মুসলমান সৈন্য প্রতিদ্বন্দ্বী হইবে, তাহাদিগকে ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে পারিবেন।”

বাবা আলম বাধা দিয়া বলিলেন, “এখন বুঝলে, নবাবপুত্র কাশ্মীরের কিরূপ মিত্র, এবং এই ভয়ানক ষড়যন্ত্রের কি ভীষণ দুরভিসন্ধি!”

অনন্তর আজীম লিখিতে লাগিলেন—

“পশ্চিম প্রান্তের পাহাড়ে পাহাড়ে রাজধানীর অতি নিকটবর্ত্তী হইলেও কেহ বাধা দিতে পারিবে না, কিন্তু দক্ষিণদিকস্থ প্রবেশ পথে পঞ্জাব হইয়া আসিতে হইলে প্রথমে শিখ ও মোগলদিগকে পরাস্ত না করিলে এই কুসুম-কানন-রঞ্জিত ভূস্বর্গে প্রবেশ করিতে পারা যাইবে না। এ দেশের উত্তর দিকে দুরারোহ চির তুষারাবৃত অত্যুচ্চ পর্ব্বত-প্রাচীর লঙ্ঘন করা মানব শক্তির অতীত ব্যাপার, এমত স্থলে একমাত্র পশ্চিম দিকের পথ দুর্গম হইলেও নিরাপদ। রোমজানের পরে না হইলে এ পার্ব্বত্য প্রদেশের ভীষণ বর্ষাকাল অতীত হইবে না, সুতরাং বর্ষা শেষ না হইলে আক্রমণ করাও সহজ হইবে না। অতএব রোমাজনের পরেই যাত্রা করিবেন, এবং আমিও কতিপয় মাত্র রক্ষী সহকারে মিত্রবেশে বরামুল্লা নামক গিরিসঙ্কটের পথ অবরোধ করিয়া বসিব এবং আপনি নগর অধিকার করিয়া বসিলে আমি আপনার সহিত মিলিত হইব।”

আমি মন্ত্রী মবারক আলীর বাটীতে অতিথিরূপে অবস্থান কালীন তাহার এক মাত্র পুত্র অপদার্থ সরফরাজ হোসেনকে হস্তগত করিয়াছি, এবং তাহার দ্বারা মন্ত্রীর একমাত্র পরমা সুন্দরী কন্যার পাণিগ্রহণের ব্যবস্থা

করিয়াছি, ভরসা করি সপ্তাহ মধ্যেই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইবে। কাশ্মীর ললনা-সৌন্দর্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ, কাশ্মীরের ললনাগণের মধ্যে মন্ত্রীর কন্যা গুলনেহার প্রসিদ্ধা, এদেশে তাহার আর কেহ তুলনা-স্থল আছে বলিয়া বোধ হয় না। আমি বিবাহ করিয়া গরমের কয়মাস এখানেই অবস্থান করিব, কারণ পাহাড়ী শীতপ্রধান দেশীয়া স্ত্রীলোক নিম্নভূমি পঞ্জাবে গরমের সময় তিষ্ঠিতে পারিবে না। বর্ষা আরম্ভ হইলেই আমি বিবিজানকে দেশে লইয়া যাইব। যদি সেই "হুর" পরীজান আপনার নেক নজরেই পড়ে, তাহা হইলে আমি তাহাকে তালাক দিয়া আপনার বাঁদী করিয়া দিতেও রাজী আছি—

গুলনেহার বলিলেন, "হারামজাদা"—

আজীম। আগে লেখাটা শেষ হোক, তার পর বসে বসে নবাব-জাদাকে দোওয়া ক'রো।"

পুনরায় লেখা আরম্ভ হইল—

মাত্র পাঁচ হাজার পাঠান জোয়ানই এখানকার জন্যে যথেষ্ট হইবে, কারণ এখানকার সৈন্যসংখ্যাও পাঁচ হাজার। দশ কাশ্মীরীর পক্ষে এক আফগান যথেষ্ট হইলেও ইহারা স্বদেশে আছে এবং 'আপন ঘরে কুত্তাও শের', এই জন্য পাঁচ হাজার পাঠান সৈন্যের কথা লিখিলাম।

আমি সস্ত্রীক মালের কোটলায় পৌঁছিয়া পুনরায় পত্র লিখিব। হুজুর ইতিমধ্যেই প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করুন, যেন আমার পত্র প্রাপ্তি মাত্রই রওয়ানা হইতে আর বিলম্ব না হয়। খোদার ফজলে হুজুরের উম্মেদ পূর্ণ হইবে। ইতি চাঁদ পঞ্চম বর্জ্জিত।"

আজীম। কি ভয়ানক ষড়যন্ত্র! মন্ত্রী মহাশয় যথার্থই নির্ব্বোধ, তিনি দুধ দিয়ে সাপ পুষেছেন!

গুল। কি জানি, দাদাও এই খলের কুমন্ত্রণায় ভুলেছে?

আজীম। বিচিত্র কি? বাবা! আপনি এ পত্র পেলেন কি করে?

বাবা আলম বলিলেন, "মোসাফের ফকীর যারা কাশ্মীরে বেড়াতে আসে, তারা শা কলন্দরের দরগাতেই আশ্রয় লয়। একটা আদবয়েসী ছদ্ম ফকীর-বেশধারী পাঠান এখানে আশ্রয় নিয়ে দশ দিন ছিল।

গুল! আজ বার দিন যাবৎ হারামজাদা নবাবজাদা আমাদের বাড়ীতে অতিথি হয়েছে।

বাবা আলম। হাঁ, ওরা এক সঙ্গেই এখানে পৌঁছে! আজ দুদিন যাবৎ ফকীর-বেশধারী পাঠান এই পত্র নিয়ে ফিরে যাচ্ছিল। হাজার চালাকী করুক, আসল ফকীর আর ছদ্মবেশধারী নকল ফকীরের পার্থক্য ফকীরেই ধরতে পারে। আমার এক বিশ্বাসী শিষ্য আজীজর রহমান অতিশয় চতুর, তাহার চক্ষুতে ধূলি দেওয়া পাঠান চতুরের কর্ম্ম নয়। ছদ্ম পাঠান ফকীরটা প্রত্যহই নিয়মিত বেলা দুটোর সময় বেড়াতে বাহির হ'ত, এবং কবরগাহের নিকটে জঙ্গলে নবাবপুত্রের সহিত গোপনে দেখা করত ও দুজনে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত কি পরামর্শ করত। আজীজ কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়ে এক দিন অলক্ষিতে ছদ্ম ফকীরের অনুসরণ করে, এবং কবরগাহের নিকটে এক গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে নবাবপুত্রের সহিত দেখা ক'রতে ও তাহার নিকট হ'তে একখানি পত্র পেতে দেখে। তার পর পত্রের মর্ম্ম জানতে আজীজের কেমন কৌতূহল হয়, সে রাত্রিতে ফকীরের খানার সহিত মাদকদ্রব্য (ধুতরা ও ভাঙ্গ) মিশিয়ে তাকে খাওয়ায়। ফকীর রাত্রিতে বেহুশ হ'লে আজীজ তার অঙ্গরক্ষার জেবের মুখ সেলাই করা এই পত্র সেলাই খুলে বাহির করে এনে আমায় দেখায়। আমিও প্রথমে উহার মর্ম্ম বুঝতে পারি নাই, শেষে "পঞ্জ সাকিন" অর্থ প্রত্যেক পঞ্চমাক্ষর বর্জ্জিত ভাবে পড়ে মর্ম্ম সংক্ষেপে আজীজকে বলি এবং পত্র অপহৃত হওয়াতে ফকীর ও গুপ্তচর পামর নবাবপুত্র চমকে না পালায়, এইজন্য এই পত্রের কাগজের অনুরূপ কাগজে বিস্তর গাল দিয়ে, ধমকিয়ে, ভয় দেখিয়ে আজীজ ক্ষিপ্রহস্তে কএক ছত্র লিখে খামে পু'রে ফকীরের

জেবে রেখে পূর্ব্ববৎ সেলাই ক'রে দেয়। পরদিন বেলা এক প্রহর পরে চৈতন্য হ'য়ে ফকীর কাকেও কিছু না বলে চলে গিয়েছে।

গুল। হারামজাদের হাতের লেখা দলিল ধরা পড়েছে, রাজদ্রোহী বলে এখন ওকে কয়েদ করাতে পারলেই কাজ হাঁসিল হয়।

বাবা আলম বলিলেন, "আজীম! আমার ইচ্ছা তুমি এই গুপ্ত পত্র আর আমার এক পত্র নিয়ে এখনই জম্মু যাত্রা কর। মুরাদকে সঙ্গে নেবে, তোমার বাপের আস্তাবল থেকে দুটী ভাল ঘোঁড়া দুজনে চড়ে রাতারাতি যত শীঘ্র বেরিয়ে যেতে পার। পত্র দুখানি নবাব নাজীমের হাতে দেবে, আর কাজী মফজ্জল ইসলামের নামে অনুমতি-পত্র নিয়ে ফিরে এলে এই খল নবাবপুত্রকে কয়েদ করা চাই। গুলনেহার আমার এখানে হাসিনার সঙ্গে থাকবে, তার জন্য কোন চিন্তা করো না। মন্ত্রী শত চেষ্টাতেও গুলকে জবরদস্তী নিতে পারবে না। আমি এখনই পত্র লিখে দিচ্ছি।

অনন্তর বাবা আলম চশমা পরিয়া কতিপয় ছত্র নবাব নাজীমের নামে লিখিয়া দিলেন, এবং উভয় পত্র ও গুপ্তলিপির অনুলিপি একত্রে এক লেফাফার মধ্যে ভরিয়া মোহর করিয়া আজীমের হস্তে দিয়া তাঁহার মস্তকে হস্তার্পণ করতঃ আশীর্ব্বাদ করিলেন। মুরাদ বসিয়া বসিয়া নিদ্রাভিভূত হইয়া অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে কুণ্ডলী করিয়া শয়ন করিয়াছিল। তাহাকে জাগাইয়া উভয়ে বাবা আলমকে সেলাম করিয়া এবং গুলনেহারের নিকট বিদায় লইয়া যাত্রা করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অনুসন্ধান।

সহর-কোতোয়াল প্রধান মন্ত্রী মির্জ্জা মবারকআলীর আদেশে প্রথমে আজীমের পিতার বাটীতে এবং অন্যান্য নানা স্থানে অন্বেষণান্তর বিফল-মনোরথ হইয়া অবশেষে শাহ কলন্দরের দরগায় বাবা আলমের আশ্রয়ে পলাতকদিগের আগমনের সম্ভাবনা মনে করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। বাবা আলম মসজীদের সম্মুখে পদচারণ করিতেছিলেন, এমন সময় সহর-কোতোয়াল তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া সেলাম করিয়া করযোড়ে দণ্ডায়মান হইলে বাবা আলম তাহার আগমনের কারণ বুঝিতে পারিয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তাহের! তুমি কি আমার নিকট কোন কাজের জন্য এসেছ?"

সহর-কোতোয়াল তাহের উদ্দীন বিনীত ভাবে বলিল, "আজ্ঞা হাঁ, মন্ত্রী মবারক আলী সাহেবের হুকুমে তাঁর কন্যা বিবি গুলনেহার আজীম মিয়ার সহিত কাল রাত্রে কোথা চলে' গিয়েছেন, সেই সন্ধান ক'রতে আমি সহর খুঁজে শেষে হুজুরের এখানে এসেছি।"

বাবা আলম বলিলেন, "হাঁ, কাল রাত্রি এক প্রহরের সময় আজীম গুলনেহারকে সঙ্গে করে এসে আমার এখানে রেখে তখনই মুরাদকে নিয়ে জম্মুতে নবাব নাজীম গজনবী সাহেবের কাছে চলে' গিয়েছে। গুলনেহার যখন ঘরছেড়ে আমার আশ্রয়ে এসে পড়েছে, তখন তাকে আমি

বের ক'রে দিতে পারি না। তুমি এই কথা মন্ত্রীকে বলগে। আমি যতদূর জেনেছি, গুলনেহার তার পিতার কাছে ফিরে যেতে রাজী নয়, এমত স্থলে তার অনিচ্ছায় তোমার সঙ্গেও একাকিনী যেতে বলতে পারি না। তবে মন্ত্রী নিজে এসে যদি তাঁর কন্যাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সঙ্গে ক'রে বাড়ী নিয়ে যেতে পারেন, তাতে আমার আপত্তি নাই।"

কোতোয়াল প্রবীণ, প্রতিভান্বিত, সর্ব্বজন মান্য বাবা আলমের যুক্তি-যুক্ত সত্য কথা শ্রবণে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সবিনয়ে অভিবাদন পূর্ব্বক মন্ত্রীর নিকট সংবাদ দিতে যাত্রা করিল। মন্ত্রীর বাটীতে পৌছিয়া কোতোয়াল দেখিল, তিনি পুত্রের অন্ত্যেষ্টির জন্য ব্যাপৃত রহিয়াছেন। এ সময়ে তাঁহাকে বিরক্ত করা সঙ্গত নহে, এই বিবেচনায় কোতোয়াল প্রতীক্ষা করিয়া দণ্ডায়মান রহিল। সমাগত আত্মীয়, কুটুম্ব ও ভদ্র বিশিষ্ট লোকেরা এই শোকাবহ ঘটনার বিষয় ও গুলনেহারের গৃহত্যাগের কথা লইয়া নানারূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিলেন। বাস্তবিক জন পরম্পরা বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী আমজাদ আলীর তৃতীয় পুত্র আজীমের সহিত পলায়ন ও তজ্জন্যই মন্ত্রীপুত্র সরফরাজ হোসেনের আজীমকে আক্রমণ ও উভয়ের অসি-যুদ্ধকালীন আজীম কর্ত্তৃক মন্ত্রীপুত্রের বাহুচ্ছেদ এবং তাহাতেই তাঁহার প্রাণত্যাগের সংবাদ অতি অল্প সময় মধ্যেই শ্রীনগরের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। এই দুর্ঘটনার মূলে পঞ্জাবের মালের কোটলার নবাব পুত্রের অতিথিরূপে মন্ত্রী গৃহে অবস্থান কালীন তাঁহার সহিত মন্ত্রীকন্যার বিবাহের প্রস্তাবে তাঁহার অসম্মতি হেতু পলায়ন এবং আজীমকে আক্রমণ-কারী পাঠানরক্ষী দ্বয়ের মুরাদের তীরে প্রাণত্যাগের কথাও তৃণক্ষেত্রে দাবদাহের ন্যায় নগরের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত লোক প্রমুখাৎ রটিত হইল। নাগরিকেরা কেহ মন্ত্রীর অবিবেচনা, কেহ নবাব পুত্রের চতুরতা, কেহ মন্ত্রীপুত্রের গোঁয়াড়তামী, কেহ গুলনেহারের অবাধ্যতা প্রভৃতির দোষারোপ করিতে লাগিল, কিন্তু সকলেই একবাক্যে আজীমের

অসি-যুদ্ধ কৌশলের সুখ্যাতি এবং মুরাদের শর-সন্ধানের বাহাদুরীর কথা উল্লেখে কতই জল্পনা করিতে লাগিল। ফলতঃ সে দিন শ্রীনগরের ঘরে ঘরে, ঘাঠে পথে, হাটবাজারে গুলনেহার আজীম ঘটিত কাণ্ডের সমালোচনা ভিন্ন অন্য কোন কথাই শুনা যাইতেছিল না। সকলের মুখেই এই কথা। ক্রমে যাহারা মন্ত্রীর পরিচিত, অনুগ্রহাকাঙ্খী, প্রত্যাশী, তাহারা একদল, আর যাহারা আজীমের পিতার শুভানুধ্যায়ী তাহারা অপর পক্ষ অবলম্বন করিয়া বাদানুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইল। নিরপেক্ষ লোকেরাও বিদেশী নবাবপুত্রের অপেক্ষা স্বদেশী সৈয়দ বংশীয় আজীমের সহিতই সুন্দরী গুলনেহারের পরিণীত হওয়া ন্যায়সঙ্গত ও সর্ব্ববাদীসম্মত বলিয়া ক্রমে আজীমের পক্ষই অবলম্বন করিতে লাগিল। আর একদল অপদার্থ লোক যাহাদিগের নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা অভাবে নামার জয়ের ন্যায় লোকপুষ্টদলের অনুবর্ত্তী, তাহারা অনেকের মুখেই আজীমের তারিফ শুনিয়া সেই দিকেই সায় দিতে লাগিল। ফলতঃ মন্ত্রীর কতিপয় নিতান্ত আত্মীয় ও অনুগত চাটুকার ভিন্ন সহরের আপামরসাধারণ সকলেই এক-বাক্যে আজীমের কার্য্যেই সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে লাগিল।

রাজপ্রতিনিধি নবাব নাজীম শীতকালে জম্মুতে অবস্থান সময়ে মন্ত্রী মবারক আলী তাঁহার স্থলাভিষিক্ত নগর-রক্ষক হইলেও পলাতক যুবক যুবতী ও অনুচর মুরাদ বাবা আলমের আশ্রয় গ্রহণ করাতে মন্ত্রী মহাশয়ের ক্রোধে তাহাদিগের কিছুমাত্র বিঘ্নাশঙ্কা নাই,ইহা জানিতে পারিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইল। লোকমত আজীমের দিকে প্রবল দর্শনে অনেক বচন-সর্ব্বস্ব অসার কাপুরুষও আগর্ব্বে স্ফীত হইয়া বাহাদুরী প্রকাশ করিতে লাগিল। কেহ উচ্চ কণ্ঠে স্বীয় বনিতাকে শুনাইয়া বলিতে লাগিল, "আজীম ছেলে মানুষ, না হয় ভদ্রলোকের মেয়েকে ঘরের বা'র করে' নিয়ে একটা ভুলই করেছে, তাই বলে কি আমরা থাকতেই মন্ত্রী জবরদস্তী কিছু ক'রতে পারেন। দরকার হয়ত আমরাই আজীমের হয়ে লড়ব।

এই সকল গাল গল্পীদিগের তর্জ্জন গর্জ্জন শুনিয়া কেহবা হাস্যসংবরণ করিতে না পারিয়া বলিলেন, "তা বটেইত! তোমারইত কাশ্মীরের কুলধ্বজ, মোগল বংশের ধুরন্ধর, তোমাদের ভরসাতেই নবাব নাজীম সাহেব জম্মুতে নিশ্চিন্ত মনে বসে রয়েছেন।"

যাহা হউক যথা সময়ে পুত্রের সমাধিক্রিয়া সম্পন্ন হইলে কোতোয়াল অবসর বুঝিয়া গুলনেহার ও আজীমের সংবাদ মন্ত্রীমহাশয়ের নিকট নিবেদন করিল। নবাবপুত্র আজীমের ও তৎসহ মুরাদের জম্মু গমনবার্ত্তা শ্রবণে স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির পক্ষে খোশ খবর মনে করিলেন। মন্ত্রী আজীমের পলায়নে এবং সম্ভবতঃ তাহার নবাব নাজীমের নিকট গমনের সংবাদে মনে মনে তাদৃশ সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি নবাব পুত্র, আত্মীয় স্বজন ও অনুচরসহ অশ্বারোহণে শা কলন্দরের দরগায় বাবা আলমের নিকট গমন করিলেন।

বাবা আলম মন্ত্রীর আগমন বার্ত্তা শ্রবণে মসজীদের দ্বারদেশস্থ উচ্চ সোপানের উপর দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্য অনুচর ও অনুগত নাগরিক বহুলোক মসজীদের প্রাঙ্গণে সমবেত হইল। মন্ত্রী স্বীয় পদ-মদগর্ব্বে অশ্ব হইতে অবতরণ না করিয়া অথবা প্রবীণ বয়স্ক, জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বজনাদৃত ধার্ম্মিক ফকীর বাবা আলমশাকে সম্মান সম্ভ্রম সূচক সেলাম না করিয়া গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার কন্যা পালিয়ে এসে এই আড্ডায় আশ্রয় নিয়েছে, তাকে বের করে দাও, আমি তাকে চাই—"

বাবা আলমের প্রতি এইরূপ ধৃষ্ট ব্যবহার দর্শনে সমবেত লোকেরা সকলেই মন্ত্রীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া মুখভঙ্গী দ্বারা ঘৃণা প্রকাশ করিতে লাগিল, কিন্তু জ্ঞানী, বয়োবৃদ্ধ ও শান্ত প্রকৃতিস্থ বাবা আলম ধীর ভাবে দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "মির্জ্জা মবারক আলী! তুমি কাশ্মীরের মোগল সম্রাটের প্রতিনিধি নবাব নাজীমের মন্ত্রী, কিন্তু আমি মোগল সম্রাট

স্বর্গীয় আকবর বাদশাহের অনুগ্রহভাজন ফকীর। আমার প্রতি তোমার এরূপ ধৃষ্টতা প্রকাশ ও হুকুমজারী ভাল দেখায় না। তবে তুমি নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার দোষে কন্যার গৃহত্যাগ ও পুত্রের কর্ম্মের উপযুক্ত ফল প্রাণত্যাগে তুঃখিত এবং তজ্জন্যই ক্রোধিত হয়েছ। কিন্তু তুমি জেনো, বাবা আলমশা তোমার মত মতিচ্ছন্ন মন্ত্রীর ভয় রাখেন না।"

মন্ত্রী মবারক আলী এই কথাতে ক্রোধে বদ্ধমুষ্টি প্রদর্শনে কম্পিত কলেবরে রুক্ষস্বরে বলিলেন "আমি তোমাকে বিলক্ষণ জানি, তুমি একজন ভণ্ড জাতুগীর, লোক ভুলিয়ে বাহাতুরী দেখাও। তুমি যদি সহজে আমার কন্যাকে ছেড়ে না দাও, আমি জবরদস্তী তাকে কেড়ে নিতে পারি।"

বাবা আলম এইবার মসজীদের দ্বারদেশে হাত বাড়াইয়া এক দীর্ঘ ধর্ম্মদণ্ড 'আশা' (ভল্লাস্ত্র বিশেষ) গ্রহণ করিয়া আরক্ত নয়নে ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "শোন মবারক আলী! বৃথা আগর্ব্বের প্রয়োজন কি, নিঃসহায় বালিকার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুমি এই খল ছদ্ম মিত্র বেশী, বিশ্বাস ঘাতক গুপ্তচরের সহিত তার বিবাহ দিতে জেদ করাতে সে ভয়ে তার প্রতিশ্রুত স্বামীর সহিত পালিয়ে এসে আমার শরণাপন্ন হয়েছে, আমি কিছুতেই তাকে তোমার হাতে দেবনা। তোমার ক্ষমতা থাকে, তুমি এই খোদা তালার ধর্ম্মদণ্ড 'আশা' লঙ্ঘন করে, আমাকে হত্যা করে তাকে কেড়ে নিয়ে যাও।"

এই সময়ে জনতা এক বাক্যে গর্জ্জন করিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিল, "মন্ত্রী সাহেব! এখনও সম্মান থাকতে থাকতে চলে যান, বাড়াবাড়ি করলে নিশ্চয় অপমানিত হবেন। আপনি কি জানেন না, কাশ্মীরের প্রথম মালিক বাদসা সেলামত, আর দ্বিতীয় মালিক বাবা আলমশা।"

মন্ত্রী সমবেত জনতার তিরস্কারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। বাবা আলম বলিলেন, "যদি ভাল চাও, তো ফিরে চলে যাও। তুমি নির্ব্বোধ, তাই এই বিদেশী স্বার্থপর নীচাশয়ের সহিত তোমার কন্যার বিবাহ দিতে

চাও, কিন্তু অতি অল্প দিনের মধ্যেই তুমি এই নবাবপুত্রের যথার্থ পরিচয় পেয়ে নিজের ভ্রম বুঝতে পারবে।”

মন্ত্রী এই বৃদ্ধ ফকীরের ক্ষমতা ও প্রতিভার কথা জ্ঞাত ছিলেন। জনতার গর্জ্জনে মনে মনে ভীত হইয়াছিলেন, তথাপি দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, “আমি ইচ্ছা ক’রলে এখনই তোমায় শিক্ষা দিতে পারি, কিন্তু নবাব নাজীম সাহেব এখন এখানে নাই, আমি তোমাকে কিছু ব’লতে চাই না।”

বাবা আলম হাসিয়া বলিলেন “নবাব নাজীম এখানে থাকলে আমি এই মুহূর্ত্তেই তোমার বেতমিজীর উপযুক্ত পুরস্কার দিতাম। তুমি জান, আমি ইচ্ছা ক’রলে তোমার মন্ত্রীগিরি ঘুচিয়ে দিতে পারি—চলে যাও, অধিক কথার প্রয়োজন নাই।”

মন্ত্রী, “আচ্ছা থাক, তোমায় আমি শীঘ্রই দেখে নেব।”

বাবা আলম এবার ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, “আমি দিব্য চক্ষে দেখছি, তোমার দিন শেষ হয়ে এসেছে। এখন ত পুত্রের পাশে শুয়ে আরাম করগে, রোজ কেয়ামতের দিনে হশরের ময়দানে আমায় দেখে নিও।”

এই কথা শ্রবণ মাত্র মন্ত্রীর বুক কাঁপিয়া উঠিল। কি যেন এক অনির্ব্বচনীয় ভয়ে তিনি জড়সড় হইয়া মস্তক অবনত করতঃ মলিন বদনে উৎকলিকাকুল চিত্তে নীরবে ফিরিয়া চলিলেন। যেন মৃত্যুর ছায়া তাঁহার বদন মণ্ডলে পতিত হইল। তিনি যেন বিভীষিকায় অভিভূত হইয়া হতবুদ্ধি হইলেন।

পথে যাইতে যাইতে নবাবপুত্র মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, ফকীরটা কি পরচিত্ত-পরিজ্ঞান জানে? আমাকে কখনও দেখে নাই, অথচ আমাকে খল, ছদ্ম মিত্রবেশী গুপ্তচর বলিয়া জানিল কি প্রকারে। যে ছদ্ম ফকীরবেশী বিশ্বস্থ লোকের হাতে সেই গুপ্ত সাঙ্কেতিক পত্র পাঠিয়েছি, সেত নিরক্ষর। আর পড়তে জানলেও কি আমার সাঙ্কেতিক

লেখার রহস্য ভেদ করা তার অথবা কাহারও কর্ম্ম। সে বিশ্বাসী লোক, গুপ্তলিপি অন্যের হাতে দেবে কেন? অথচ এ ফকীর আমার গুপ্ত অভিসন্ধির কথা কি করে' জা'নতে পা'রলে? নবাবপুত্র মনে মনে অনেকক্ষণ এইরূপ বিতর্ক করিয়া মন্ত্রী মবারক আলীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ ফকীর আলম শা কি কিছু জাদু মন্ত্র ও গৈবাবিদ্যা জানে?"

মন্ত্রী স্বীয় চিন্তাকুলতা হইতে যেন হঠাৎ চৈতন্য লাভ করিয়া বলিলেন, "হাঁ, এ বেটা ভণ্ড ফকীর ভারী বুজরকী দেখায়। জাদু মন্ত্র জানে বলে মূর্খ লোকের মনে বিশ্বাস জন্মায়ে তাদের ভয় ও ভক্তি অধিকার করেছে। এরাজ্যে ওর প্রভাব প্রতিভা বিস্তর, নবাব সাহেবও ওকে মান্য করেন। ওর বয়সের ঠিক পরিমাণ, আর ও কোন দেশী লোক এ কথাও কেহ ঠিক বলতে পারে না। ও এক অদ্ভূত চরিত্রের লোক, ও যা বলে অনেক সময় তা ফলে—"

মন্ত্রীর কথা শুনিয়া নবাবপুত্রের মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। কোন প্রকারে বিবাহটা হইলেই প্রস্থানের অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু তাহাতে এক অনিবার্য্য অন্তরায় দৃষ্টে সে আশায় জলাঞ্জলী দেওয়া ভিন্ন যখন আর গত্যন্তর নাই, তখন ফকীর আলমশা কর্ত্তৃক তাঁহার দুরভিসন্ধি প্রকাশ না হওয়ার পূর্ব্বেই চম্পট দিতে মনে মনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তারপর সেই শালওয়ালার গোঁয়াড় পুত্র আজীম এবং তার ভয়ানক সঙ্গী তীরন্দাজ মুরাদ কি উদ্দেশ্যে জম্মুতে গিয়াছে তাহাইবা কে জানে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে নীরবে মন্ত্রীর অনুগমন করিতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

হাসিনা।

হাসিনার সহিত আমাদিগের কিঞ্চিৎ পরিচিত হওয়া উচিত, কারণ ইত্যগ্রে আমরা তাহার নাম শুনিয়াছি। হাসিনা বাবা আলমের পালিতা কন্যা।

একদা বাবা আলমশা কারাকোরম শৈল শৃঙ্গের পার্শ্বদেশে "চশমে এলাহি" অর্থাৎ ঐশ্বরিক উৎস দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালীন পথপ্রান্তে নির্জ্জন গিরিগুহার দ্বারে একটী অনাথা বালিকা ভূমিতে পড়িয়া ক্রন্দন করিতেছিল। বাবা আলমকে দেখিয়া সে ক্রন্দনে বিরত হইয়া তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। বাবা আলম স্বীয় ঝোলা হইতে কতিপয় আঙ্গুর বাহির করিয়া তাহার হস্তে দিলেন। বালিকা বোধ হয় অতীব ক্ষুধার্ত্ত ছিল, সে উঠিয়া বসিয়া আঙ্গুরগুলি একে একে ভক্ষণ করতঃ পুনরায় তাঁহার মুখপানে চাহিয়া যেন আঙ্গুর প্রার্থনায় হস্ত প্রসারণ করিল। বাবা এবার কতিপয় খর্জ্জুর তাহার হস্তে দিলেন। সে তাহাও ভক্ষণ করিয়া পুনরায় হস্ত প্রসারণ করিল। বাবা আলমের সহিত আঙ্গুর ও খর্জ্জুর ভিন্ন অন্য কোন খাদ্য বস্তু ছিল না, তিনি আরও কতিপয় আঙ্গুর বালিকার হস্তে দিয়া স্বীয় গন্তব্য পথে যাত্রা করিলেন। তাহাকে ফেলিয়া যাইতেছেন, তদ্দর্শনে বালিকা পূর্ব্বের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিল। বাবা আলম পশ্চাৎ ফিরিয়া দণ্ডায়মান হইলে বালিকা হামাগুড়ি দিয়া তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী হইতে লাগিল। বাবা

আলম বালিকাকে ক্রোড়ে লইয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। সে তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিল, কিছুতেই ছাড়িল না। বাবা আলম চির কুমার, উদাসীন ফকীর হইলেও তাঁহার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি সেই স্থলে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে বালিকার মাতা অথবা অপর কোন অভিভাবককে ডাকিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার আহ্বানের উত্তর দিল না, অথবা সমীপবর্ত্তী হইয়া বালিকাকে গ্রহণ করিল না। বাবা আলম অগত্যা সেই অনাথা বালিকাকে ক্রোড়ে লইয়া শ্রীনগরের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথে বিস্তর অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু বালিকার মাতা, পিতা, আত্মীয় অভিভাবক কাহারও কোন সন্ধান পাইলেন না। শ্রীনগরে স্বীয় আবাস স্থানে প্রত্যাবর্ত্তনের পরেও অনেক লোককে বালিকার কথা বলিলেন, কিন্তু কেহই তাহার বিষয় কোন সন্ধান বলিতে পারিল না। তদবধি তিনি বালিকাকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। বালিকা তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া থাকিত, তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া হাসিত, কোন কথা বলিলেও হাসিত, কিছু খাইতে দিলেও হাসিত। হাস্য ভিন্ন এক মুহূর্ত্তের জন্যও সে ক্রন্দন করিত না। এই হাস্যময়ী বালিকার নাম তিনি হাসিনা রাখিলেন। হাসিনা বলিয়া ডাকিলে বালিকা হাস্যমুখে তাঁহার ক্রোড়ে উঠিত।

এইরূপে বাল্যাবধি হাসিনা সর্ব্বদাই হাস্যমুখী, বয়োবৃদ্ধি সহকারে হাসিনা বাবা আলমকে বাবা বলিয়া ডাকিত, এবং তিনিও কন্যার ন্যায় স্নেহ করিয়া তাহাকে লেখাপড়া, সেলাই, রন্ধন ও ঘরকরনার কার্য্য শিক্ষা দিতে লাগিলেন। হাসিনা কাজকর্ম্মে সুদক্ষা পাকা গৃহিণী, অথচ সর্ব্বদাই কৌতুকপ্রিয়া ও হাস্যময়ী। ক্রমশঃ হাসিনা মসজীদের নিকটবাসী গৃহস্থদিগের গৃহে যাতায়াত করিত। অন্যান্য সমবয়স্কা বালিকাদিগের নিকট সাংসারিক অনেক কথা শিখিতে লাগিল। প্রবাদ, হিঁয়ালী, গান, রসিকতা, ছড়াও মুখস্থ করিতে ভুলিত না। যে সময়ে

গুলনেহার বাবা আলমের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন হাসিনার বয়ঃক্রম সপ্তদশ বৎসর।

হাসিনা সাধারণ স্ত্রীলোকদিগের অপেক্ষা ঈষৎ দীর্ঘাকৃতি। তাহার শরীর হাড়ে মাংসে জড়িত, বাহু যুগল মাংসল, কটি ক্ষীণ, বক্ষ বিস্তৃত। নাসিকাটী ঈষৎ ক্ষুদ্রাকৃতি, চক্ষুদুটী উজ্জ্বল, কিন্তু তাদৃশ আয়ত নহে। মুখখানি যেন চেপ্‌টা গোছের, কপাল বিস্তৃত, মস্তকটী বৃহৎ, তাহাতে একরাশি ঝাঁকড়া চুল। শীতপ্রধান পার্ব্বত্য প্রদেশে স্বভাবতঃই কিঞ্চিৎ বিলম্বে যৌবন বিকাশ প্রাপ্ত হয়। ষোড়সী গুলনেহার কোমলাঙ্গী, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী, স্ফোটনোন্মুখ কমল-কোরকের ন্যায় লজ্জাবতী তরুণী, কিন্তু হাসিনা তদপেক্ষা মাত্র এক বৎসর অধিক বয়স্কা হইলেও নিঃশঙ্কিতা, যৌবন বিকাশ গর্ব্বিতা, প্রস্ফুটিতা শাল্মলী পুষ্পের ন্যায় উচ্চাশা তরুশাখা-বিহারিণী পূর্ণ পরিমল রসাঢ্যা।

যৎকালে মন্ত্রী মবারক আলী স্বদলবলে শা কলন্দরের মসজীদের সম্মুখে বাবা আলম শাহের সহিত বাগ্বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন হাসিনা ও তাহার পশ্চাতে গুলনেহার অন্যের অলক্ষিতা প্রচ্ছন্নভাবে ত্রিতলস্থ হাসিনার শয়ন কক্ষের গবাক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিতেছিলেন। অনেক কথাবার্ত্তার পর মন্ত্রী বিফল মনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলে হাসিনা হাসিয়া বলিল, "বড় দম্ভ করে' এসেছিলেন, এখন লেজ গুটিয়ে ফিরে যেতে হল। বাবার কাছে কি কারুর জারিজুরী খাটে। হন উনি মন্ত্রী, বাবা মনে ক'রলে অমন কত জনকে মন্ত্রী করে' দিতে পারেন।"

গুলনেহার বলিলেন, "দাদার মৃত্যু হওয়াতে বাবার মুখ মলিন হয়ে' পড়েছে।"

"তা হবে না, মেয়ে রাজী নয়, তাকে জবরদস্তী একটা অচেনা বিদেশী লোকের গলায় গছিয়ে দেবেন, এখন যেমন কর্ম্ম তেমন ফল পেয়েছেন।

গুলনেহার আর কিছু বলিলেন না। একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ

করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আজীম এতক্ষণ যেন কতদূরে গিয়ে পড়েছে। ভগবান যেন তাকে নিরাপদে রাখেন।

এমন সময় আজীজ বাজার করিয়া আনিয়া হাসিনাকে রন্ধনশালায় ডাকিল।

মসজীদের সেবক ও অধিবাসী কলন্দর ফকীরেরা সকলেই সংসার বিরাগী, স্ত্রীসংসর্গ বিচ্যুত, সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তি। বাবা আলমের কন্যাকে সকলেই লক্ষ্মী বলিয়া ডাকিত। কেবল আজীজ নামক শিষ্য কৌতুক প্রিয়া হাস্যময়ী হাসিনাকে কখনও কখনও কৌতুক করিয়া চেপ্‌টামুখী চাঁদবদনী বলিয়া ডাকিত। হাসিনাও তাহাকে পোড়ারমুখ, বাঁদর মুখো বলিয়া উপহাস করিত। কারণ বিশবর্ষীয় আজীজের মুখখানি শ্মশ্রুহীন, খর্ব্বনাশা, ক্ষুদ্রাকৃতি অথচ চাতুর্য্য পূর্ণ ও ভঙ্গীময় বলিয়া হাসিনা হাস্য-সহকারে তাহাকে ঐরূপ আখ্যা প্রদান করে।

মসজীদের অন্যান্য লোকের খাদ্যাদি রন্ধনের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু বাবা আলমের খাদ্য আজীজ তাঁহার পৃথক বাবর্চ্চিখানায় রন্ধন করিত। হাসিনা বাল্যাবধি রন্ধন কার্য্যে আজীজের সাহায্য করিত এবং ইদানীং তাহার সাহায্যে অধিকাংশ সময় নিজেই রন্ধন করিত। অদ্য রন্ধন-শালায় আজীজ হাসিনাকে ডাকিলে গুলনেহারও তাহার সাহায্য জন্য গমন করিলেন। মন্ত্রী-কন্যার আহারের কিছু বিশেষ আয়োজন জন্য বাবা আলম আজীজকে মাংস, মৎস্যাদি আনিতে বলাতে আজীজ তাহাই আনিয়া হাসিনাকে ডাকিয়াছিল। হাসিনা রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া আজীজকে বলিল "আজ আর এলাকাটি দিলে চলবে না, মসলা পিষে, মাছ, মাংস কুটে ধুয়ে দিয়ে যা—"

আজীজ। আজ নূতন রাঁধুনীর পরীক্ষা হোক না? তুমি যোগাড় দাও, মেয়ে আর পুরুষে না হয়ে, আজ মেয়ে মানষে মেয়ে মানষে কাজটা সেরে নাও।

হাসিনা। তাকি হয়, গুল যে আমাদের মেহমান (অতিথি)। যাদের ঘরে দশটা গোলাম বাঁদী খাটছে তারা কি হাত পুড়িয়ে রান্না ক'রে খায় ?

গুল। আমিও রাঁধতে জানি। ঘরে মা না থাকলে মেয়েদের ঘরকরনা শেখা ভাল হয় না বটে, কিন্তু আজীমের মা ঠাকরুণ পাকা গিন্নী, তাঁর কাছে আমি অনেক কাজ শিখেছি।

আজীজ। আমাদের চেপ্‌টামুখীও ও বিষয়ে পাকা।

হাসিনা। আর মুখপোড়াটাও পাকা বাবর্চ্চি। তবে ওর দোষ কি জান, ও রান্না করতে গিয়ে, ঝাল দেয়ত নুন দেয়না, নয় হয়, ঝাল ভুলে নুনই দুবার দিয়ে বসে।

আজীজ। সেটা এই পাকা গিন্নীর টিক্ টিক্ করার গুণ। আমি রাঁধতে বসলেই ইনি কেবলই টিক্ টিক্ ক'রে সব গুলিয়ে দেন, আর আমি ভুলে যাই। ওর মত অত টিক্ টিক্ ক'রলে কি লোকের মেজাজ ঠিক থাকে, না তাতে কাজ ভাল হয়।

এমন সময় বাবা আলম আজীজকে ডাকিয়া বলিলেন, একবার ছদ্মবেশে মন্ত্রীর বাড়ী গিয়ে জেনে এসো, মন্ত্রী আর সেই বিট্‌লে নবাব-পুত্রটা কি মতলব আঁটছে। মন্ত্রী পুত্রশোকে আর কন্যাকে নিতে না পেরে মতিচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। তার মেজাজ ঠিক নাই। আর নবাব-জাদাটা পাক্কা হারামজাদা, তার অসাধ্য কোন কর্ম্ম নাই।

আজীজ যে আজ্ঞে বলিয়া নিজের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া এক মেওয়াওয়ালী স্ত্রীলোক সাজিয়া পেস্তা, বাদাম, কিশ্‌মিশ্, আঙ্গুর, আনার, আখরোট, খোবানী যাহা গ্রাম্য লোকেরা বাবা আলমকে নজর দিত, তাহাই এক ক্ষুদ্র বাজরায় সাজাইয়া মাথায় করিয়া বাবা আলমের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ হয়েছে, কেউ চিন্‌তে পারবে না।"

আজীজ বিদায় হইয়া কিঞ্চিৎ কৌতুক করিতে মনস্থ করিয়া বাবর্চ্চিখানার দ্বারে যাইয়া মৃদুস্বরে গাইতে লাগিল—

চাই মেওয়া তরতাজা মজাদার।
পেস্তা বাদাম কিশ্‌মিশ্‌ আঙ্গুর
গা ফাটা পাকা আনার।
এ মেওয়া খেলে পরে,
বুড্ঢা জোয়ান হ'য়ে পড়ে,
এক কথায় বেচি হক দরে,
দাম কমাইনে বার বার।
সবুরের গাছে ফলে সময়ে হাজার হাজার॥

হাসিনা হাস্যমুখে বাবর্চ্চিখানার দ্বারে হাতা হস্তে বাহির হইয়া বলিল, "দূর হ পোড়ারমুখো, এ আবার মেওয়াওয়ালীর ঢং ক'রতে বেরোল, বাটনা বাটবি কখন ?"

গুলনেহার বলিলেন, "তা দেখনা, ওর মেওয়া সত্যি তাজা কি না।"

হাসিনা। ও আমাদের সেই পোড়ারমুখো আজীজ।

আজীজ। (নাকিস্বরে) আমায় গাল দিচ্ছ কেন গা ? তোমাদের বাড়ী মেওয়া বেচতে এসেছি বলে কি তুমি গাল দেবে, আঃ মলো, এ চেপ্‌টামুখী মাগীর রকম দেখ।

হাসিনা। এই উনোনের পোড়া কাঠ দিয়ে তোর মুখ পুড়িয়ে দেবো।

আজীজ। আমিও গোবর দিয়ে তোর মুখের ছাঁচ তুলে নেবো।

হাসিনা। তা নিস, এখন বল দেখিনি এ সং সেজেছিস কেন ?

আজীজ। মন্ত্রী মহাশয়ের বাড়ী মেওয়া বেচতে যাচ্ছি।

হাসিনা। বটে! তা যা, সব হাল খবর জেনে শীগ্‌গির আসিস, রান্না হতে বড় বেশী বিলম্ব হবে না।

আজীজ। হাঁড়ীর মুখ চাপা দিয়ে রেখে দিস, আমি এসে গরম করে তোর পিণ্ডী খাব। এই বলিয়া হেলিতে দুলিতে চলিয়া গেল।

গুলনেহার তাহার ছদ্মবেশের প্রশংসা করিলেন।

হাসিনা বলিল, "ও ভারী আমুদে—বহুরূপী সাজতে বেশ পারে। গাইতে বাজাতে, নাচতেও মূর্ত্তিমন্ত।"

গুলনেহার হাসিয়া বলিলেন, "তুমিও বেশ গাইতে পার, কেমন হাসিনা?"

হাসিনা। তা একটু পারি বই কি। কথায় বলে, "গানা আওর রোনা সবকো আতা।" যে কাঁদতে পারে সেই গাইতে পারে। তবে সুর, তাল, লয়, রাগিণী শুদ্ধ ক'রে গাওয়াই গান, তা অল্প সল্প শিখেছি, আর এ বিষয়ে আমার ওস্তাদ আজীজ।

গুলনেহার আর কিছু বলিলেন না। তিনি মনে মনে হাসিনার সহিত আজীজের অত কৌতুক, অত ঠাট্টা তামাশা, অত মেশামিশি হইতে পরস্পরের মধ্যে যে সম্বন্ধ, সদ্ভাব ও প্রীতির কল্পনা করিলেন, তাহা "আত্মবৎ মন্যতে জগৎ" অনুসারে নিজের নির্ম্মল চরিত্রের অনুরূপ অবৈধ আসক্তি বলিয়া অনুমান করিলেন না। তিনি ভাবিলেন, বাল্যাবধি উভয়ের একত্রে আহার, বিহার ও অবস্থান জনিত ভালবাসই স্বাভাবিক, এবং সেই অকৃত্রিম ভালবাসা স্থলে আপনি তুমির পরিবর্ত্তে তুই, তোর বলাও স্বাভাবিক, সুতরাং তাহাদিগের ওরূপ সম্ভ্রম বিবর্জ্জিত কাথাবার্ত্তা দোষাবহ মনে করিলেন না; বরঞ্চ ভাবিলেন, এরা দুটীতে বেশ আমোদ আহ্লাদ করে আছে। সময় ক্রমে হাসিনা যদি আজীজকে স্বামীরূপে গ্রহণ করে, তাহা হইলে উভয়েই সুখী হইতে পারিবে। তাহাই যেন হয়, আর ভগবান যেন তাঁহাকেও আজীমের সহিত সুখী করেন, এইরূপ আন্তরিক প্রার্থনা সহ স্বীয় প্রবাস গত নায়কের শুভকামনা করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

ফাঁদ।

নবাবপুত্রের একজন ধূর্ত্ত, কুমন্ত্রী ছিল। তাহার নাম মৌলবী মজহর হোসেন। লোকটা লক্ষ্ণৌ নিবাসী। লেখা পড়ায় খুব লায়েক বলিয়া যে মৌলবি উপাধি লাভ করিয়াছিল তাহা নহে, উপাধিটা তাহার স্বকৃত। মৌলবীর মুখপাত খুব দুরন্ত, বয়স অনুমান পঁয়ত্রিশ, খুব ফিটফাট, গোঁপ যোড়াটি ছাঁটা, মাথায় বাউরি চুল, তদুপরি জরির টোপর, চক্ষুতে সুরমা পরা, রুমালে আতর মাথান, পরিচ্ছদের বিলক্ষণ পারিপাট্য। তাহাকে দেখিলেই ভারী চালাক, বহুত হুশিয়ার বলিয়া বোধ হয়। লক্ষ্ণৌএর নবাব সাহেবের রেস্তাদার (কুটুম্ব) বলিয়া পরিচয় দেয়; কিন্তু পেটের দায়ে স্থূল বুদ্ধির নবাবপুত্রের মোসাহেব রূপে তাঁহার মন যোগাইয়া, হাই তুলিলে তুড়ি দিয়া নিজের মতলব হাসিল করে।

মন্ত্রীর সহিত শাহ কলন্দরের দরগা হইতে ফিরিয়া আসিয়া নবাবপুত্র চতুর মৌলবীর সহিত পরামর্শ করিতে এক নির্জ্জন কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহাকে বলিলেন, "বড় শিকার পালিয়ে গেল, সব মতলব ফস্কে গেল। অমন করে' ছুঁড়ীর বাপ ভাইকে বাগালুম, ভাইটাত অক্কাই পেলে, মন্ত্রীটা এখনও আমার উপর রাজী আছে বলেই যা আশা, কিন্তু মাঝখান থেকে অমন মালটা বেহাত হয়ে' গেল, আর কি কোনও উপায় হ'তে পারে না? শালওয়ালার ছেলেটা জম্মু গিয়েছে, এই ফাঁক্‌তালে কোন মতলব খাটান যায় না?"

মৌলবী। এ বিদেশ, বেভূঁই, আমাদের লক্ষ্ণৌ হ'ত, তো এমন কুটনী লাগাতুম, হাজার নারাজ মেয়ে মানুষ হোক, দম্ পট্টি দিয়ে এমন ভুলাত, যে সে আপনা হতে এসে ধরা দিত।

নবাবপুত্র। কোন জাদু টোনা ক'রতে জান না ?

মৌলবী। চোকে চোকে না প'ড়লে কি জাদু টোনা খাটে ? একবার দেখতে পাই তো এমন নজ্‌রা মারতে পারি, যে বেটীর মুণ্ডু ঘুরে যাবে, বঁড়সীতে মাছ গাঁথার মত গেঁথে ফেলব।

নবাবপুত্র। আর কি কোন মতলব বের ক'রতে পার না ?

মৌলবী ক্ষণকাল নীরবে অধোমুখে জননী বসুন্ধরার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতঃ স্বগত চিন্তা করিতে লাগিল, কিন্তু মা বসুমতী তাহার কুমতির অনুমোদন করিয়া কোনই অভিজ্ঞান প্রদর্শন করিলেন না, মৌলবী নিরাশ হইয়া উৰ্দ্ধমুখে আকাশ পানে তাকাইল। ক্ষণকাল চিন্তার পর তথা হইতেও কোন প্রণোদনসূচক নিদর্শন না পাইয়া নবাবপুত্রের মুখপানে চাহিল। এবার তাহার আশা বিফলা হইল না, সয়তান যেন তাহার মুখমণ্ডলে প্রতিভাত হইয়া কুবুদ্ধির পথ বলিয়া দিল, মৌলবী বলিল, "হাঁ, একটা মতলব খাটতে পারে, হয়ত সেই চমকান পাখী আপনার খুশীতে এসে ফাঁদে পড়তে পারে।"

নবাবপুত্র। সে কি মতলব বল দেখি, যাতে পাখী আপনি এসে ধরা দেবে ?

মৌলবী। ধরাত দেবেই, তার পর কত চিঁ চিঁ ক'রবে, ছট্‌ফট্ ক'রে খাঁচা ভেঙ্গে ফেলতে চেষ্টা ক'রবে, কত ঠুকরে মারতে চাবে, কিন্তু যখন পাখা দুটী কেটে ছেড়ে দেবো, তখন উড়তে না পেরে আপনি পোষ মানবে, তার পর যখন দাঁড়ে বসিয়ে ডালিমের দানা খাওয়াতে আরম্ভ ক'রবেন, তখন আর সেই শালওয়ালার পোর কথা ভুলেও মনে ক'রবে না। কথায় বলে—

"রেণ্ডী নাহি মাঁগতি তখ্‌ত,
নাহি মান্‌তি ওয়াখ্‌ত।"

* * * *

নবাবপুত্র। হেঁয়ালী ছাড়—কথাটা খুলেই বল না, অত ভণিতার দরকার কি।

মৌলবী হাত নাড়িয়া বলিতে লাগিল, "জনাব মতলব যা বের করেছি, লাখে একটা অমন হয় না। আচ্ছা, আপনি মন্ত্রীকে চার দিন বেমার বলে' ঘরে চুপ করে' বসে' থাকতে রাজী ক'রতে পারেন?"

নবাবপুত্র। মন্ত্রী দরগা থেকে ফিরে এসে ভারী অসুখ বোধ করে' আপনা হ'তেই শুয়ে পড়েছেন, এই আমি দেখে আসছি, হকীম ডাকতে লোক গিয়েছে।

মৌলবী বলিল, "ইনশাল্লা! যা দরকার তা আপনা হ'তেই হয়েছে, তবু হকীমটাকে হাত করে' তার দ্বারা এমনটী ক'রতে হবে, যেন চার পাঁচ দিন মন্ত্রী আর ঘরের বার হ'তে না পারেন, আর মন্ত্রী ভয়ানক বেমার এই কথা বাইরে রটাতে হবে।"

নবাবপুত্র। তার পর?

মৌলবী। তার পর আপনি নিরাশ হয়ে দেশে ফিরে যাচ্ছেন এইরূপ রাষ্ট্র করে লোকজন নিয়ে বিদায় হয়ে এখান থেকে চলে যাবেন। দুই এক আড্ডার পরে পথে কোনখানে লুকিয়ে থাকবেন। যখন আপনার লোক গিয়ে খবর দেবে যে পাখী আপনা হ'তে এসে ফাঁদে পড়েছে, তখন রাত্রিতে গোপনে ফিরে এসে ঘিরে ব'সবেন, তার পর যা ক'রতে হবে, তা পরে বলে' দেব।

নবাবপুত্র বলিলেন, "আচ্ছা আমরা না হয় দেশে ফিরে যাচ্ছি বলে' চলেই গেলুম, তাতে সে শিকলীকাটা টীয়ে পাখী আপনা হ'তে এসে ফাঁদে প'ড়বে কেন?

মৌলবী। আপনি মন্ত্রীর জবানী একখানি পত্র লিখে কোন লোক দিয়ে শা কলন্দরের দরগায় মন্ত্রীকন্যার কাছে পাঠিয়ে দেবেন; তাতে লিখবেন যে মন্ত্রীমহাশয় নেহাত শক্ত বেমার, বাঁচেন কিনা সন্দেহ, পীড়ার মূল কারণ নিদারুণ পুত্রশোক, এবং কন্যার গৃহত্যাগে আফসোস। যদি তাঁর হৃদয়ে কিঞ্চিৎমাত্র পিতৃভক্তি থাকে, তবে তিনি যেন একবার এসে শেষ দেখা করেন, আপনি ভিন্ন তাঁর আর কেহই এখানে উপস্থিত নাই। আমি বিশেষ কার্য্য গতিকে আজই স্বরাজ্যে যাত্রা করিলাম, আপনার আশায় হতাশ হওয়াই যে তাহার কারণ তাহা বলা বাহুল্য; এইরূপ ভাবে যত উত্তম এবারতে পত্রখানি লিখতে পারেন লিখে পাঠিয়ে, মন্ত্রীকে বলে' চলে' যান। পত্র পেয়ে অনুসন্ধান করে' যখন আপনি চলে' গিয়েছেন নিশ্চয় জানতে পারবে, তখন হাজার হোক মেয়ে মানুষের কোমল প্রাণ, পিতার অন্তিম সময়ে দেখা ক'রতে আসবেই। এখানে এলেই ফাঁদে প'ড়তে হবে, আর যাবে কোথা। মন্ত্রীকে বলে' যাবেন, যেন পাখী ফাঁদে প'ড়লে আর ছেড়ে না দেন।

নবাবপুত্র। হাঁ খুব সম্ভব বটে। আচ্ছা এই ফিকিরে তাকে ফাঁদে ফেলতে পারলে, তার পর?

মৌলবী। মন্ত্রী যখন রাজী, তখন জবরদস্তী, না হয় কোন জাদু টোনা জড়ীবুটী করে' একবার নেকা পড়িয়ে দিলেই লড়াই ফতে। একবার বিষ-দাঁত ভেঙ্গে দিলে, তার পর আর ফোঁস ফাঁস কিছুই থাকবে না।

নবাবপুত্র বলিলেন, "আমার চাকরদের মধ্যে এক জনকে বেমার ভাণ করে' এখানে পড়ে' থাকতে হবে; যখন সে দেখতে পাবে যে পাখী ফাঁদে পড়েছে, তখনই দৌড়ে গিয়ে আমাদের কাছে খবর দেবে। আমি এখনই পত্র লিখছি, তুমি একটা মেয়ে মানুষ ঠিক কর, সে আমার পত্র মন্ত্রীকন্যার হাতে দেবে।"

অনন্তর নবাবপুত্র পত্র লিখিতে বসিলে মৌলবী মজহর হোসেন পত্রবাহিকার অনুসন্ধানে ঘরের বাহির হইল।

এমন সময় "চাই মেওয়া তর তাজা মজাদার" এক প্রকার সুর করিয়া বলিতে বলিতে ছদ্মবেশী আজীজ মন্ত্রীর বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইল।

মৌলবী মেওয়াওয়ালীকে পূর্ণ যৌবন-প্রমত্তা, পরিমল রসাঢ্যা, হাব-ভাবময়ী, বিলোল কটাক্ষী রসিকা দর্শনে মনে মনে ভাবিল, 'এই মেয়ে মানুষটাকে কিছু বকশীশ দিয়ে ওর মারফতে পত্র পাঠান যায় না কি? আচ্ছা ওর মেওয়া ওরই দামে কিনে ওকে পটান যাক।' তখন প্রাসাদ্যে হাসিমুখে ডাকিল, "ও মেওয়াওয়ালী! এখানে এস, আমরা মেওয়া নেবো।"

মেওয়াওয়ালী তখন, সেইরূপ সুরে গাইল—

পেস্তা বাদাম কিশমিশ আঙ্গুর
গা কাটা পাকা আনার।

সে হেলিয়া দুলিয়া স্ত্রীলোকের চলনের অবিকল অনুকরণে মৌলবীর সম্মুখে আসিয়া মাকি সুরে বলিল, "কি জনাব! আপনি মেওয়া নেবেন?"

এ মেওয়া খেলে পরে,
বুড়ো জোয়ান হয়ে' পড়ে,
এক কথায় বেচি হক্‌দরে
দাম কমাইনে বারবার।
সবুরের গাছে ফলে সময়ে হাজার হাজার।
মেওয়া তরতাজা মজাদার—

মৌলবী। বাহবা, ক্যা বাত! এমন বারা মেওয়া? আচ্ছা কাপড় খুলে দেখাও দেখি?

আজীজ মুচকে হেসে এক তীব্র নয়ন-বাণ মৌলবীর প্রতি নিক্ষেপ করিয়া বাজরার আবরণ মুক্ত করিলে মৌলবী হা করিয়া তাহার

মুখপানে চাহিয়া নয়নে নয়নার্পণ করতঃ যেন তাহার অন্তরের অন্তস্তলে আশনাই অন্বেষণ করিতে লাগিল। মেওয়াওয়ালীর অন্তরে যে দ্বিতল ললনা-ছলনার পর্দ্দা ছিল, সে তাহা হইতে এক ইঙ্গিতরূপ অপাঙ্গ ভঙ্গী দ্বারা মৌলবীকে বেকুব বানাইয়া মনে মনে হাসিতে লাগিল। মৌলবী কএকটী আঙ্গুর ও আনার হাতে লইয়া বলিল, "হাঁ তোমার মেওয়া মন্দ নয়।"

মেওয়াওয়ালী পূর্ব্ববৎ নাকিস্বরে বলিল, "তাজা আঙ্গুর, পাক্কা আনার কাশ্মীরের মহস্থর"—

মৌলবী। তুমি থাক কোথা?

মেওয়াওয়ালী। আনার বাগ, শা কলন্দরের দরগার কাছে।

মৌলবী। বটে! আচ্ছা তুমি একটু সবুর কর, আমি নবাবজাদাকে দেখাচ্ছি। আমরা আজই দেশে ফিরে যাব, দরে সুবিধা হ'লে তিনি তোমার সমস্ত মেওয়া ঝুড়ী সুদ্দু নেবেন—

মেওয়াওয়ালী। আমায় সুদ্ধ নয় তো?

মৌলবী। তা ক্ষতি কি, একবার পঞ্জাবে সয়ের ক'রতে যাবে? এই বলিয়া মৌলবী মেওয়ার নমুনা হস্তে নবাবপুত্রের সমীপবর্ত্তী হইয়া বলিল, "কর্ম্ম যে সুসিদ্ধ হবে তার প্রথম সুলক্ষণ একটা মেওয়াওয়ালী পাকা ঘাগী মেয়ে মানুষ বছর কুড়ি বয়স আপনি এসে যুটেছে। তার যা ঢং, চোকের ইশারা, দেখলে অবাক হবেন। ওর মেওয়া সমস্ত নিয়ে, ওকে কিছু বথ্‌শীশ দিয়ে রাজী ক'রলেই আপনার পত্র ঠিক পৌঁছে দেবে। ওর বাড়ী আনারবাগ, শা কলন্দরের দরগার কাছে।

নবাবপুত্র। তা হ'লে দরদাম করে' ওর ঝুড়ী সুদ্ধ সমস্ত মেওয়াই নিয়ে নাও, তার পর আর পাঁচ টাকা বথ্‌শীশ দেবে।

মৌলবী অনুমতি প্রাপ্তে মেওয়াওয়ালীর নিকটে আসিয়া দর জিজ্ঞাসা করিলে চতুর আজীজ মৃদু হাসিয়া অনুমান মূল্যের দ্বিগুণ

হিসাবে বলিল, "আমার ঠিক ঠিক ওজন করা দশ সের মেওয়ার মোট দাম মাত্র পঁচিশ টাকা। নবাবজাদা বড় লোক, বিশেষ আমি ত বলেছি, এক কথায় হকদরে বিক্রী, বার বার দাম কমাই না; যদি ইচ্ছা হয় ঝুড়ী সুদ্ধ, দিতে পারি।"

মৌলবী নবাবজাদাকে বলিয়া, মূল্যের টাকা হস্তে করিয়া হাস্যমুখে বলিল, "বিবিজান! আমরা আজই এখান থেকে চলে যাচ্ছি, যদি ফের কখনও আসি, তোমার সহিত দেখা সাক্ষাৎ হবে। আমার একটা সামান্য কাজ আছে, মন্ত্রীমহাশয়ের মেহমান (অতিথি) হ'য়ে আমরা এখানে ছিলাম, সে দিন তাঁর কন্যা বিবি গুলনেহার ঘর ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে শা কলন্দরের দরগায় বাবা আলমশার আশ্রয়ে আছেন, একথা হয় ত জান; এ দিকে তাঁর ভাই সরফরাজ হোসেন হাত কাটাতে মারা গেছেন, তাও শুনে থাকবে। এই শোকে মন্ত্রী মহাশয় ভয়ানক অসুস্থ হ'য়ে পড়েছেন। এখানে তাঁর আর কেউ আপনার লোক নাই। আমরা বিশেষ কার্য্য গতিকে আজই দেশে যাচ্ছি, এই সমস্ত কথা লিখে মন্ত্রী মহাশয়ের জবানী একখানা পত্র তোমার হাতে দিতে ইচ্ছা করেন, যদি তুমি মেহেরবানী ক'রে চিঠীখানা মন্ত্রী কন্যার হাতে দিতে রাজী হও, তাহ'লে তোমার দাম আর দুই চার টাকা বকশীশ পাবে।"

মেওয়াওয়ালী বলিল, বাবা আলমের কন্যা হাসিনা বিবি আমার সই, আমি রোজ দুবেলা সেখানে যাওয়া আসা করি, তা একখানা পত্র গুলনেহার বিবিকে দেবো সে আর শক্ত কথা কি?"

ইত্যবসরে নবাবপুত্র পত্র হস্তে বাহির হইয়া বলিলেন, "পত্রখানি ঠিক দিও, আমরা আবার যখন ফিরে আসব, তখন দেখা করো', আরও বকশীশ পাবে। পত্রের কোন জবাব প্রত্যাশা করিনা, মন্ত্রীসাহেব বড় শক্ত বেমার, সেই কথা তাঁর কন্যাকে লিখলুম, পত্রখানি তুমি তাঁর হাতে দিও।"

অনন্তর বক্‌শীশ সহ ৩০৲ টাকা পাইয়া মেওয়াওয়ালী সেলাম করিয়া পত্র লইয়া বিদায় হইল।

নবাবপুত্রের পারিষদ-প্রমুখাৎ মন্ত্রী সাহেবের পীড়ার সংবাদ শ্রবণে এ কথার সত্যতা প্রতিপাদন জন্য ছদ্মবেশী আজীজ চিরপরিচিতার ন্যায় হেলিতে দুলিতে তাঁহার অন্তঃপুরের দিকে অগ্রসর হইল। বহিরঙ্গন পার হইয়া সে দেখিল, একটী কিঙ্করী মূর্ত্তির যুবতী স্ত্রীলোক রৌদ্রে বসিয়া পিষ্ট মেঁহদীপত্র দ্বারা স্বীয় করপদ রঞ্জিত করিতেছে। আজীজ স্ত্রীলোকের ন্যায় বিকৃত স্বরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ফতেমা দাই কোথা আছে গা?"

"তুমি কেগা? ফতেমাকে কেন গা?"

"তোমাদের এই বাড়ীর মেহমান নবাবজাদার কাছে মেওয়া বেচতে এসেছিলেম। ফতেমা আমার ফুফী তাই দেখা ক'রতে চাই।"

স্ত্রীলোকটী বলিল, "ফতেমা তার মেয়ের বাড়ী গিয়েছে, সেইখানে গেলেই দেখা হবে।"

আজীজ। শুনলেম, মন্ত্রী সাহেব নাকি ভারী বেমার?

স্ত্রীলোক। অমন জোয়ান বেটা মলো, বেটীটা ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল, এই আফসোসেই মন্ত্রীসাহেব দমে' পড়েছেন।

মেওয়াওয়ালী তাহা শুনিয়া আক্ষেপ করিতে করিতে চলিয়া গেলে নবাবপুত্র ও মৌলবী উভয়ে মন্ত্রীর সহিত মন্ত্রণা করিতে চলিলেন।
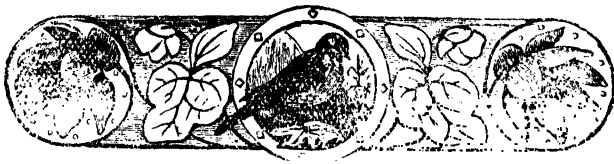
নবম পরিচ্ছেদ।

জাল বিস্তার।

নবাবপুত্র আফজল খাঁ প্রফুল্লমনে মন্ত্রী মবারক আলীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গুলনেহারের প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য যে জাল বিস্তারের মতলব স্বীয় পারিষদের সহিত পরামর্শ করিয়া (এক মেওয়াওয়ালীর মারফত্ পত্র প্রেরণ করা) স্থির করিয়াছেন তাহা বলিলেন। মন্ত্রী শুনিয়া বলিলেন "তা যেরূপেই পার মতলব হাসিল কর, আমি ত তোমাকেই কন্যা সম্প্রদানে প্রতিশ্রুত হয়েছি। তারপর আমার যে সর্ব্বনাশ হয়েছে তা দেখেছ। এই শোকে, লজ্জায় আমার মনের ও শরীরের যেরূপ অবস্থা তাতে আমি যে বেশী দিন বাঁচব, সে আশা আমার নাই। ফকীর আলমশা ঠিক বলেছে, আমায় শীঘ্রই হোসেনের পাশে শুতে হবে।"

নবাবপুত্র বলিলেন, "ও বেটা ফকীরের কথা কিছু নয়, আপনি মনে কিছু মাত্র সন্দেহ ক'রবেন না, শোকে আর দুশ্চিন্তায় আপনার শরীর অসুস্থ বোধ হচ্ছে, আপনি চার দিন নিশ্চিন্ত মনে ঘরে বসে বিশ্রাম করুন। এরমধ্যে আপনার কন্যা অসুখের খবর পেয়ে নিশ্চয়ই দেখা ক'রতে আসবেন। এলেই আপনি তাঁকে আবদ্ধ ভাবে রাখবেন, আমি তাঁর আসবার সংবাদ পেয়ে পথ থেকে ফিরে আসব, তখন আপনি তাঁকে তাঁর ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক আমাকে সম্প্রদান করবেন, তার পর আমি তাঁকে দেখে নেবো।"

মন্ত্রী বলিলেন, "তা যা হয় কর, যেরূপে পার সে অবাধ্য মেয়েটাকে হাত কর। তবে যদি এরি মধ্যে তাদের নেকা না হয়ে' গিয়ে থাকে ?"

নবাবপুত্র বলিলেন, "তা সম্ভব নয়। তাহ'লে ফকীর আলমশা সে কথা ব'লতে কসুর করত না। তবে কি মতলবে আজীম ছোঁড়াটা তার তীরন্দাজ সঙ্গী নিয়ে জম্মুতে গিয়েছে বলা যায় না ; হয়ত নবাব নাজীম সাহেবের অনুমতি চাইতে গিয়েছে। তা যাক, বিবি গুলনেহার ফিরে এলে আমি তার মৃত্যু সংবাদ তাঁকে দেবো।"

এইরূপ অনেক কথা বার্ত্তার পর মন্ত্রীর নিকট বিদায় লইয়া নবাবপুত্র সেই দিন অপরাহ্নে নিজের লোকজন সহকারে শ্রীনগর ত্যাগ করিয়া চলিলেন। কেবল একজন পাঠান পীড়ার ভাণ করিয়া সংবাদ লইয়া যাওয়ার জন্য মন্ত্রীর বাটীতে গোপনে রহিল। মন্ত্রীর লোকেরা নগরে রাষ্ট্র করিয়া দিল, যে আজীম মুরাদকে সঙ্গে লইয়া জম্মুতে নবাব নাজীম সাহেবের নিকট নালিশ করিতে যাওয়াতে মন্ত্রীর পত্র লইয়া নবাবপুত্র স্বয়ং জম্মু যাইতেছেন।

নবাবপুত্রের জম্মু গমনের সংবাদে শ্রীনগরের লোক অনেকেই নানা কাল্পনিক কথার সৃষ্টি করিতে লাগিল। বাবা আলমের প্রতি মন্ত্রীর ধৃষ্টতা প্রকাশের কথা লইয়া অনেকেই তাঁহার ও নবাবপুত্রের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। নবাবপুত্র কাশ্মীর ত্যাগ করিয়া যাইতেছে শুনিয়া বহুলোক নগরের দ্বারদেশে সমবেত হইয়া তাহাকে দেখিয়া বিকট হাস্য করিতে লাগিল। কেহ কেহ নবাব স্থলে মৃদুস্বরে "হারামজাদা সাদী করে' চল্লেন" বলিয়া টিট্‌কারী দিতে লাগিল। আজীমের পক্ষীয় লোকেরা স্পষ্ট বাক্যে বলিল, "পথে আজীম আর মুরাদের দেখা পেলে যেন ভালয় ভালয় চুপ চাপ চলে' যান, নচেৎ সঙ্গী দুটোর মত বুকে তীর নিয়ে পথে পড়ে' থাকতে হবে, তখন শেয়াল কুকুরে খাবে, মাটী দেবারও লোক মিলবে না।"

নবাবপুত্র দর্শকগণের বিদ্রূপে উত্তেজিত হইয়া দন্তে দন্ত পেষণ পূর্ব্বক মৌলবীকে বলিলেন, "এই ধৃষ্ট লোকগুলোর হাসি ঠাট্টার কথা গুলি তোমার সকরী খাতায় লিখে রেখো, যেন ভুল না হয়। যখন আমাদের লোক কাশ্মীর দখল ক'রবে, তখন এদের ঘরবাড়ী পুড়িয়ে জান বাচ্চা তলওয়ারের মুখে, আর এ দেশের স্ত্রীলোক গুলোকে পাঠান সিপাহীদিগের কোলে দিতে হবে।"

এইরূপে নাগরিকদিগের বিদ্রূপ মস্তকে বহন করিয়া নবাবপুত্র স্বীয় সঙ্গী পাঠানদিগের সহিত দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন। প্রথম দিন রাত্রিতে এক আড্ডায় থাকিয়া পরদিন পথের পার্শ্ববর্ত্তী এক শৈল-শিখরস্থ ভগ্ন শিব-মন্দিরে আশ্রয় লইয়া গোপনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কেবল একজন লুক্কায়িত ভাবে পথের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে লাগিল, কারণ তাহাদিগের যে লোক পীড়ার ভাণ করিয়া মন্ত্রীর বাটীতে ছিল, সে সংবাদ দিতে আসিতে যদি পথে দৃষ্ট হয়, তবে তাহাকে জানাইবার জন্য সঙ্কেত ধ্বনি করিতে হইবে।

এ দিকে যথাসময়ে ছদ্ম মেওয়াওয়ালী আজীজ শা কলন্দরের দরগায় ফিরিয়া গিয়া নবাবপুত্রের কাশ্মীর ত্যাগের সংবাদ ও মন্ত্রীর পীড়ার সংবাদ বাবা আলম শাহের নিকট বলিয়া মেওয়ার মূল্য ও নবাব পুত্রের পত্র তাঁহার হস্তে দিয়া আহার করিতে চলিল।

বাবা আলম পত্রখানি গুলনেহারের হস্তে দিলে তিনি পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

জনাব বিবি সাহেবা—

আপনি আমার উপর নারজ হইয়াই গৃহত্যাগ করিয়াছেন, এজন্য আমিও আপনার আশায় জলাঞ্জলী দিয়া জম্মুর পথে অগ্রসর হইলাম। আপনার প্রীতির পাত্র আজীম মিঞা যদি একান্তই আমার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া নিরাপদে শ্রীনগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে, তাহা

হইলে যাহা মনে করিয়াছেন করিবেন। কিন্তু কি হইতে পারিতেন তাহাও ভাবিবেন, তবে তাহা ভাগ্যের কথা। অন্য কোন বিশেষ কারণে কাশ্মীর হইতে বিদায় হইলাম, তবে আপনার পিতার গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলাম, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ জন্য নেমকহালাল মুসলমান রূপে অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই কতিপয় ছত্র লিখিতে বাধ্য হইলাম। আপনার পিতৃগৃহত্যাগ ও তজ্জন্যই হোসেন সাহেবের মৃত্যুতে দারুণ শোকে মন্ত্রী মহাশয় ভয়ানক পীড়াক্রান্ত হইয়াছেন। তিনি উন্মাদের ন্যায় বিলাপ কালীন কেবল আপনার নাম করিয়া কত প্রলাপ বকিতেছেন, বাবা-আলম কর্তৃক মৃত্যুভয় প্রদর্শন অবধি মন্ত্রী সাহেব নিজ জীবনের প্রতি হতাশ হইয়াছেন। ফলতঃ এই সকল অনর্থের মূল কারণ আপনার অবাধ্যতা, তথাপি খোদা তালা আপনার গুণাহ মাফ করুন। এই অন্তিম সময়েও তাঁহার সহিত শেষ দেখা করা যদি কর্ত্তব্য জ্ঞান করেন, অথচ নিজের পিতৃগৃহে প্রত্যাগমন করিতেও যদি আমাকে তথায় প্রতিবন্ধক মনে করেন, তজ্জন্যও আমি অদ্যই বিদায় হইলাম তবে কি জানি উপন্যাস প্রসিদ্ধ গুলকামের মত আপনি গুলনেহারও বহু বীর শোণিত পাতের কারণ হইবেন, এই হেতু আমি এই শেষ বিদায় গ্রহণ করিলাম.

আফজল ইসলাম খাঁ।

“পত্র পড়ে’ত বোধ হচ্ছে নবাবজাদা আফজল ইসলাম কাশ্মীর ছেড়ে পালিয়েছে: এ পত্রেও বাবার অসুখের কথা লিখেছে, আজীজের মুখেও তাই শুনলুম। অন্তিম কালে শেষ দেখা, উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপ বকা অতিরঞ্জিত হ’লেও তিনি যে মর্ম্মবেদনায় ও লজ্জায় ম্রিয়মান হয়েছেন তা সত্য, এমতাবস্থায় আমি কি করি, তাঁর কাছে ফিরে যাব কি?”

বাবা আলম বলিলেন, “রস মা! নবাবজাদা বেইমান পাঠান; সত্যি সত্যি কাশ্মীর ছেড়ে যাচ্ছে, কি পথে কোথাও লুকিয়ে আজীমের জন্য বসে’ আছে, তার পর মন্ত্রীর পীড়ার কথা শুনে তুমি বাড়ী ফিরে গেলে

হঠাৎ এসে নিরুপায় অবস্থায় তোমার উপর বল প্রকাশ ক'রলে তুমি কি ক'রবে? এ সকল বেশকরে' অনুসন্ধান করে' জেনে শুনে তবে যাবে কিনা মীমাংসা করা যাবে।

বাবা আলম তখনই কতিপয় বিশ্বস্ত শিষ্যকে নবাবপুত্র আফজলের অনুসরণ জন্য প্রেরণ করিলেন। শিষ্যেরা রজনীতে নবাবপুত্রের প্রথম পান্থনিবাসে অবস্থান ও তথা হইতে পরদিন যাত্রা করা দেখিয়া তাহার জম্মু গমনে কৃতনিশ্চয় হইয়া ফিরিয়া আসিলে বাবা আলম গুলনেহারকে বলিলেন, "নবাবপুত্র সত্যিই জম্মুর পথে চলে' গিয়েছে, আর তোমার বাপও যে অসুস্থ এ কথাও সত্য।"

গুলনেহার বলিলেন, "তা হ'লে আমি কি বাপজানকে দেখতে যেতে পারি? কিন্তু কার সঙ্গে যাব?"

বাবা আলম। আমি তোমার সঙ্গে যেতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু বৎসে! এর ভিতর যদি কোন ষড়যন্ত্র না থাকে তবেই মঙ্গল। মন্ত্রী যদি তোমায় বাৎসল্যভাবে গ্রহণ করেন, থেকো, না করেন, তখনই আমার সঙ্গে ফিরে আসবে।

দশম পরিচ্ছেদ।

জালে পতন।

পরদিন পূর্ব্বাহ্নে বাবা আলম একখানি ছাপ্পরওয়ালা নৌকায় গুলনেহার ও কতিপয় শিষ্য সহকারে মন্ত্রীর গৃহে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলেন। গুলনেহার হাসিনাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাহার নিকট বিদায় লইয়া নৌকাতে উঠিয়া বসিলেন। হ্রদ পার হইয়া কিয়দ্দূর দক্ষিণমুখে অগ্রসর হইবার পর নৌকা মন্ত্রীর বাটীর সম্মুখবর্ত্তী ঘাটে উপস্থিত হইলে আরোহীরা তীরে অবতরণ করতঃ উপরে উঠিতে লাগিলেন। তাঁহারা বাটীর দ্বারে উপনীত হইয়া দেখিলেন দ্বার অভ্যন্তর হইতে অর্গলাবদ্ধ। ক্ষণ কাল কপাটে আঘাত করিবার পর এক জন নূতন লোক দ্বারোদ্‌ঘাটন করিলে তাহারা অভ্যন্তরে প্রবেশের উদ্‌যোগ করিতেছিলেন, তখন সেই লোকটী বলিল, "থামুন, বিনাহুকুমে কারও ভিতরে যাওয়া নিষেধ। আপনারা কিজন্য এসেছেন ?"

গুলনেহার দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "সে কি ! আমি মন্ত্রী সাহেবের কন্যা, পিতার সহিত কন্যা দেখা ক'রতে যাবে তার জন্যে আবার হুকুমের দরকার কি ?"

লোকটী সেলাম করিয়া বলিল, "আমার দোষ নেবেন না, আমি হুকুমের চাকর, যেমন হুকুম তাই বল্লুম, তবে আপনারা এই খানে অপেক্ষা করুন, আমি মন্ত্রী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করে' আসছি।"

তাঁহারা অগত্যা দ্বারের বাহিরে দণ্ডায়মান হইলেন। সে লোকটা দ্বার পূর্ব্ববৎ ভিতরে রুদ্ধ করিয়া মন্ত্রী মবারকআলীর আদেশ লইয়া অবিলম্বেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "মন্ত্রীসাহেবের হুকুম, কেবল তাঁর কন্যা মাত্র তাঁকে দেখতে যেতে পারেন, কিন্তু অপর কাকেও ভিতরে ঢুকতে দেওয়ার হুকুম নাই, যদি কেউ জোর করে ঢুকতে চেষ্টা করেন, তাহ'লে জোর করে তাঁকে বের করে দিতে বলেছেন।"

বাবা আলম এরূপ অশিষ্ট বাক্যে দরগায় কলহের কথা স্মরণ করিয়া বিরক্তির স্বরে বলিলেন, "আমি কারো বাড়ীতে জোর করে অনধিকার প্রবেশ করতে আসিনি।" তাহার পর মন্ত্রী কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎসে! গতিক বড় ভাল বলে বোধ হচ্ছে না—তুমি তোমার বাপকে দেখতে যাবে, কিম্বা আমার সঙ্গে ফিরে যাবে, ভেবে চিন্তে যা হয় ঠিক কর।"

গুলনেহার দ্বার উদঘাটক লোকটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মন্ত্রী সাহেব কি খুব বেমার?"

সে বলিল, "আজ্ঞা হাঁ, আজ চারদিন যাবৎ তিনি নাকি শয্যাগত এই কথা তাঁর খানসামার কাছে শুনেছি।"

গুলনেহার। বাবাজী! আপনার সহিত দরগায় সে দিন যে তাঁর কথান্তর হয়েছিল, তার জন্যে তিনি ওরূপ আদেশ দিয়েছেন,—আপনি কিছু মনে করবেন না! খোদাতালা আমার সহায়, আপনি আমার পিতৃতুল্য, বাপজানের হয়ত মতি স্থির নাই, স্বভাবতঃই তিনি বদমেজাজী, তিনি শোক দুঃখে যতই অভদ্রতা প্রদর্শন করুন, তাঁর অসুখের সময় দেখা ক'রতে এসে ফিরে যাওয়া নিতান্তই হৃদয়হীনতার পরিচায়ক।

বাবা আলম। কর্ত্তব্য পরায়ণা কন্যার পক্ষে তাই বটে।

গুল। তা তিনি যতই কঠিন প্রাণ হউন, তথাপি তিনি ভিন্ন আমার, আর আমি ভিন্ন তাঁর কে আছে? তাঁকে আমি পূর্ব্বাপর সকল

কথা বুঝিয়ে ব'লব, তাঁর পায় ধরে ক্ষমা ভিক্ষা চাব, অবশ্যই তাঁর দয়া হবে। তিনি এখন রুগ্নশয্যায় শুয়ে, আর আমার প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করবেন না। আমার মন যেন বলছে, তিনি নিশ্চয়ই আমার উপর সদয় হবেন।

"তাহ'লে তুমি যাও, দেখা করগে, তোমার মনই এ সম্বন্ধে তোমার শ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা। এ বিষয়ে পিতা দুহিতার মধ্যে আমি কোনক্রমেই অন্তরায় স্বরূপ দণ্ডায়মান হ'তে ইচ্ছা করি না। যাও মা, ভয় কর' না, পরমেশ্বর তোমার রক্ষক হবেন, তোমার নির্দ্দোষিতা তোমার সহায় হউক। তথাপি যদি কোনরূপ বিপদ সংঘটন হয়, আর প্রয়োজন হয়, তুমি আমার নিকট চলে' যেও, অথবা সাহায্যের আবশ্যক হ'লে সংবাদ দিও।" এই কথা বলিয়া গমনোদ্যত হইলে গুলনেহার সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে বাবা আলমের পদ স্পর্শ করতঃ সেলাম করিলেন, এবং তিনিও তাঁহার মস্তকে হস্তার্পণপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে শিষ্যদিগের সহিত বিদায় হইলেন।

বাবা আলম চলিয়া গেলে গুলনেহার সাহসে ভর করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং যে স্থানে তাঁহার পিতা শয্যাগত আছেন বলিয়া শুনিলেন, সেই গৃহাভিমুখে চলিলেন। কিন্তু তাঁহার আশ্চর্য্য বোধ হইতে লাগিল, তাঁহার নিজের প্রিয় সেবিকা আমীনা অথবা ধাত্রী ফতেমা এ পর্য্যন্ত কেন তাঁহার সহিত দেখা করিল না! দ্বারের পরবর্ত্তী অঙ্গনে কতিপয় অপরিচিত নূতন লোক, এবং তাঁহার মৃত ভ্রাতার ভৃত্য করিম ও তাহার স্ত্রী যাহাদিগকে তিনি পূর্ব্ব হইতেই ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, তাহারা কেহই তাঁহাকে সেলাম করিল না, কেবল মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মন্ত্রী যে ঘরে ছিলেন, অনুগামী সেই দ্বারোদ্ঘাটক লোকটী তাহা দেখাইয়া দিলে, গুলনেহার দ্বার ভেজান দেখিয়া খুলিলেন। তিনি যেরূপ আশঙ্কা করিয়াছিলেন তদনুরূপ তাহার পিতাকে শয্যাগত অথবা

রুগ্ন দেখিতে পাইলেন না। মন্ত্রী একটী পট্টুর উৎকৃষ্ট চোগা পরিয়া গৃহের কোণে প্রজ্বলিত অগ্নি কুণ্ডের সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিলেন। গুল-নেহারকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি স্থির ভাবেই রহিলেন, কিছুই বলিলেন না। তাঁহার ক্রোধযুক্ত গভীর চিন্তামগ্ন মূর্ত্তি দর্শনে গুলনেহার কথঞ্চিত ভীতা হইলেন, গতিক বড় ভাল নয় বলিয়া তাঁহার আশঙ্কা হইল। তিনিই অগ্রে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাপজান! আমি শুনেছিলুম আপনি অতিশয় অসুস্থ।"

মন্ত্রী বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, "এইখানে অতিশয় অসুস্থতা বোধ কচ্ছি, যেখানে শোক মানুষকে গুরুতর রূপে আঘাত করে। তার পর তুমি তোমার প্রণয়ীর সহিত বাড়ী ছেড়ে চলে' গিয়ে এবং আনতে গেলেও না এসে শোকের উপর যে ক্ষোভের অস্ত্রাঘাত করেছ, তাতেও বিশেষ অসুস্থতা বোধ কচ্ছি। শুধু ছেড়ে পালিয়ে গেলে তাই নয়, আমার জীবনের সম্বল পুত্রের অকাল মৃত্যুর কারণ হ'লে, আমার অতিথির দুজন সঙ্গীকে খুন করালে, এখন দেখতে এসেছ, আমি অন্তিম শয্যায় শুয়েছি কিনা।"

গুলনেহার পিতাকে যথার্থই অতিশয় রুগ্ন অবস্থায় অন্তিমশয্যায় শায়িত দেখিবেন, তাঁহাকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া গতানুশোচনা হইতে নিবৃত্ত করিবেন, নিজের কিছুমাত্র দোষ নাই তাহা জানিয়াও তাঁহার পায় ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা মাগিবেন, তাঁহার শুশ্রূষা করিবেন, এই ইচ্ছা করিয়া আসিয়াছিলেন; কিন্তু আশার সম্পূর্ণ বিপরীত তিনি সুস্থ শরীরে ক্রোধিত মূর্ত্তিতে আদর অভ্যর্থনার পরিবর্ত্তে তিরস্কার ও গঞ্জনাজনক বাক্য প্রয়োগ করাতে মন্ত্রী-কন্যা মর্ম্মাহতা ও অভিমানিনী হইলেন। তিনি স্পষ্ট বুঝিলেন, চতুর নবাবজাদার ষড়যন্ত্রে প্রবঞ্চিতা হইয়া ইচ্ছা পূর্ব্বক ছলনা জালে পতিতা হইয়াছেন; এবং এই চক্রান্তে তাঁহার পিতারও অনুমোদন আছে বুঝিতে পারিয়া ক্রোধে তাঁহার চক্ষু আরক্তিম

হইল। তিনি ক্রোধে ও দম্ভে স্তম্ভের ন্যায় উন্নত মস্তকে স্বীয় পিতার মুখপানে চাহিয়া ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "জনাব! আপনি আমার স্কন্ধে মিথ্যা দোষারোপ করে' আমায় গঞ্জনা দিচ্ছেন। আপনি বিলক্ষণ জানেন এতে আমার কিছু মাত্র দোষ নাই; দোষ আপনার নিজের। আপনি জবরদস্তী সেই অপরিচিত খল, পাঠান গুপ্তচরের সহিত আমার বিবাহ দিতে জেদ করেন; আপনি জানেন, আমি বাল্যাবধি যাকে ভালবাসি, তাকেই স্বামীরূপে বরণ ক'রব বলে' শা কলন্দরের পবিত্র দরগায় শপথ করেছি। আপনি আমার সেই অঙ্গীকারের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না করে' ছদ্ম-মিত্র-ভাণকারী, দেশ-শত্রুর হাতে আমায় সমর্পণ ক'রতে চান, কাজেই আমি আপন প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য আজীমের সহিত ভবিষ্যতের ইতি কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে পরামর্শ ক'রতে যেতে বাধ্য হই—"

মন্ত্রী। তাকে দিয়ে নিজের ভাইকে খুন করিয়ে তার সঙ্গে পালিয়ে একেবারে শা কলন্দরের দরগায় বিবাহ ক'রতে হাজীর হও।

গুল। তবু আমরা আপনার অমতে, আর ভাইজানের হাতকাটা অবস্থায় মৃত্যুর সম্ভাবনা সত্বে তাড়াতাড়ি বিবাহ করে' বসি নাই। আর যার সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিলুম সেত আমাদের পর নয়। আমি কোন কুলোকের বা লম্পটের সহিত কু অভিপ্রায়ে কুলের বাহির হয়ে' কুস্থানে যাই নাই। আজীম আর আমার একই বংশে জন্ম, সম্বন্ধেও সে আমার মামাত ভাই, যার সঙ্গে ছেলেবেলা হ'তে একত্রে খেয়েছি, শুয়েছি, খেলেছি, বেড়িয়েছি, লেখাপড়া শিখেছি, যাদের ঘরের খেয়ে মানুষ হয়েছি, তার সঙ্গে কথা ব'লতে, যেতে কোন দোষ হয়নি। তবু আমার সহোদর তাকে আক্রমণ ক'রতে পাঠান গুলোকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে গিয়ে শূওর, কুকুর, চোর, বদমায়েশ, সয়তান বলে' তাকে গাল দেন। প্রথমে তার গালে চড় মারেন, তাতে সে ধাক্কা দিতে হোসেন পড়ে' যান, তার পর ছুটো পাঠানকে লাটী নিয়ে দৌড়ে আসতে দেখে আমার

সাহসী ভাই উঠেই তলওয়ার খুলে আজীমকে কাটতে কোপ ঝাড়েন, আজীম লাফিয়ে পেছনে সরে' সে আঘাত ব্যর্থ করে, সেই সময়ে মুরাদের তীরে পাঠান ছুটো বসে' পড়ে, হোসেন ফের যখন তলওয়ার উঠিয়ে কোপ মা'রতে যায়, সেই সময়ে আজীম আমারই অনুরোধে গলায় না মেরে তার হাত কেটে দেয়, এতে কি আমার দোষ হ'য়েছে ? আমি যে সৎ ও সাহসী বীরকে স্বামী বলে' মনোনিত করেছি তাকে ছেড়ে সেই ছদ্মমিত্রবেশী গুপ্তচর নবাবজাদাকে পতিরূপে গ্রহণ করিতে বলেন ?

মন্ত্রী স্বীয় কন্যার উত্তেজিত বাক্য শ্রবণে ক্রোধে কম্পিত কলেবর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "তুই জানিস কার সঙ্গে এরূপ বেয়াদবী কচ্ছিস ? আমি কি তোর বাপ নই ? বাপের সঙ্গে ধৃষ্টতা ! আমি যদি কোন যোগ্য পাত্র পছন্দ করি, তাতে তুই নারাজ হবি, এ তোর ধৃষ্টতা নয় ? তুই নবাবের বেগম হবি, না শালওয়ালার ছেলের পেছনে বোচকা ঘাড়ে করে' বেড়াবি ! তোর উচিত আমার পায়ে ধরে' ক্ষমা ভিক্ষা চাওয়া, নচেৎ জানিস তোকে চাবুকে দুরস্ত ক'রব।"

এই কথা শুনিয়া গুলনেহার আরক্ত নয়নে ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, "কি বলব তুমি বাপ, অন্য কেহ এরূপ কথা ব'ললে তার জিভ কাটা যেত। যে আমার উপর হাত তু'লবে তাকে আমি খুন করে' ফে'লব। তুমি জান, আমি সৈয়দের মেয়ে, মৃত্যুকে ভয় করি না," এই বলিয়া কটিতটে লুক্কায়িত তীক্ষ্ণ ছোরা বাহির করিয়া দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া পুনরায় বলিলেন, "ইহা জেনো বাপজান ! মন্ত্রী বলে' আমি তোমায় ভয় করি না, আমার পেছনে সহরের সমস্ত লোক। কাশ্মীরের নবাব নাজীমের হুকুমনামা আজীমের হাতে আজ নয় কাল দেখতে পাবে।"

মন্ত্রী এইবার একটু বিচলিত ভাবে বলিলেন "তোরা বুঝি বিট্‌লে ফকীরের বুদ্ধিতে একটা মিথ্যা ষড়যন্ত্রের যোগাড় করেছিস, তাতে আমি ভয় করিনা, আমার কোন দোষ থা'কলে ভয় করতুম।"

গুলনেহার! দোষ নয় বোকামী? বুঝতে না পেরে একজন ষড়যন্ত্রকারী গুপ্তচরকে নিজের ঘরে অতিথিরূপে স্থান দেওয়া, আবার তার সঙ্গে নিজের কন্যাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ দিতে জেদ করা। এই পাঠানের ষড়যন্ত্র ভেদ ক'রতেই আজীম জম্মুতে গিয়েছে। সেই হারামজাদা আমায় মিথ্যা পত্র লিখেছে, 'আপনার পিতা অতিশয় অসুস্থ, অন্তিম সময়ে শেষ দেখা ক'রবেন। এরূপ না লিখলে কি আমি ইচ্ছা করে' গাল শু'নতে আসতুম? কাছে এলে দুটো মিষ্টিকথা বলে' স্নেহ ক'রবেন, না গালাগালি দিয়ে গায়ের ঝাল ঝা'ড়তে ব'সলেন। তা নিজে যেমন হৃদয়হীন লোহার মত কঠিন স্বভাব, আমিও তেমনি ঠুনকী পাথর, আর বেশী বাড়াবাড়ি হ'লে এতে আগুন উঠবে, যাতে দুজনেকেই পুড়ে খাক হ'তে হবে। তা বেশ সুস্থ দেখলুম, সংশয় মিটে গেল, আর ঝগড়ার দরকার নাই, আমি যেখানে সদয় ব্যবহার আর মিষ্টি কথা পাব সেই খানেই ফিরে যাচ্চি।

মন্ত্রী ঈষৎ বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন, "বুঝতে পেরেছি, আর তার জন্যে প্রস্তুতও আছি। তুই ভারী সেয়ানা, তোর সঙ্গে "বেইসা কা তেইসা" চাল চা'লতে হবে। তুই ভাবছিস, তুই ফাকী দিয়ে ফের সেই দরগায় সেই বেটা পুরাণো পাপীর আড্ডায় যাবি, আর সেইখানে বসে' তোরা সবাই আমায় ভ্যাংচাবি, তা হবে না, আমি বেঁচে থা'কতে তুমি আর পালাতে পাচ্ছ না, এখান থেকে আর এক পা ও ন'ড়তে পারবে না বাছা!" এই বলিয়া মন্ত্রী এক লম্ফে দ্বারের বাহিরে যাইয়া উচ্চৈঃস্বরে অনুচরদিগকে ডাকিলেন। সম্ভবতঃ পূর্ব্ব শিক্ষিত মত কতিপয় নূতন লোক মন্ত্রীর আদেশ প্রতীক্ষায় অদূরেই দণ্ডায়মান ছিল, আহ্বান শ্রবণ মাত্র তাহারা দ্রুতপদে সম্মুখবর্ত্তী হইলে মন্ত্রী বলিলেন, "তোরা শোন, যা বলি ঠিক হুকুম তামিল কর, খাতির মুরব্বত করবি না। তোরা কয়জন আর করিমের স্ত্রী মিলে এই বেয়াড়া মেয়েটাকে আমার বাড়ীর

ভেতরকার সেই কয়েদখানার কুঠরীতে নিয়ে যা, একে কুঠরীর মধ্যে রেখে দোরে খুব মজবুত তালা বন্ধ করবি, যেন এ তালা ভেঙ্গে পালিয়ে ফের সেই সয়তানের দরগায় যেতে না পারে। করিমের স্ত্রী দুবেলা শুক্‌নো রুটী আর এক বদ্‌না জল দেবে। যত দিন এর বদ্‌ মেজাজ ঠাণ্ডা না হয়, কয়েদ রাখ। ওর হাতের ঐ কাটারী খানা কেড়ে নে, নইলে তোদের কাকেও খুঁচিয়ে মা'রতে পারে, নিজের বুকেও বসিয়ে দেওয়া বিচিত্র নয়।

মন্ত্রীর বাক্যাবসান হইবা মাত্র একজন ভৃত্য হঠাৎ গুলনেহারের হস্ত হইতে ছোরা খানা কাড়িয়া লইয়া মন্ত্রীর হস্তে দিলে তিনি তাহা সেই ঘরের মধ্যে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন, এবং স্বীয় কন্যার দিকে ফিরিয়া বললেন, "কি সৈয়দের মেয়ে! সহজে আপনার খুশিতেই খাঁচায় ঢুকবে, না এরা টেনে ছেঁচ্‌ড়ে নিয়ে যাবে?"

গুলনেহার স্বীয় পিতার মুখপানে এমন এক তাচ্ছল্যপূর্ণ ভীতিব্যঞ্জক তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, যে মন্ত্রীর হৃদয় চমকিয়া উঠিল। কুপিতা ফণিনী গর্জ্জন করিয়া বলিল, "তুমি বাপ! বড়ই সুখের বিষয় যে আমার ছেলে বেলাতেই মা মরে' গিয়েছেন, নইলে তাঁকে আজকার এই ব্যাপার দেখতে হ'ত।"

এই কথা কয়টী বলিয়াই তৎক্ষণাৎ চক্রের ন্যায় আবর্ত্তিত ভাবে পশ্চাৎ ফিরিয়া প্রতীক্ষিত অনুচরবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শোন পাষণ্ডেরা! কেউ আমার গা স্পর্শ করবি তো খুন হবি, আজ হোক, কাল হোক নিশ্চয় তোদের জান যাবে। তোরা এই কয়টা কুকুর মিলে আমায় আঁচড়ে কামড়ে মারতে পারিস, কিন্তু জেনে রাখিস, আমার এক এক বিন্দু রক্ত কাশ্মীরের সমস্ত লোককে চেঁচিয়ে ডেকে প্রতিহিংসার জন্য খেপিয়ে তুলবে। আমার এমন সহায় আছে, যারা তোদেকে খুঁজে খুঁজে জান বাচ্চা সমেত জ্যান্ত পুঁতে ফে'লবে। সরে'

পালা, নইলে হয় আজীম উদ্দীনের তলওয়ারে, নয় মুরাদের তীরে, না হয় বাবা আলমের অভিসম্পাতে তোদেকে ম'রতে হবে।”

ক্রোধিতা সিংহীর ন্যায় মন্ত্রীকন্যার এমন ভীষণ তেজস্বিনী মূর্ত্তি হইয়াছিল যে, ছোটলোক অনুচরেরা ভয়ে অবাক, কাষ্ঠপুত্তলির ন্যায় জড়সড় হইয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিল, কেহ সেই সুন্দরীর ভীষণ কোপনাকৃতির তীব্র নেত্রছটার প্রতি চাহিতে পারিল না।

অনুচরদিগকে ভয়ে অভিভূত দর্শনে মন্ত্রী গর্জ্জন করিয়া গালি দিয়া উত্তেজিত করিলে তাহারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও গুলনেহারের চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল, এবং তাহাদিগের মধ্যে একজন কাতরবাক্যে বলিল, “চল মা! বাপের কথা রাখ, আমরা হুকুমের চাকর।”

গুলনেহার আর দ্বিরুক্তি না করিয়া শান্ত ভাবে আপন ইচ্ছায় মন্ত্রীর নির্দেশিত কারাকক্ষে প্রবেশ করিলেন। করিমের স্ত্রী এক রেকাবী রুটী ও এক বদনা জল ঘরের মধ্যে রাখিয়া বাহির হইলে এক বৃহৎ তালা দ্বারা দ্বার রুদ্ধ করা হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

জম্মুযাত্রা।

আজীম ও মুরাদ বাবা আলমের নিকট বিদার গ্রহণ পূর্ব্বক অশ্বারোহণে নিশাবসান পর্য্যন্ত গমন করিয়া দ্বিতীয় আড্ডায় উপস্থিত হইলেন এবং ঘোটকদ্বয়ের জন্য দানা এবং নিজেদের উভয়ের উপযোগী মেওয়া মেঠাই প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া পুনরায় যাত্রা করিলেন। মুরাদ দানাগুলি জলে ভিজাইয়া গামছায় বাঁধিয়া লইল। তৃতীয় আড্ডা পার হইয়া প্রায় এক প্রহর বেলার সময় পথের পার্শ্ববর্ত্তী তৃণময় নিম্নভূমি দর্শনে উভয়ে এক নির্ঝরিণীর নিকটবর্ত্তী বাদামবৃক্ষের তলায় অশ্বদ্বয়কে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় ঘাস খাইতে দিলেন, এবং নিজেরাও হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া মেওয়া ও মিষ্টান্ন দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলেন। এ স্থান কাশ্মীর হইতে অনেক নিম্নভূমি; বসন্ত সমাগমে তৃণ পত্র পুষ্পে শৈলগাত্র শোভিত হইয়াছিল। অশ্বদ্বয়ের দানাগুলি উত্তমরূপে আর্দ্র ও কোমল হইলে মুরাদ ঘোড়া দুটীকে ডলাই মলাই করিয়া দানা ও জল খাওয়াইয়া পুনরার জীন কসিয়া প্রস্তুত করিল। তাহার পর উভয়েই পুনরায় অশ্বারোহণ করলিেন। অনুসরণের আশঙ্কা একরূপ অতীত হইয়াছিল, তথাপি অশ্বদ্বয়কে প্রোৎসাহিত করিরা এবার ধাবিত করাইলেন। তৃণ, খাদ্য ও জলপানে, বিশেষতঃ মুরাদের ডলাই মলাইএর গুণে অশ্বদুটী ক্লান্তিহীন হইয়াছিল, এজন্য উভয়ে পাশাপাশি ভাবে দ্রুতগমনে একে অন্যের অপেক্ষা

ধাবন-পটুতা প্রদর্শনে তৎপর হইল, কারণ ধাবনে প্রতিদ্বন্দীতা প্রকাশই অশ্বের স্বভাব। যাহা হউক মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রের সময় তাহারা চতুর্থ অড্ডায় উপস্থিত হইয়া অশ্ব ও নিজেদের জন্য খাদ্যাদি আহরণ করতঃ কোন ছায়াবৃত শীতল তৃণময় স্থানের অন্বেষণে ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন। একস্থানে শৈল শৃঙ্গ হইতে জলপ্রপাত কলধ্বনিতে পতিত হইতেছে দেখিয়া উভয়ে অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক তথায় স্নানাহার ও বিশ্রামের জন্য গমন করিলেন। স্থানটী অতীব মনোহর। উচ্চ পাষাণ প্রাচীরের উপর হইতে নির্ম্মল জলধারা ঝর্ঝর নাদে পড়িতেছিল। লতামালায় বিকশিত কুসুমাবলীর মনোহর গন্ধে স্থানটী আমোদিত হইয়াছিল। নানাবর্ণের বিহঙ্গগণের উল্লাসধ্বনিতে রণিত সেই নির্জ্জন প্রদেশ যেন বনদেবীর নিভৃত নিলয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কিঞ্চিৎ নিম্নভাগেই প্রচুর তৃণপূর্ণ প্রান্তরে ঘোটকদ্বয়কে বন্ধন করিয়া মুরাদ ধনুর্ব্বাণ হস্তে বাহির হইল, কারণ সে জানিত, এইরূপ তৃণ-তোয়পূর্ণ শীতল ছায়াযুক্ত প্রদেশে মধ্যাহ্নের আতপতাপে তাপিত মৃগকুল আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিশ্রাম সময়ে নিমিলিত নেত্রে রোমন্থন করিতে থাকে। আজীম মুরাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া মাথা নাড়িয়া অনুমতি প্রদান করিলেন।

অশ্বদ্বয় তৃণশয্যায় লুণ্ঠিত হইয়া গা ঝাড়া দিয়া আগ্রহের সহিত তৃণ ভক্ষণ করিতে লাগিল। আজীম গাত্রবস্ত্র উম্মোচন পূর্ব্বক বৃক্ষের শাখায় ঝুলাইয়া দিয়া পার্ব্বত্য গৈরিক মৃত্তিকা দ্বারা গাত্র মার্জ্জন করতঃ স্নান করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে একদল হরিণের ভয়প্রাপ্তি বশতঃ দ্রুত পদধ্বনি আজীমের কর্ণগোচর হইল। তিনি বুঝিলেন মুরাদের তীরে কোন মৃগ আহত হওয়াতে যূথস্থ অপরগুলি ভয়ে পলায়ন করিতেছে। মুরাদ বাণবিদ্ধ এক তরুণ বয়স্ক হরিণ হস্তে লইয়া অচিরেই ফিরিয়া আসিল। ক্ষিপ্রতার সহিত শুষ্ক কাষ্ঠ আহরণ করতঃ কাঠে কাঠে ঘষিয়া অগ্নি

প্রজ্জলিত করিল। মৃগের চতুষ্পদের চারিখানি রাণ সচর্ম্ম ছেদন করতঃ পশ্চাৎপদের দুই রাণ অগ্নিতে দগ্ধ করিতে লাগিল। চর্ম্মের রোমগুলি দগ্ধ হইলে উত্তপ্ত অঙ্গারের মধ্যে রাণ দুইটী আবৃতভাবে ক্ষণকাল সুসিদ্ধ হইতে দিয়া, কলিজা ও গ্রীবার মাংস কাটিয়া পত্র ও তৃণ দ্বারা একটী ক্ষুদ্র পুঁটুলী বাঁধিয়া অঙ্গারাবৃত করিল। অবশিষ্ট অংশ পরিত্যাগ করিল।

আজীম স্নান করিয়া পাগড়ী পরিধানান্তে বৃহৎ উপলাসনে বসিয়া দেখিতে লাগিলেন। মুরাদ মাংসের পুঁটুলী ও রাণদ্বয় ওতোপ্রোত ভাবে উষ্ণ অঙ্গার মধ্যে দগ্ধ করিয়া খাদ্যযোগ্য হইলে রাণের চর্ম্ম নির্ম্মুক্ত করতঃ লবণ ও ঝাল মাখিয়া আজীমের সম্মুখে স্থাপন করিলে তিনি জেব হইতে ক্ষুদ্র কাটারী বাহির করিয়া তদ্দ্বারা মাংস কাটিয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন। অল্পক্ষণ পরেই মাংসের পুঁটুলী অঙ্গার হইতে বাহির করিয়া তাহাতেও ঝাল লবণ মাখাইয়া আজীমের সম্মুখে স্থাপন করিল। অপর রাণটী বাহির করিয়া পাংশুর উপর রাখিয়া মুরাদ ঘোটকদ্বয়কে একে একে স্নান করাইয়া দিল. তাহার পর নিজেও স্নান করিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইল। আজীম উদ্দীন মুরাদের সহিত এইরূপ শিকার করিয়া ঝলসিত মাংস খাইতে শিখিয়াছিলেন। মুরাদ আহারান্তে শুষ্ক তৃণ সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা শয্যা প্রস্তুত করিলে আজীম তদুপরি চোগা বিছাইয়া শয়ন করিলেন। মুরাদ শীতল ছায়ায় ঘোড়া দুইটী বাঁধিয়া দানার তোবড়া মুখে দিয়া নিজেও শয়ন করিল। অশ্বেরা দানা খাইয়া তোবড়া মুখে করিয়া দাঁড়াইয়া নিদ্রা যাইতে লাগিল, কারণ রাত্রিতে কাহারও নিদ্রা হয় নাই।

সূর্য্যদেব আকাশের তৃতীয়াংশে গমন করাতে তাঁহার রশ্মি আজীমের মুখমণ্ডলে পতিত হওয়ায় তিনি জাগরিত হইলেন। অশ্বদ্বয়ের মুখের তোবড়া খুলিয়া তাহাদিগকে জলপান করাইলেন। অশ্বের পদশব্দে মুরাদেরও নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাহার পর পুনরায় জীন কষিয়া উভয়ে যাত্রা করিলেন।

রাত্রি চারিদণ্ডের সময় তাঁহারা পঞ্চম আড্ডায় উপস্থিত হইয়া জ্যোৎস্না উঠিবার সময় পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। নগদ পয়সা দিয়া দুই বোঝা ঘাস ক্রয় করিয়া ঘোড়া দুইটীকে বাঁধিয়া দিয়া মুরাদ মুদীর নিকট আটা, তাওয়া, ঘৃতাদি লইয়া রুটী ও হরিণের অবশিষ্ট মাংস রন্ধন করিল; এবং উভয়ে আহারান্তে মুদীর নিকট দুইখানি চারপাই ও কম্বল ভাড়া লইয়া শয়ন করিলেন। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর হইলে পুনরায় জীন কসিয়া উভয়ে যাত্রা করিলেন। পরদিনও মধ্যাহ্নে পথে বিশ্রাম করিয়া রজনীতে এক আড্ডায় আহারাদি সমাধা করিলেন এবং জ্যোৎস্না উঠিলে তথা হইতে যাত্রা করিয়া সোমবার পূর্ব্বাহ্নে তাঁহারা জম্মুতে উপস্থিত হইলেন।

জম্মুতে আজীমের পিতার এক দোকান ছিল। তথায় আজীমের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কারবার চালাইতেন। আজীমকে হঠাৎ জম্মুতে উপস্থিত দেখিয়া উভয় ভ্রাতায় আলিঙ্গন করিলেন। আজীম আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা ভ্রাতাকে বলিয়া সেই দিনই নবাব নাজীম সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে মনস্থ করিয়া নজরের উপযোগী দ্রব্যাদি সংগ্রহ করাইতে লাগিলেন। আহারাদির পরে বিশ্রাম করিয়া উভয় ভ্রাতা উপঢৌকনের সামগ্রী ও মুরাদকে সঙ্গে লইয়া নবাব নাজীম সাহেবের প্রাসাদে গমন করিলেন।

এই সময়ে নবাব নাজীম সাহেব প্রাসাদের সংলগ্ন বিস্তীর্ণ উদ্যানস্থ লতামণ্ডপে শীতল ছায়ায় বসিয়া আলবোলায় সুগন্ধি অম্বরী তামাক খাইতেছিলেন। আজীম আর্দ্দালী যোগে সংবাদ পাঠাইলে তিনি উপঢৌকনসহ সমাগত প্রসিদ্ধ ধনী সৈয়দ আমজাদ আলী মিঞার দুই পুত্রকে সম্মুখে ডাকাইলেন। উভয় ভ্রাতা নবাব সাহেবের সমীপবর্ত্তী হইয়া উপঢৌকন-দ্রব্য নজর দিয়া অভিবাদনান্তর আজীম বাবা আলমের লিখিত পত্রসহ মালের কোটালার নবাবপুত্র আফজল খাঁর স্বহস্ত লিখিত সাঙ্কেতিক গুপ্ত পত্র ও আজীমের নকল তাঁহার হস্তে দিলেন।

নবাব নাজীম সাহেবের বয়স অনুমান পঞ্চাশ বৎসর। মস্তকে বাউরী চুল, তাহার উপর সাচ্চার টুপী। দাড়ি গোঁপ ছাঁটা ও তাহা মেঁহদীর কলপ দ্বারা রক্তিম রাগে রঞ্জিত। লোচনদ্বয়ে সুরমা পরা। তিনি অতি স্থূলকায়, গম্ভীরমূর্ত্তি ও প্রশান্তবদন। সম্মুখবর্ত্তী আসনে আজীম ও তাঁহার ভ্রাতাকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া প্রথমে বাবা আলমের পত্র পড়িলেন। তাহার পর আজীমের বাচনিক সমস্ত কথা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া নবাবপুত্র আফজলের পত্র ও তাহার প্রতিলিপি পড়িয়া ক্রোধে আরক্তিম নয়নে বলিলেন, "আজীম! বাবা আলম এই ষড়যন্ত্রের পত্র ধৃত ও হস্তগত করিয়া এবং তুমি যথাসময়ে উহা আমার নিকট আনিয়া কাশ্মীর ও হিন্দুস্থান রক্ষার পক্ষে যে সাহায্য করিলে তাহাতে আমি বাদশা সেলামতের নিকট অদ্যই এই পত্র দিল্লীতে পাঠাইয়া তোমাকে যথাযোগ্য পুরস্কৃত করিবার জন্য অনুরোধ করিব। তবে তুমি স্বয়ং আমার পত্র লইয়া দিল্লী যাইতে পারিলে ভাল হইত, কিন্তু তাহা হইলে এই বেইমান, বিশ্বাস-ঘাতক, হারামজাদা আফজল বিনা বাধায় ধৃত না হইয়া পলাইতে পারিবে, কারণ আমার অনবস্থানে শ্রীনগরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মবারক আলী তাহার অবরোধ পক্ষে যত্ন না করিয়া অব্যাহতির পক্ষেই সাহায্য করিবে। অতএব আমি অদ্যই ফৌজদার মীর শমশের আলীর নামে পরওয়ানা লিখিয়া দিতেছি, তাহার সাহায্যে বাবা আলম শ্রীনগরের ভার মবারক আলীর হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়া স্বয়ং নিজের বিবেচনামত কার্য্য নির্ব্বাহ করাইবেন; এবং ষড়যন্ত্রকারী আফজলকে কয়েদ করিয়া আমার নিকট পাঠাইবেন।"

আজীম। হুজুর আর কত দিনে শ্রীনগরে তশরীফ লইয়া যাইবেন বলিয়া বোধ হয়?

নবাব। সম্ভবতঃ এই মাসেরই শেষ ভাগে যাব, এত দিন যাওয়া হ'ত, কেবল দিল্লীর দরবারের কোন গোলযোগ বশতঃ আমি প্রতীক্ষা

করিতেছি। সে গোলযোগ কাবুলের মহম্মদ শা দুরানীর আক্রমণ আশঙ্কা, যাহার স্পষ্ট প্রমাণ তোমার আনীত পত্রে পাওয়া যাইতেছে।

এই সময়ে মুরাদ সম্মুখবর্ত্তী হইয়া নবাব নাজীম সাহেবের পায়ে তিনবার সেলাম করিয়া বলিতে লাগিল "হুজুর! আমার দুই তীরে আফজল খাঁর দুই সঙ্গী পাঠান শ্রীনগরে গোর পেয়েছ। পাঠানের আক্রমণের ভয় ক'রবেন না, বেইমানেরা যদি নেহাত কাশ্মীরে ম'রতে আসে, তবে আজীম মিঞার তলওয়ারের আর মুরাদের তীরের পরিচয় পাবে।

নবাব নাজীম সাহেব হাস্য করিয়া বলিলেন, "হাঁ মুরাদ? সময়ে তোমার দ্বারা খুব কাজ হবে।"

মুরাদ। আজ্ঞে হা, আমার জাত ভাই পাঁচ হাজার কিরাত বিশ হাজার পাঠানের মোহড়া নেবে।

নবাব। তুমিই তাদের সর্দ্দার হবে মুরাদ। তবে এখন তোমরা যাও, আমি পত্র ও পরওয়ানা লিখিয়ে প্রস্তুত রা'খব, কল্য প্রাতে আমার নিকট বিদায় হ'য়ে ফিরতে পা'রবে।

অনন্তর আজীম, তদীয় ভ্রাতা ও মুরাদ সেলাম করিয়া বিদায় হইয়া উদ্যানের মধ্য দিয়া ফিরিয়া যাইতেছেন, এমন সময় এক অনুমান সপ্তদশ বর্ষীয়া অপূর্ব্ব সুন্দরী দুইজন পরিচারিকা সহকারে উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিতেছিলেন। সুন্দরী হঠাৎ আজীমকে দেখিয়া স্মিতমুখী হইলেন। আজীম সুন্দরীকে দেখিয়া অভিবাদন করিলেন এবং তাঁহার অনুকরণে তদীয় ভ্রাতা এবং মুরাদও তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। সুন্দরী আজীমকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনি এখানে?"

আজীম। আজ্ঞে হাঁ, শ্রীনগর হ'তে বিশেষ কাজে নবাব সাহেবের খেদমতে হাজীর হয়েছি। কল্যই ফিরতে হবে।

সুন্দরী। বাপজানের সঙ্গে দেখা হয়েছে কি? তিনিও এই বাগানেই আছেন।

আজীম। আজ্ঞে হাঁ, লতামণ্ডপে সাক্ষাৎ হয়েছে।

সুন্দরী। গুলনেহার কেমন আছেন ?

আজীম। শারীরিক ভাল দেখেই এসেছি, তবে তিনি মন্ত্রী সাহেবের আশ্রয় ছেড়ে বাবা আলমের আশ্রয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন।

সুন্দরী। কেন, গুল কি তার ভাইএর সঙ্গে ঝগড়া করে' চলে' এসেছে ?

আজীম বলিলেন, "সে অনেক কথা, আপনাকে সবিশেষ ব'লতে অনেক সময়ের প্রয়োজন হবে।"

সুন্দরী বলিলেন, "তাহ'লে আপনি আজ রাত্রে আমার এই পরিচারিকা সোফীর সঙ্গে আসবেন, সবিশেষ সমস্ত কথা শু'নব।"

আজীম স্বীকৃত হইয়া বিদায় গ্রহণে ভ্রাতার সহিত উদ্যানের বাহির হইলে, তাঁহার ভ্রাতা বলিলেন, "ইনিই কি নবাব সাহেবের কন্যা বিখ্যাত সুন্দরী নুরন্‌নেহার ?"

আজীম বলিলেন, "হাঁ, ইনি গুলনেহারের সখী, দুজনের বড় ভাব।"

অনন্তর তাঁহারা গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া হস্ত মুখ প্রক্ষালনান্তে দুই ভ্রাতায় একত্রে নমাজ পড়িয়া জলযোগ করিলেন।

আজীম স্বীয় ভ্রাতার সহিত শ্রীনগর সম্বন্ধে কথা বার্ত্তা বলিতেছিলেন, এমন সময় নবাব নাজীমের এক চোপদার একখানি পত্র সহ তথায় উপস্থিত হইয়া সেলাম করিয়া তাহা আজীমের হস্তে দিল। আজীম পত্র পড়িয়া স্বীয় ভ্রাতাকে বলিলেন, "নবাব সাহেব আহারের নিমন্ত্রণ ক'রেছেন," এবং অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, "এ অনুগ্রহ নুরন্ বিবির সুপারেশ।" চোপদারকে বিদায় করিয়া বলিলেন, "আমার আদাব জানাবে, অল্পক্ষণ পরেই আমি হাজীর হব!"

আজীম ও তাঁহার অগ্রজ উচ্চতায় ও শরীরের গঠনে প্রায় একরূপই ছিলেন, এজন্য নবাব সাহেবের নিমন্ত্রণ রক্ষার নিমিত্ত তিনি ভ্রাতার

এক প্রস্থ ভাল পোশাক চাহিয়া লইয়া পরিধান করিলেন। সময়ের উপযোগী অতি উৎকৃষ্ট কামদার মস্‌লিনের কুর্ত্তা, তাহার উপর তঞ্জেবের আচ্‌কান, তদুপরি মোগলাই ধরণের হাত কাটা সাচ্চা জরির কাজ করা সিনাবন্দ, মাথায় উৎকৃষ্ট তাজ, কোমরে পেশকব্জ, চুড়িদার পায়জামা ও সাচ্চা কাজকরা জরির জুতা পরিয়া আজীম মুরাদ ও একজন মসালচীর সহিত নবাব নাজীম সাহেবের নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য যাত্রা করিলেন।

নবাব সাহেবের প্রাসাদের সমীপবর্ত্তী হইলে একটী স্ত্রীলোক একখানি ক্ষুদ্র পত্র তাঁহার হস্তে দিয়া উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিল। আজীম স্ত্রীলোকটীকে নুরন্‌নেহারের বাঁদী সোফী বলিয়া বুঝিতে পারিয়া আলোকে পত্রখানি পড়িয়া দেখিলেন, নুরননেহারের পত্র! তিনি লিখিয়াছেন, "নিমন্ত্রণ রক্ষার পরে বাগানে দেখা করিবেন।"

আজীম ভাবিলেন, বোধ হয় গুলনেহারের বিষয়ে কথাবার্ত্তা শুনিবেন ও বলিবেন, তবে পিতার সমক্ষে প্রকাশ্য ভাবে কথা বলিতে লজ্জিতা বোধ করেন বলিয়াই বাগানে দেখা করিতে লিখিয়াছেন। যাহা হউক পত্রখানি তিনি জেবে রাখিয়া দেওয়ান খানায় উপস্থিত হইলে চোপদার তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া নবাব সাহেবের খাশ কামরায় লইয়া চলিল। মুরাদ দেওয়ানখানায় রহিল।

আজীম নবাব সাহেবের সমীপস্থ হইয়া দেখিলেন, তিনি মসলন্দের উপর এক বৃহৎ তাকিয়ায় ঠেস দিয়া বসিয়া তামাক খাইতেছেন। আজীম সেলাম করিলে তিনি তাঁহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। আজীম জুতা খুলিয়া মুসলমানী কায়দায় পদদ্বয় আবৃতভাবে উপবেশন করিলেন। নবাব সাহেবের পশ্চাদ্ভাগে অন্দরের প্রবেশ দ্বারে অতি সরু চিক টাঙ্গান ছিল। চিকের এক কোণ সরাইয়া একখানি সুন্দর মুখ মৃদুহাস্য প্রকটিত ভাবে আজীমের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। আজীম দেখিলেন, মুখখানি বিবি নুরন্‌নেহারের। উভয়ের চারি চক্ষু সম্মিলিত

হইবা মাত্র আজীম দৃষ্টি সংযত করিলেন, সুন্দরী নবাবপুত্রীও সরিয়া গেলেন। নবাব সাহেব এক কবলপূর্ণ ধূম উদ্গারণ করিয়া বলিলেন, "নবাবজাদা আফজল কত দিন যাবৎ মন্ত্রীর বাড়ীতে আছে?"

আজীম বলিলেন, "আজ পর্য্যন্ত পোনের দিন।"

নবাব। তার সঙ্গে কত জন পাঠান আছে ব'লতে পার?

আজীম। যে দিন তারা শ্রীনগরে প্রবেশ করে, সেই দিন আমি মন্ত্রীসাহেবের বাড়ীর সম্মুখে চার জন সোয়ার, আর ছয় জন পদাতিক দেখেছিলেম।

নবাব। আচ্ছা যদি তারা ইতিমধ্যে তুমি এখানে এসেছ, জা'নতে পেরে সন্দিহান হয়ে কোনরূপ গোলযোগের আশঙ্কায় সরে' পড়ে, তা'হলে তুমি আর মুরাদ দুজনে পথে তাদেকে আটকাতে পারবে না? কাশ্মীরে প্রবেশের যে দুইটী প্রকাশ্য পথ, তার প্রত্যেকটা অবরোধের জন্য আমি কাল প্রাতে দশ জন শিখ, দশ জন মোগল, আর এক জমাদার পাঠাব, আর তোমার সঙ্গেও দশ জন ঘোড় সোয়ার শিখ যাবে। পথেই দেখা পাও, জীবিত হোক, মৃত হোক তাকে আমার নিকট হাজির ক'রবে। আর যদি পথে দেখা না পাও, তোমরা শ্রীনগরে পৌঁছিয়া বাবা আলম ও ফৌজদার শমশের আলীর সাহায্যে তাকে কয়েদ করে' তুমি সঙ্গে নিয়ে আমার কাছে ফিরে আসবে, তার পর আমি তোমাকে কয়েদীর জিম্বায় দিল্লীতে পাঠিয়ে দেব।

আজীম সম্মত হইয়া সেলাম করিলে দস্তরখান বিস্তৃত হইল। নানা প্রকার উৎকৃষ্ট খাদ্য রজত পাত্রে সজ্জিত হইলে নবাব সাহেব ও আজীম পিকদানীতে মুক ধুইয়া একত্রে আহার করিতে বসিলেন।

এই সময়ে সম্ভ্রান্ত মুসলমান, বিশেষতঃ আমীর ওমরাহদিগের মধ্যে আঙ্গুরের আরক ও সুরা পানের পদ্ধতি ছিল। নবাব আজীম পান ভোজনের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি একের পর অন্যপ্রকার খানার

তারিফ করিয়া কোনটী বাদশাহ নামদার আকবরের বড় প্রিয়, কোনটী জাহাঁপনা আলমগিরের নিজ পছন্দে তৈয়ারী, এইরূপ প্রিয় হইতে প্রিয়তর উপাদেয় খানা উদরস্থ করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে করাবার পর করাবা আসব পান করিলেন। মধ্যে মধ্যে বলিতে লাগিলেন, "কিহে আজীম! খেতে পাচ্ছ না, তোমার বয়সে আমি পাঁচটা মুর্গী এবং খাসীর এক রাণ খেতে পারতাম। আজকালকার ছেলেরা খেতে পারে না।"

প্রায় তিন ঘণ্টা সময়ে নবাব সাহেবের খানাপিনা শেষ হইলে দস্তরখান অপসৃত হইল। তাহার পর পান ও তামাক চলিতে লাগিল। রাত্রি প্রায় দেড় প্রহর হইয়াছিল, এমন সময় আজীম বিদায় হইলেন, নবাব সাহেবও ভূরি ভোজনের পর অন্দরে শয়ন করিতে গেলেন।

আজীম দেওয়ানখানায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মুরাদও খাইয়াছে। তখন বাহির হইয়া তাহাকে মসালচীর সহিত উদ্যানের পশ্চাদ্ভাগে অপেক্ষা করিতে বলিয়া স্বয়ং উদ্যানের প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হইলে সোফী তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অনুগমন করিতে ইঙ্গিত করিল। আজীম ভাবিয়াছিলেন উদ্যানের মধ্যে নুরন্‌নেহারের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, কিন্তু সোফী তাঁহাকে লইয়া প্রাসাদের অপর দিকের এক দরজা দিয়া গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। দুই প্রকোষ্ঠের পর এক সুসজ্জিত গৃহে আলোক জ্বলিতেছিল। সোফী আজীমকে তথায় এক উত্তম আসনে বসাইয়া তাহার কর্ত্রীকে সংবাদ দিতে গেল। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে সোফির সহিত নুরন্‌নেহার তথায় প্রবেশ করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

নুরনুনেহার।

আজীম উদ্দীন নবাব পুত্রীকে আসিতে দেখিয়া সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি দেখিলেন, নুরনুনেহার অতি বহুমূল্যবান রত্নাভরণে বিভূষিতা অপ্সরা বিনিন্দিতা মনোহর মূর্ত্তিমতী অপূর্ব্ব সুন্দরী সাজিয়াছেন। তাঁহার সুন্দর গ্রীবায় বৃহৎ সুগোল মোতির মালা, শ্রবণ যুগলে সুনীল আভাময় উজ্জ্বল নীল কান্ত মণির কুণ্ডল, কবরীতে মালতী মুকুলের মালা, মধ্যস্থলে সদ্য-প্রস্ফুটিত সকোরক গোলাপ পুষ্প আরোপিত। হস্তদ্বয়ে হীরক বিজড়িত কেয়ূর ও মোগলাই চুড়ি, করাঙ্গুলে সূর্য্যরাগ ও মরকত মণিময় স্বর্ণাঙ্গুরী। সুন্দরীর পরিধানে গোলাপী সাটীণের চুড়িদার কসা পায়জামা অঙ্গের গঠনের ও দুগ্ধালক্তক বর্ণের সহিত এরূপ উত্তম মিশিয়াছে যে, হঠাৎ দেখিলে তাঁহাকে উলঙ্গিনী বলিয়া ভ্রম হয়। বক্ষে এক বিচিত্র কারুকার্য্যময় কিংখাপের কমলকোরকাবৃত কিঞ্চলিকা, তদুপরি অতি সূক্ষ্ম মসলিনের উপর সাচ্চা জরির কাজ করা চুমকী ও রত্ন খচিত উৎকৃষ্ট পেশোয়াজ পরিধান করাতে তাঁহার আপাদমস্তক দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। কটিতটে জরির কাজ করা রত্নমণ্ডিত কোমরবন্দের সহিত রত্নখচিত স্বর্ণকোষে গজদন্তের মুষ্টিযুক্ত পেশকব্জ আবদ্ধ। তাঁহার গুরু উরু, পীবর জঙ্ঘা, ঘন জঘন, ক্ষীণ কটি, পীনবক্ষ, কম্বুকণ্ঠ, সুগোল বাহু-যুগল আজীমের দৃষ্টিপথে পতিত হইবামাত্র তিনি যেন কথঞ্চিৎ লজ্জিত, শঙ্কিত ও অপ্রতিভ হইয়া মস্তক অবনত করতঃ অভিবাদন পূর্ব্বক

মৃদুস্বরে বলিলেন, "বিবি নুরন্‌নেহার! আপনি আপনার সখী গুলনেহারের মঙ্গলামঙ্গল জানিবার নিমিত্ত এই সেবিকার যোগে আমাকে যে ক্ষুদ্র পত্র লিখেছিলেন তদনুসারে আমি আপনাকে বাগানে দাঁড়িয়ে দুচার কথা ব'লেই চলে' যাব এই ভেবেছিলাম। আপনার সহিত লুকিয়ে এই অন্তঃপুরের গুপ্ত প্রকোষ্ঠে এরূপভাবে দেখা সাক্ষাতের প্রত্যাশা করি নাই। আপনার সহিত যদিও আমার পূর্ব্ব পরিচয়, এমন কি একরূপ হৃদ্যতাও আছে, তথাপি আমার ও আপনার ন্যায় যুবক যুবতীর এরূপভাবে গোপনে পৌরজনের, বিশেষতঃ আপনার পিতার নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রতে এসে তাঁর অজ্ঞাতে এই রাত্রিকালে সন্দর্শন সঙ্গত হয় নি। ক্ষমা করুন, আমায় বিদায় দিন ; গুলনেহারের কথা আমি লিখে পাঠাব, তাতেই সব জানতে পারবেন।"

নুরন্‌নেহার আজীমের হস্তধারণ পূর্ব্বক অতি কাতর দৃষ্টিতে তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া মৃদুমধুর বচনে বলিলেন, "আজীম সাহেব! আপনি ভীত হবেন না, এখানে ভয়ের কোনও কারণ নাই। এ আমার নিজের খাশ কামরা, আমার বিনা হুকুমে এখানে কারো প্রবেশের অধিকার নাই। সই গুলনেহারের কথা শোনবার কৌতুহল অপেক্ষাও আমি কোন বিশেষ বাসনার বশবর্ত্তিনী হইয়া আমার কোন বিশেষ কথা শোনাবার জন্যই আপনাকে আ'সতে অনুরোধ করি। আপনি যখন অনুগ্রহ করে' এসেছেন, তখন অনুগ্রহ করে' আমার কথাগুলি শুনে পরে যা ভাল হয় ক'রবেন। তবে এই মাত্র জেনে রাখুন, আমি কোন অসঙ্গত প্রস্তাবের জন্য আপনাকে এরূপ ভাবে, এরূপ স্থানে, এমন সময়ে আসতে অনুরোধ করি নাই। এখন অনুরোধ করি, আপনি অনুগ্রহ করে' নির্ভয়ে এখানে আসুন, আমিও মন খুলে আমার কথাগুলি আপনার কাছে বলি।"

আজীম নুরন্‌নেহারের এই সাগ্রহ অনুরোধ অবহেলা করা অভদ্রতা-জনক মনে করিয়া অগত্যা আসনে উপবেশন করিলেন। তখন সোফী

এক মেজের উপর উৎকৃষ্ট সুরা, পানপাত্র পান তামাক, আতর গুলাব সাজাইয়া রাখিয়া পাহারা দিতে চলিয়া গেল। নুরন্নেহার আজীমের পার্শ্বে বসিয়া একটী পানপাত্রে সুরা ঢালিয়া স্বহস্তে আজীমকে দিলে আজীম সেলাম করিয়া পাত্র গ্রহণ করিলেন, এবং ভদ্ররীত্যনুসারে অপর পানপাত্রে সুরা ঢালিয়া নুরন্নেহারের হস্তে দিলে তিনি এক বিলোল দৃষ্টিবাণ আজীমের মুখপানে নিক্ষেপ করিয়া উভয়ে একই সময়ে পান করিলেন। নুরন্নেহার স্বর্ণ নির্ম্মিত পানের ডিবা খুলিয়া আজীমের সম্মুখে ধরিলে আজীম সেলাম করিয়া পান গ্রহণ করিলে সুন্দরী বলিলেন, "আজীম সাহেব! আজ আমার নারী জীবনের এক চরম দিন। আজ আমি হয় স্বর্গ-সুখের, নয় নরক-যন্ত্রণার পথে যাত্রা করে' বেরিয়েছি। আপনি আমার এরূপ বেশভূষা দেখে বিস্মিত হয়েছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু আজ আমার চরম দিন বলেই এরূপ পরমাদরের দ্রব্যগুলি আমি পরেছি; হয় এই বেশে চির আনন্দের ধামে পৌঁছিব, না হয় কটিবদ্ধ পেশ-কব্জের সাহায্যে অনন্ত শয্যায় শয়ন ক'রব। এই উভয় পথের সন্ধিস্থলে আমি দাঁড়িয়েছি; আপনার একটী মাত্র হাঁ কিম্বা না দ্বারা আমার এই চরম দিনে জীবনের গতি বা নিয়তি নির্দ্ধারিত হবে। আপনার কি মনে আছে? প্রায় চার বৎসর হবে, গুলনেহারের ঘরে আপনাকে প্রথম দেখি। তদবধি আপনার পরমসুন্দর মুর্ত্তিখানি আমি নিজের হৃদয়ের অন্তরালে গোপনে লুকিয়ে রেখেছি, এ পর্য্যন্ত অন্যে তা জা'নতে পারে নাই। তদবধি প্রত্যহই শয়ন করে' সেই ছবি দেখেই তৃপ্ত হচ্ছিলাম। ইতিমধ্যে দিল্লী, জম্মু প্রভৃতি নানা স্থানে বেড়ান সময়ে এমন সুবিধা হয় নাই, যে আপনার সহিত বিরলে দেখা করে' মনের কথা খুলে' বলি; কিন্তু আজ আমার ভাগ্যক্রমে সেই হৃদয়ের লুকায়িত পূজ্য দেবতা আপনি সশরীরে উপস্থিত। আমি জানি, আপনি আমার সই গুলনেহারের প্রতিশ্রুত স্বামী; কিন্তু প্রিয়তম, প্রাণাধিক আজীম! আমি যে তোমাকে

মন প্রাণ সঁপেছি, আমি যে আত্মহারা হয়েছি, আমার কি গতি হবে নাথ! তুমি কি আমায় দাসী বলে চরণে স্থান দেবে না?”

আজীম উদ্দীন অবাক হইয়া নুরন্‌নেহারের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, “নবাবপুত্রী! আমি আপনার কথা শুনে নিতান্তই আশ্চর্য্যান্বিত হলেম, আপনি আমাকে ভালবাসেন, আমি এই প্রথম তা জা’নতে পা’রলাম।”

নুরন্। ব’ললাম ত প্রিয়তম! আমি ত সুবিধা পাই নাই, যদিও দুই এক দিন হঠাৎ দেখাও হয়েছে, তখন লজ্জায় মনের কথা প্রকাশ ক’রতে পারি নাই। ক্রমে বয়স বাড়ছে, আর তোমার প্রতি অনুরাগও বেড়ে উঠ্‌ছে। দিল্লীতে কত কত আমীর ওমরার ছেলের সঙ্গে বাপজান আমার বিবাহের সম্বন্ধের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু আমি প্রত্যেক স্থলেই ভয়ানক পীড়ার ভাণ ক’রে আজও তোমারই আশায় প্রাণ ধারণ কচ্ছি। বল আজীম! আমি কি তোমায় পাব না?

এইবার নবাবপুত্রী আজীম উদ্দীনের দুইখানি পদ ধরিয়া এমন কাতর ভাবে তাঁহার মুখপানে চাহিলেন যে আজীমের প্রাণ সেই কাতর দৃষ্টি স্পর্শ করিল। আজীম নবাবপুত্রীর হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন, “বিবি নুরন্‌নেহার! আপনি—

নবাবপুত্রা বাধা দিয়া বলিলেন, “প্রাণাধিক! দাসীকে আপনি ব’ল না, তুমি বল, অসঙ্কোচে কথা বল, বরং তুই ব’ললে আমি সুখী হব—”

আজীম বলিলেন “আচ্ছা তাই হবে—তুমি আমায় বিষম সমস্যায় ফেলেছ। আমি গুলনেহারকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করব বলে শা কলন্দরের দরগায় বাবা আলমের সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি—”

নুরন্। তায় ক্ষতি কি নাথ! এক পুরুষের কি দুই স্ত্রী হ’তে নাই, একজনের কি দুজোড়া জুতো থাকে না? আমাদের ধর্ম্মের যিনি প্রবর্ত্তক, সেই মহম্মদ আলে সেলাম নিজেও ত একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করেছিলেন—গুলনেহার তোমার স্ত্রী হবে, আমি না হয় তার দাসী হয়ে’ থাকব।

এবার আজীমের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি নবাবপুত্রীর হাত ধরিয়া বলিনেন, "আচ্ছা নুরন্! তুমি আমাকে বিবাহ করতে রাজী আছ ?"

নুরন্। নিশ্চয়—যদি বাপজান বাধা দেন, আমি তাঁকে ত্যাগ করে তোমার সঙ্গিনী হব। আমাকে কেউ বাধা দিতে পারবে না। এখন বল আজীম! তুমি আমায় গ্রহণ করবে ?

এবার আজীম বাহু প্রসারিত করিলেন, নুরন্‌নেহার প্রসারিত বাহু-যুগলে তাঁহার গলা জড়াইয়া বক্ষঃলগ্না হইয়া উভয়ে অধরে অধরে মিলিত হইলেন।

তাহার পর বিযুক্ত হইয়া এক এক পাত্র আসব সেবনের পর পান খাইয়া আজীম তামাক খাইতে খাইতে গুলনেহারের সমস্ত কথা বলিলেন। নুরন্‌নেহার স্বীয় অঙ্গুলী হইতে রত্নময় অঙ্গুরী আজীমের অঙ্গুলীতে পরাইয়া দিলেন। আজীম কণ্ঠ হইতে মরকত নির্ম্মিত আরবী লেখা রক্ষা-কবজ খুলিয়া বলিলেন, "এইটী তোমার রক্ষক হউক, অপর চিহ্ন দিবার যোগ্য কিছুই সঙ্গে নাই। আমার আঙুলে অপর যে এক রত্নময় অঙ্গুরী দেখছ, এটী গুলনেহারের। এখন আমি বিদায় হচ্ছি, কল্য প্রাতেই শ্রীনগরে ফিরে যাব। তুমি নবাব সাহেবের অনুমতি গ্রহণের চেষ্টা দেখ—আমার সম্মতি পেলে, এখন বিবাহ বন্ধনে মিলিত হওয়া তোমার নিজের প্রতি নির্ভর।

নুরন্‌নেহার পুনর্ব্বার আজীম উদ্দীনকে আলিঙ্গন করিয়া গদগদ স্বরে বলিলেন, "স্বামীন! প্রাণেশ্বর! দাসী তোমারই; আবার কত দিনে তোমায় দেখতে পাব ? দাসী বলে মনে রেখো, তোমার ভাই সাহেবের কাছে পত্র দিও, তাহ'লেই আমি পাব এবং তাঁরই যোগে আমার পত্রও তুমি পাবে। তাহার পর আজীম বিদায় হইলেন, নুরন্‌নেহার দ্বারপর্য্যন্ত আসিয়া শেষ চুম্বন গ্রহণ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

আজীম বাগানের পশ্চাতে মুরাদ ও মসালচীকে প্রাপ্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পরদিন প্রাতে জলযোগ শেষ করিয়া আজীম ও মুরাদ নবাব নাজীমের পত্র ও শিখ সিপাহীর জন্য তাঁহার প্রাসাদে উপস্থিত হইলে তিনি সহিমোহর করা পরওয়ানা, বাবা আলমের নামীয় পত্র, ফৌজদারের নামে হুকুমনামা আজীমের হস্তে দিলেন, এবং দশ জন ঘোড়সোয়ারকে আজীমের সহিত শ্রীনগর যাইতে আদেশ করিলেন।

আজীম বিদায় হইয়া আসিতেছিলেন, এমন সময় উদ্যানের এক কোণে নুরন্‌নেহার সোফীর সহিত তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন দেখিয়া তিনি তথায় দাঁড়াইলেন। প্রণয়ীযুগল পরস্পরের নিকট বিদায় লইলেন। "খোদা তোমায় যেন মঙ্গলমতে পৌঁছান, পৌঁছেই পত্র দেবে, আর পুলিন্দাটা নিয়ে যাও, এতে তোমার জন্য একটা পাগড়ী আছে।" নুরন্‌নেহার ইহা বলিলে আজীম পুলিন্দাটী হাতে লইয়া প্রস্থান করিলেন, নুরন্‌নেহার অশ্রুবিগলিত নেত্র মার্জ্জন করিতে করিতে গৃহে ফিরিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

পিতা ও দুহিতা।

কাশ্মীরের গৃহাদি অধিকাংশই কাষ্ঠ নির্ম্মিত, এবং প্রকোষ্ঠগুলি অগ্নি-কুণ্ড দ্বারা উষ্ণ হওয়াতে শীতপ্রধান শৈলরাজ্যে সুখাবাসযোগ্য। কিন্তু গুলনেহার যে প্রকোষ্ঠে অবরুদ্ধা হইয়াছিলেন তাহা প্রস্তরময় অতি উচ্চ প্রাচীরবিশিষ্ট, ছাদ হইতে দুই হাত নীচে দুইটী ক্ষুদ্র গবাক্ষ লৌহ অর্গল দ্বারা অবরুদ্ধ, উহারই যোগে সামান্য আলোক প্রবেশ করিতে পারিত, সুতরাং দ্বার রুদ্ধ করিয়া সকলে চলিয়া গেলে অভ্যন্তর ঘোর অন্ধকার হইল। গুলনেহার তৃষিতা হইয়াছিলেন, এজন্য সদ্য প্রস্তুত গৃহজাত রুটিকা ভক্ষণ ও জল পান করিয়া তৃপ্ত হইলেন। ঘরে অগ্নি ছিল না, গুলনেহার জন্মাবধি কাহাকেও সেই ঘরে বাস করিতে দেখেন নাই। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হইলেও ঘরটী অতিশয় শীতল বোধ হইতে লাগিল। তিনি ক্ষণকাল আজীমের কথা ভাবিলেন। শুক্রবার তিনি আজীমের সহিত বাবা আলমের আশ্রমে গিয়াছিলেন ; সেই দিনই রাত্রিতে আজীম জম্মু যাত্রা করিয়াছে, অদ্য মঙ্গলবার। খুব তাড়াতাড়ি চলিয়া থাকিলেও গত কল্য জম্মুতে পৌঁছিয়াছে, আজ অবশ্যই বিশ্রাম করিবে, যদি আগামী কল্য ফিরিতে পারে তবে পাহাড়ের চড়াই পথে তিন দিনের কমে কিছুতেই পৌঁছিতে পারিবে না, সুতরাং তাহার পূর্ব্বে তাঁহার মুক্তির সম্ভাবনা নাই। তাহার পর বাবা আলমের নিকট কোন গতিকে সংবাদ পাঠাইতে

পারিলে উদ্ধারের খুব সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু সংবাদ দিবেন কিরূপে। আমিনা আর ফতেমা কোথায় গেল? তাহারা থাকিলে এসময়ে সাহায্য করিতে পারিত, সেই জন্য বুঝি তাহাদিগকে স্থানান্তরে পাঠাইয়া করিমের স্ত্রীকে রাখা হইয়াছে।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দিবা প্রায় অবসান হইল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে প্রকোষ্ঠের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। করিমের স্ত্রী আলোকের ব্যবস্থা করিয়া রাত্রির ভোজ্য দ্রব্য যথাস্থানে রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "আর কোন জিনিসের দরকার আছে কি?

গুলনেহার আলোক সাহায্যে শয্যা দেখিয়া বলিলেন আমার থাকবার ঘর থেকে এক জোড়া শাল এনে দে, আর এক ঘড়া জল, গামছা চাই। করিমের স্ত্রী প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টার পর শাল, গামছা, জল আনিয়া দিয়া আর কোন কথা না বলিয়া পূর্ব্ববৎ দ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া গেল।

গুলনেহার কারা-কক্ষের সংলগ্ন প্রকোষ্ঠে হস্ত মুখ প্রক্ষালন করতঃ পবিত্র হইয়া সন্ধ্যা সমাগত দর্শনে শয্যার সম্মুখে একখানি কম্বল পাতিয়া ক্ষণকাল নমাজ পড়িলেন। নমাজ শেষ হইলে পরমেশ্বরের নিকট আত্মীয়ের কুশল প্রার্থনা করিলেন। তিনি নিজের মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিলেন না, কারণ তিনি জানিতেন, তাঁহার পিতা তাঁহাকে দীর্ঘকাল কারারুদ্ধাবস্থায় রাখিতে পারিবেন না। অত্যধিক চতুর্থ দিবসে আজীম ঈশ্বরেচ্ছায় নিশ্চয়ই নবাব নাজীম সাহেবের হুকুমনামা সহ ফিরিয়া আসিয়া বাবা আলমের নিকট তাঁহাকে দেখিতে না পাইলে এবং বাবা আলমও তাঁহাকে এখানে রাখিয়া যাওয়ার পর আর কোন সংবাদ না পাওয়াতে উভয়ে মিলিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিতে আসিবেন।

গুলনেহার রাত্রির খাদ্যদ্রব্য মধ্যে কয়েকখানি রুটী ও দুইটী ডিম, দুই মুষ্টি মেওয়া ও এক পেয়ালা দুধ খাইয়া শয়নের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি নিদ্রিতা হইলে পাছে কেহ তাঁহার অজ্ঞাতে দ্বার খুলিয়া গৃহে

প্রবেশ করে, এজন্য সম্মুখে বসিবার যে একখানি ভারি টুল ছিল তাহা দ্বারের সহিত ঠেকাইয়া তাহার উপর জলের ঘড়া, তাহার উপর বদ্‌না, তাহার মুখে পেয়ালা প্রভৃতি উপর্য্যুপরি সাজাইয়া রাখিলেন, যেন কেহ দ্বার খুলিতে চেষ্টা করিলে সজ্জিত দ্রব্যাদি হুড়মাড় করিয়া পড়িবা মাত্র তিনি জাগিতে পারেন। যাহা হউক এইরূপ সতর্কতা অবলম্বনের পর শালখানি গায়ে জড়াইয়া নিশ্চিন্ত মনে শয়ন করিলেন। হঠাৎ বহির্দ্দেশে অশ্বের পদধ্বনি শুনিয়া মনে করিলেন, আজীম কি এত শীঘ্রই জম্মু হইতে ফিরিয়া আসিল? অসম্ভব, চারিদিনে যাতায়াত করা অসম্ভব। তবে কে এই রাত্রিকালে অশ্বারোহণে এ প্রদেশে আসিল তাহা কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া চিন্তা করিতে করিতে ক্রমে নিদ্রাভিভূতা হইলেন।

রাত্রিতে আর কোন উপদ্রব অনুভব না করিয়া এক নিদ্রাতেই রাত্রি প্রভাত হইল। গবাক্ষের দ্বার দিয়া ঘরে সামান্য আলোক প্রবেশ করিতেছিল। গুলনেহার জাগরিতা হইয়া দেখিলেন দ্বারে সংস্থিত সজ্জিত তৈজসপত্র পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে। গৃহের ছাদে কাক ডাকিতেছে। গুলনেহার গাত্রোত্থান করতঃ প্রথমে দ্বারের দ্রব্যাদি সরাইয়া অন্যত্র রাখিলেন, তাহার পর পার্শ্ববর্ত্তী প্রকোষ্ঠে হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া মস্তকের বেণী খুলিয়া চুল ঝাড়িয়া কবরী বন্ধন করিলেন, এবং গাত্র বস্ত্রাদি পরিধানান্তে পাদচারণ করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত হইল। করিমের স্ত্রী কাফী ও দুগ্ধ হস্তে প্রবেশ করিয়া টুলের উপর রাখিয়া আর কি চাই জিজ্ঞাসা করিলে, স্নানের জন্য গরম জল, তৈল, কাপড়, কুর্ত্তা, আয়না চিরুণী প্রভৃতি আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি আনয়নের আদেশ করিয়া গুলনেহার কাফী ও দুগ্ধ পান করিলেন।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে মন্ত্রী মবারক আলী কারাকক্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। গুলনেহার দেখিলেন, তাঁহার চেহারা মলিন, চিন্তায়

শীর্ণ এবং অনিদ্রায় চক্ষু কোটরস্থ বলিয়া বোধ হইল। তিনি অতিশয় ক্লান্ত ভাবে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে গুলনেহার তাঁহাকে অবসন্ন জ্ঞানে টুলখানি আনিয়া দিয়া বসিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে মন্ত্রী উপবেশন করিয়া কন্যার মুখ পানে চাহিয়া বলিলেন,—

"গুল! এখন কি তোমার দেমাগ কমেছে?"

গুলনেহার দাম্ভিক স্বরেই বলিলেন, "বেঁচে থাকতে নয়, কয়েদ করে' রাখলে আমার দেমাগ ক'মবে না; যতই কঠোর ব্যবহার ক'রবেন, তত আমার দেমাগ বা'ড়বে। হদ্দ আমায় কষ্ট দিতে ও জ্বালাতন ক'রতে পারবেন, কিন্তু আমার জান মা'রতে পা'রবেন না, আর জান থা'কতে আমি কারো পদানত হব না।"

মবারক আলী দুহিতার মুখ পানে চাহিয়া অবাক হইয়া রহিলেন, তাঁহার দৃষ্টিতে বিস্ময়ের ও প্রশংসার ছবি প্রকটিত হইল। তিনি বলিলেন, "তুমি ঠিক তোমার মায়ের মেজাজ পেয়েছ, তোমারই বয়সে তাঁরও এই রকমই তেজস্বিতা ও সৌন্দর্য্য ছিল। হায়! তিনি অকালেই চলে' গেলেন, কেবল আমারই ভাগ্যে এই শোক ও কষ্টভোগ ঘটেছে। বৎসে গুলনেহার! তুমি বই আমার আর কে আছে, আমার বংশের নাম রক্ষার, আমার ধন সম্পত্তির ওয়ারিশ একমাত্র তুমিই, কিন্তু হায়! তুমি আমার কথার অবাধ্য—"

"আমিত কখনও অবাধ্য ছিলাম না—আপনি কি মনে করেন বাপজান! আমায় জবরদস্তী পাঠানের সঙ্গে বিবাহ দিতে জেদ না ক'রলে আমি ঘর ছেড়ে কখনও পালিয়ে যেতাম? আপনার ঘাড়ে কি যে সয়তান চেপেছে, আপনি আমার কোন কথাই শুনছেন না। তার পর আমার প্রতি যে সদয় ব্যবহার করে' কয়েদ করেছেন, তাতে কি কোন মেয়েই পিতার বাধ্য থা'কতে পারে? আপনি ভয় দেখিয়ে বা কষ্ট দিয়ে কেবল আমাকে মনকষ্ট দিবেন বই বশীভূত ক'রতে পারবেন না।"

"আমি কেবল তোমারই ভালর জন্যে চেষ্টা কচ্ছিলাম। আমি কাশ্মীরের দেওয়ান, আমার মান-সম্ভ্রম কত! কিন্তু আমি বু'ঝতে পাচ্ছি, আমার দিন ঘুনিয়ে আসছে, ফকীরটা ঠিকই বলেছে, আমি শীঘ্রই হোসেনের পাশে শুতে যাচ্ছি।"

"তার জন্যেই বুঝি তাড়াতাড়ি একটা বিদেশী খলের হাতে আমায় সঁপে দিতে চাচ্ছেন, এই বুঝি আমার ভালর জন্যে চেষ্টা—সে আমায় মালের কোটলায় নিয়ে গিয়ে তার জাতভাই কাবুলের আমীরের বাঁদী করে' দেবে, তাতে বুঝি আপনার বংশমর্য্যাদা আর মান-সম্ভ্রম বাড়বে? সে বেইমানের নিজ হাতের লেখা পত্রে তার বদ্‌মতলব ধরা পড়েছে—"

মন্ত্রী বলিলেন, "তুমি দেখছি কিছু কিছু জা'নতে পেরেছ—তবে শোন,—দিল্লীর তখ্‌ত টলমল, বাদশা নাবালগ, রাজ্য শ্রীভ্রষ্ট, এমন কি ছারে খারে যেতে বসেছে—কাফের হিন্দু মারাট্টারা হিন্দুস্থান মোগলদের হাত থেকে কেড়ে নিতে উদ্যত, এ সময়ে যদি কাবুলের আমীর মহম্মদশা দুরাণী রাজ্য দখল ক'রতে পারে, তবে মুসলমানেরই থাকে, হিন্দুর তাবেদার হয়ে মুসলমানকে থা'কতে হয় না—মালের কোটলার পাঠান নবাব কাবুলের আমীরের জাতভাই আফজল খাঁ সাহায্য করাতে কাশ্মীর বখ্‌শীশ পাবে, তা হ'লে সে কাশ্মীরের নবাব হবে, আর তুমি তার বেগম হবে।"

গুলনেহার এবার ক্রোধে তর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "বেইমান পাঠানের পত্র ধরা পড়েছে, আজীম সেই পত্র নিয়েই নবাব নাজীম সাহেবের নিকট জম্মু গিয়েছে—তুমিও নেমকহারাম, এ কথা প্রকাশ হ'লে তোমার গর্দ্দান যাবে। আমি অমন হারামজাদার বেগম হতে চাই না, তার চেয়ে আমার আজীম লক্ষ গুণে শ্রেষ্ঠ।"

মন্ত্রী। শালওয়ালার ছেলে নবাব বাদশার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বই কি। তুমি হাজার হও মেয়ে মানুষের জাত, মান মর্য্যাদার কি বুঝবে। আচ্ছা

ভাল নবাবপুত্রকে না চাও অন্য কোন আমীর ওমরার ছেলের সহিত সম্বন্ধ ক'রতে পারি; কিন্তু আজীম, যে আমার একমাত্র পুত্রের প্রাণ-নাশের কারণ হয়েছে তাকে ত্যাগ করতেই হবে—

গুলনেহার কথা বলিবেন বলিয়া মুখ তুলিতে ছিলেন, মন্ত্রী অমনি বলিলেন, "থাম, আমার কথা শেষ হয় নাই—এখন বল, তুমি আমার কথা মত আজীমকে ছাড়বে কি না—"

"না, কখনই না," তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "একবার কসম ক'রে তাকে খসম বলে' কেমন করে ছাড়তে পারি? পবিত্র দরগা ছুঁয়ে খোদাতালার নাম নিয়ে যখন আমি তাঁকে স্বামী বলে' স্বীকার করেছি, তখন কিছুতেই তাঁকে ত্যাগ করতে পারি না।"

মন্ত্রী মবারক আলী আর দ্বিরুক্তি করিলেন না, তিনি হতাশে, ক্ষোভে ও ক্রোধকম্পিত কলেবরে বলিতে বলিতে চলিলেন—তবে এই তোর কবর গাহ, এইখানেই পচে' মর। যে গুপ্ত রহস্যের কথা জা'নতে পেরেছিস্ তা আর অন্যের কাছে গেয়ে বেড়াতে হবে না—তার পর তোর আজীম, তার জন্য গুপ্ত পাঠান ঘাতক পথে পথে পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছে, তাকে আর শ্রীনগরে ফি'রতে হবে না।"

এই বলিয়া মন্ত্রী কক্ষের বাহির হইলে দ্বার পুনরায় তালাবদ্ধ করা হইল। গুলনেহার পিতার এই প্রকার ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ, হতাশ, বিষণ্ণ ও শীর্ণ মলিন মূর্ত্তি দর্শনে তাঁহার জীবন যে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে না তাহা বুঝিতে পারিয়া মানসনেত্রে তাঁহার অন্তিমকাল নিকটবর্ত্তী দেখিয়া মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি বুঝিলেন, তাঁহারই অবাধ্যতায় ভগ্ন হৃদয়ে বিষাদে মন্ত্রী মহাশয় বিদায় হইলেন—কিন্তু উপায় কি? তরুণীর তরুণ হৃদয় কাতর হইল, তিনি হৃদয়ের আবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। গণ্ড বহিয়া উষ্ণ অশ্রুধারা তাঁহার করপল্লবে পতিত হইল। হৃদয়ের ভার কথঞ্চিৎ অপগত হইল। তিনি উভয় হস্তে চক্ষু মার্জ্জন

করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "এলাহি আলমীন! তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে—মাতা বাল্যকালেই ছাড়িয়া গিয়াছেন, ভ্রাতা কর্ম্ম ফলে অকালে হত হইলেন, এক মাত্র পিতাই বর্ত্তমান, কিন্তু ভ্রমে পড়িয়া তাঁহারও এই দশা—আমি কি উপায় করিব, আর যে আমার কেহই নাই—প্রভো! হে খোদা মাবুদ! তুমিই পিতা, তুমিই মাতা, তুমিই এ হত ভাগিনীর একমাত্র বন্ধু। এইরূপ আক্ষেপের পর মন্ত্রীকন্যা কথঞ্চিৎ সংযতা হইলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

রহস্যভেদ।

ক্ষণকাল পরে করিমের স্ত্রী স্নানের জন্য গরম জল, গাত্র মার্জ্জনের জন্য অমলকপিষ্ট, দুগ্ধ, ময়দা, সুবাসিত তৈল, অলক্তক, সুরমা, আয়না, চিরুণী, পরিধেয় পট্টবস্ত্র, অঙ্গরক্ষা পরিচ্ছদ প্রভৃতি আনিয়া দিল। স্নানের বৃহৎ তাম্র নির্ম্মিত হামামে উষ্ণ ও শীতল জল মিশ্রিত হইলে গুলনেহার গাত্র মার্জ্জন ও স্নান করিয়া উত্তম পরিচ্ছদ পরিধাণ করিলেন। আজ খাদ্য সামগ্রীর অতিশয় পারিপাট্য—পোলাও, কোর্ম্মা, কোপ্তা, কাবাব, দম্‌পোক্তা, মেঠাই ও নানা উপাদেয় উপকরণ আনীত হইল। গুলনেহার শুখা রুটীর পরিবর্ত্তে ভোজনের এরূপ আয়োজনের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন না। ভাবিলেন পূর্ব্বদিবস আহারের যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিশোধার্থ মন্ত্রী মহাশয় বুঝি কন্যার তুষ্টির জন্য অদ্য এই আয়োজন করাইয়াছেন। যাহা হউক মন্ত্রীকন্যা অদ্য তৃপ্তির সহিত ভোজন করিয়া "শুকুর এলাহি" বলিয়া পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন।

আহারান্তে মন্ত্রীকন্যার মস্তকের সুদীর্ঘ কেশরাশি শুষ্ক হইলে তিনি সুবাসিত তৈল মর্দ্দন করিয়া ক্ষণকাল কেশ বিন্যাস করিলেন। আমীনা অথবা অপর কোন পরিচারিকা উপস্থিত ছিল না, যে সেই ঘনকৃষ্ণ কুন্তল-দাম দ্বারা বেণী রচনা করিয়া দিবে। করিমের স্ত্রীকে তিনি ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিতেন, সুতরাং তাহাকে বেণী গাঁথিতে তিনি বলিলেন না। যাহা

হউক দর্পণের সাহায্যে স্বয়ং একটী মাত্র বেণী গাঁথিয়া তদ্দ্বারা কবরী বাঁধিলেন। সুন্দর মূর্ত্তি সকল ভঙ্গীতেই সুন্দর দেখায়। গুলনেহার আপনার সৌন্দর্য্যের প্রতিবিম্ব দর্পণে দেখিয়া তুষ্ট হইলেন। মানুষ মাত্রেই নিজের মূর্ত্তিকে সুন্দর দেখে। অন্যের দৃষ্টিতে কদাকার কুশ্রী হইলেও মানব নিজের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, কপাল কপোল মধ্যে এমন কিছু দর্শন করে, যাহা অন্যের অপেক্ষা সে কিছুতেই মন্দ বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে না। যাহারা স্বাভাবিক সুন্দর, তাহারা নিজের সৌন্দর্য্যের গর্ব্বে অন্যকে আপনা অপেক্ষা হীন দেখে। এইরূপ সৌন্দর্য্যের গর্ব্ব স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে এবং পুরুষে পুরুষে তুলনা স্থলে জন্মিলেও স্ত্রীলোক পুরুষকে এবং পুরুষ স্ত্রীলোককে আপনা অপেক্ষাও সুন্দর দেখে, এবং তজ্জন্যই স্ত্রী ও পুরুষজাতি পরস্পরের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া পরস্পরকে ভালবাসিয়া থাকে। গুলনেহার নিজের সৌন্দর্য্যে তুষ্ট হইলেও মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, 'আহা! আজীম উদ্দীনের রূপ কি সুন্দর! কেমন উন্নত সবল শরীর, কেমন বিশাল বিস্তৃত বক্ষঃ, কেমন গোল মাংসল বাহু—কাশ্মীরে ত কত সুন্দর সুন্দরী নরনারী আছে, কিন্তু আজীমের মত কেহই অমন মনোহরমূর্ত্তি নহে।' গুলনেহার সেই নির্জন কক্ষে বসিয়া আপন মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ কক্ষের দ্বারোদ্ঘাটিত হইল, এবং নবাবপুত্র আফজল গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গুলনেহার ইতিপূর্ব্বে তাহাকে এক দিন মাত্র দেখিয়াছিলেন। কেমন উন্নত নাসা, রক্তিম বর্ণ চুশমুন চেহারা, তাহার উপর মখমলের সাচ্চা জরির কামদার সিনাবন্দ, উচ্চ কাবুলী টুপী, চতুর্দ্দিকে নীলবর্ণের পাগড়ী। গুলনেহার দৃষ্টিমাত্র পশ্চাৎ দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিলেন। নবাবপুত্র গৃহের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল,—

"বিবি সাহেবা! আপনার নিকট সে দিন পত্র লিখে নিজের দেশে যাব বলে' বিদায় হয়ে' যাবার পর ফের আপনার কাছে অাসতে দেখে

আপনি হয়ত আশ্চর্য্যান্বিতা হয়েছেন। পত্রের লেখা হয়ত আপনার স্মরণ আছে, যে "যদি ভাগ্যক্রমে ফের দেখা হয়", কার্য্যতঃও তাই ঘটেছে। আমি তৃতীয় আড্ডায় পৌছেই শুনতে পেলাম, শালওয়ালা বেপারীর পুত্র জম্মু গিয়েছে, সে সম্ভবতঃ আমার আর মন্ত্রী সাহেবের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজের সাফাইএর জন্য কতকগুলো মিথ্যা কথা ব'লে নবাব সাহেবের কাছে কুৎসা কীর্ত্তন ক'রবে, তাতে নবাব সাহেব আমার কিছু ক'রতে পারবেন না, কারণ আমার প্রকৃত পক্ষে কোন দোষ নাই। কোন জাল চিঠীপত্র দেখালেও তাহা আমার হাতের লেখা বলে' প্রমাণ ক'রতে পারবে না; তবু এরূপ নিন্দা স্থলে আমি দেশে চলে' গেলে লোকে হয়ত আমারই দোষ সাব্যস্ত ক'রবে, এজন্য আমি নিজের সাফাই জন্যই শ্রীনগরে ফিরে আ'সতে বাধ্য হয়েছি; যা হোক আমি কাল রাত্রি প্রায় দেড় প্রহরের সময় ফিরে এসেছি।"

গুলনেহার বুঝিলেন, তিনি তাহারই অশ্বের পদধ্বনি শুনিয়াছিলেন।

আজ সকাল বেলা শুনলাম আপনি দরগা ছেড়ে আপনার খুশীতেই মন্ত্রী সাহেবকে দেখতে এসেছেন, কিন্তু এসেই তাঁর সঙ্গে খুব ঝগড়া করেছেন, এবং রাগ করে' আপনি ফের চলে যাচ্ছিলেন দেখে তিনি আপনাকে কয়েদ করেছেন। এরূপভাবে কয়েদ করে' আপনাকে কষ্ট দেওয়া কোন মতেই ভাল কাজ হয় নাই; তা আমি অবশ্যই ব'লব, কিন্তু এই শোক তাপে, ক্ষোভে, বিশেষতঃ অসুস্থতায় তাঁর মেজাজ ঠিক নাই; কি করেন তা তিনি নিজেই বোধ হয় বু'ঝতে পারেন না।

নবাবপুত্র ক্ষণকাল থামিলেন, কিন্তু গুলনেহার কোনও উত্তর দিলেন না, পূর্ব্ববৎই চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন দেখিয়া পুনরায় তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন "বড়ই আক্ষেপের বিষয়, পিতা দুহিতার মধ্যে এরূপ মনান্তর ঘটা। আর তাঁরই অবিবেচনায় আপনার ভাগ্যে এরূপ কষ্ট ভোগ

দেখে বিশেষ দুঃখিত হয়েছি এবং আপনার পিতার অনুমতি গ্রহণ করে' আমি আপনার সমক্ষে উপস্থিত হ'য়েছি, দেখি আপনাদের ঝগড়া মিটিয়ে ফেলতে পারি কি না। তার পর সেই প্রথম দিন আপনার অতুলনীয় সৌন্দর্য্য দেখে আমি মোহিত হয়ে' যে মনোকষ্ট ভোগ কচ্ছি, তা বোধ হয় আপনি জানেন—কিন্তু আফসোস, আপনি আমার প্রতি একবারও কৃপাদৃষ্টি না করে' কেবল ক্রোধভরেই আছেন—প্রবাসী, অতিথি, আশ্রিত, বলে' কি আপনার দয়া হবে না ?"

পুনরায় নবাবপুত্র উত্তর প্রত্যাশায় প্রতীক্ষা করিল, কিন্তু কোনই উত্তর না পাইয়া বলিতে লাগিল—

"তার পর—আপনার যদি জানতে ইচ্ছা হয়, তবে শুনুন—তবে তা শুনে আপনি হয়ত দুঃখিত হবেন, কিন্তু আমি জম্মু হ'তে যে লোকেরা শ্রীনগরে মন্ত্রী সাহেবের নামীয় পত্র নিয়ে আসছিল, তাদেরই মুখে শুনেছি, অবশ্য শত্রু হলেও ওরূপ দুঃসংবাদে আমিও দুঃখিত। আপনি যার স্ত্রী হবেন বলে' বড় আশায় বুক বেঁধে বসে' আছেন, সেই আজীমের মৃত্যু হয়েছে।"

গুলনেহার একবার কম্পিতা হইয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন ; কিন্তু পরক্ষণেই তিনি আত্মসংযম করিয়া পূর্ব্ববৎ পশ্চাৎ দিকে মুখ ফিরাইয়া নীরবেই রহিলেন।

আফজল খাঁ গুলনেহারের পশ্চাদ্ভাগ, ক্ষীণকটি, বৃহৎ কবরী দর্শনে মনে মনে সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিয়া কামুকের কামতৃষ্ণায় প্রফুল্ল হইয়া পুনরায় বলিতে লাগিল—"এ কথা যে মিথ্যা নয়, তার কারণ শুনুন—আপনার আজীমের সঙ্গে পলায়নের রাত্রেই হোসেন মিঞার হাত কাটাতে প্রাণবিয়োগ ঘটে এবং মন্ত্রীসাহেব আজীমের নামে তাঁহার পুত্রের প্রাণনাশ ও কন্যাকে অপহরণের আর মুরাদের নামে আমার দুইজন পাঠান সঙ্গীকে তীর মারিয়া হত্যার অভিযোগপত্র ঘোড়ার ডাকে জম্মুতে পাঠান—

সঙ্গেসঙ্গেই আজীম ও মুরাদও যেমন তথায় পৌছে, অমনি তাহাদিগকে কয়েদ করা হয়। তাহার পর আজীম আমার নামীয় কি এক জাল পত্র দেখায়, তাহাতে নবাবসাহেব চটিয়া জল্লাদকে ডেকে মুনিব আর চাকর দুজনকেই কতল ক'রতে হুকুম দেন। মুরাদ হুকুম শুনেই এমন দৌড়ে জঙ্গলের মধ্যে পালিয়েছে, যে তাকে এ পর্য্যন্ত ধ'রতে পারে নাই; কিন্তু আজীম পালিয়ে যেতে পারে নাই, তার মাথা কাটা গিয়েছে—"

গুলনেহার এ কথাতেও নিরুত্তর রহিলেন, কারণ তিনি বুঝিলেন, এ সমস্তই এই প্রবঞ্চকের কাল্পনিক রচনা। নবাবপুত্র যখন দেখিল এরূপ ভয়ানক মৃত্যু সংবাদেও মন্ত্রীকন্যা কিছুমাত্র বিচলিতা হইলেন না, তখন তাহার কথা তিনি মিথ্যা বলিয়া বুঝিয়াছেন বলিয়া বুঝিতে পারিয়া সে সাফাই জন্য পুনশ্চ বলিতে লাগিল—

"তা আপনি বেশ বুঝে দেখুন এতে আমার কিছু মাত্র অপরাধ নাই—তার নিজের কর্ম্মের ফল নিজেই পেয়েছে। আমার মন্দ ক'রতে গিয়ে নিজের মন্দ কর্ম্মের দণ্ড স্বরূপ প্রাণ দিতে বাধ্য হয়েছে—সুতরাং আপনার তাকে বিবাহ করবার যে সপথ তাও কেটে গিয়েছে—এখন আপনি স্বচ্ছন্দে আমার প্রতি দয়া ক'রতে পারেন। মালের কোটলার নবাবের বেগম হ'তে পারেন। নবাব বাদশাজাদীদিগের দরবারে বেড়াতে পারবেন—মান সম্ভ্রম, ধনদৌলত সবই পেতে পারেন। তার পর ভালবাসা—আপনি জানেন পাঠানের উষ্ণ শোণিতের প্রেমের আবেগ একবার ছুটলে পাহাড় পর্ব্বত ভেঙ্গে নামায়—যে কোন উপায়ে হোক, আপনার পায় ধরে' হোক, দাগাবাজী করে' হোক, জবরদস্তী করে' হোক, আপনাকে আমার ক'রবই ক'রব।

এইবার গুলনেহার লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক শয্যার উপর দণ্ডায়মান হইয়া ক্রোধিতা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া মুষ্টিবদ্ধ হস্তে দ্বারের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করতঃ তীব্র কঠোর স্বরে বলিলেন—"নিকল্ যাও বেইমান,

—ঝুঁটা, দাগাবাজ, শয়তান—আজীম মারা গিয়েছে, মিছে কথা, সে কখনও মরে নাই, সে তোর মুণ্ডপাত ক'র্‌তে আসছে। আজ নয় কাল সে ফিরে এসে তোর মত বিশ্বাসঘাতক ষড়যন্ত্রকারীকে কয়েদ করিয়ে তোর দুষ্কার্য্যের উপযুক্ত পুরস্কার দেবে। বাঁ'চতে চাস্‌তো এখনও প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গিয়ে তোর জাতভাই পাঠান মহম্মদ শাকে বলগে, কাশ্মীরের পশ্চিম দিকের পাহাড়ে মুরাদের মত পাঁচ হাজার তীরন্দাজ তীর ধনুক নিয়ে তার জন্য প্রস্তুত থা'কবে, সে যেন তোর কথা মত দশহাজার পাঠান নিয়ে ম'র্‌তে আসে—"

এই কথা শ্রবণ মাত্র আফজলের মুখ শুখাইয়া গেল, চক্ষু স্থির হইল, তাহার গুপ্তপত্রের দুরভিসন্ধির কথা শুনিয়া ভয়ে হৃৎকম্প উপস্থিত হইল।

"আরো শোন দাগাবাজ! তুই আমায় সাদী করে' পরে তালাক দিয়ে তোর কাবুলী চাচার বাঁদী করে' দিবি,এই তোর পাঠানের উষ্ণ শোণিতের প্রেমের আবেগ? ধিক্‌ তোর পাঠানের জাতকে, যারা তুচ্ছ স্বার্থের জন্য নিজের স্ত্রীকে পরের বাঁদী করে' দিতে চায়—তারা নরাধম! তোর মুখ দেখলেও পাপ হয়।"

আফজলের মনে আর সন্দেহ রহিল না, সে স্বীয় ষড়যন্ত্র প্রকাশের ভয়ে, লজ্জায়, আর গঞ্জনায় ম্রিয়মান হইয়া আর দ্বিরুক্তি না করিয়া দ্রুতপদে কক্ষের বাহিরে প্রস্থান করিল।

আফজল তিরস্কৃত হইয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে ব্যস্ততা প্রযুক্ত দ্বার রুদ্ধ করিতে ভুলিয়া চলিয়া গেল। গুলনেহারের ক্রোধের আবেগ অপগত হইলে তিনি দ্বার উন্মুক্ত দেখিয়াও বহির্গতা হইলেন না। পিতার অপরিণামদর্শিতার ও অবিবেচনার কথা ভাবিয়া বিষাদিতা হইলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

নূতন ফেরেব।

নবাবপুত্র বহির্গত হইয়া স্বীয় প্রিয় বুদ্ধিদাতা মৌলবীর নিকট উপস্থিত হইয়া আদ্যোপান্ত সকল কথা ব্যক্ত করিয়া বলিল, "অনেকক্ষণ পেছন ফিরে থাকবার পর এক লাফে তড়াক করে' উঠে দাঁড়িয়ে আমায় যখন গাল দিতে লাগল, তখন যে তার কি খুব সুরত চেহারা হয়েছিল। আহা! মেয়ে মানুষ কি এত সুন্দরী হয়?"

মৌলবী নবাবপুত্রের ষড়যন্ত্র প্রকাশের কথা শুনিয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ ভাবে চিন্তা করিয়া বলিল, "জনাব! আপনি এই মুহূর্ত্তেই দেশে ফিরে চলুন, গতিক খারাপ। কাশ্মীরে প্রবেশের মাত্র দুটো পথ, তা যদি কয়েক জন করে' পাহাড়ী লোকে আগ্‌লে বসে, তাহ'লে আর বেরুতে পারবেন না।"

"বেরুতে পারব না? পাহাড়ে পাহাড়ে এমন পার হয়ে' যাব, ধরে কার সাদ্ধি; কিন্তু আমি এই গুলনেহার বিবিকে সাদী না করে' কিছুতেই ছা'ড়ব না, প্রথমতঃ ওকে আজকার এই গাল দেওয়ার শোধ তুলতেই হবে, দ্বিতীয়তঃ তাকে সঙ্গে করে নিলেই তার মুখ বন্ধ থাকবে, নইলে ও আমার ষড়যন্ত্রের যে সব কথা জা'নতে পেরেছে, তা লোকের কাছে গেয়ে বেড়াবে, তৃতীয়তঃ আমি তার জন্যে পাগল হয়েছি। কি

সুন্দর গায়ের রং, কেমন নাক, কেমন মুখ চোক, কি বাঁকা ভুরু, তাতে কি মধুর চাহনি, কি কোকিল কণ্ঠ! তুমি আমাকে যতই প্রবোধ দাও না কেন, আমি কিছুতেই এই সুন্দরীকে ছেড়ে থা'কতে পারব না।"

মৌলবী। "থাক সমঝাওয়ে কোই ইশ্‌ককা দেওয়ানে কো।" অর্থাৎ—প্রেমের খ্যাপাকে আর কি বুঝাবে ছাই। কিন্তু আপনি তাকে সাদী করে' পরে তালাক দিয়ে কাবুলী চাচার অর্থাৎ মহম্মদ শার বাঁদী করে' দেবেন, এ কথা যখন সে জা'নতে পেরেছে, তখন সহজে তাকে আপনি কিছুতেই বাগাতে পারবেন না। এর আশা ত্যাগ করুন, যদি কোন জাল ফেরেব করে' সাদী করতেই পারেন, তা হ'লেও এ আপনাকে অমনি ছা'ড়বে না, আপনার সর্ব্বনাশ করে' তবে ছা'ড়বে।

"বল কি মৌলবী! একবার কলমা পড়িয়ে নেকাটা হ'তে দাও, তার পর দেখা যাবে। আমি কত দিল্লী লাহোর মেরে এলাম, আর এই জঙ্গলা পাহাড়ী দেশে এসে হেরে যাব?"

মৌলবী। তা যাই করুন, সেই পাহাড়ী ছোঁড়া আর পাহাড়ী তীরন্দাজটা ফিরে আ'সতে না আ'সতে যদি তারা নবাব নাজীমের পরওয়ানা নিয়ে এসে পড়ে, তা হ'লেই আক্কেল গুড়ুম্—এখন বলুন দেখিনি আপনি কি ক'রতে চান, আপনার মতলবখানা কি?

তাকে নিয়ে চম্পট—মনটেক ওজনের হালকা ছুঁড়ীটাকে নিয়ে ছুট দিতে পারবনা কি?

তা মুর্দ্দা হ'লেও পারবেন কিনা সন্দেহ, বেঁচে থাকতে তো নয়ই। এই দুর্গম পাহাড়ের পথে তার মুখ রয়েছে চেঁচাবে, হাত পা রয়েছে ছুঁড়বে, মারবে, দাঁত রয়েছে কামড়াবে; তার পর পাহাড়ী মাত্রেই নিজেদের দেশের মেয়েমানুষকে ছিনিয়ে নেবে, শা কলন্দরের দরগার ফকীরগুলো পেছু তাড়া ক'রবে, তার পর মুরাদ মিঞার তীরগুলো যে ফণ্ ফণ্ শব্দে আমাদের পিঠ ফুঁড়বে না কে জানে?

নবাবপুত্র মৌলবীর কথার যথার্থতা উপলব্ধি করিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, তা হ'লে আর কোন পথ কর ভাই, দোহাই তোমার : টাকা যত চাই, আমি দিচ্ছি, তুমি পথ খুঁজে বার কর। মুরাদের ভয়ে তুমি ঘাবড়ে গিয়েছ, ধর পাকড়ের ভয়েও তোমার বুদ্ধি সুদ্ধি লোপ পেয়েছে দেখছি। ফুর্ত্তি কর, ভেবে দেখ কোন উপায় হ'তে পারে কি না।"

মৌলবী নবাবপুত্রের মুখ পানে চাহিল, তাহার পর মাটির দিকে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া মাতা বসুন্ধরার নিকট হইতে কোন বুদ্ধি না পাইয়া উর্দ্ধমুখে আকাশের দিকে চাহিয়া যেন আশা পাইয়া ধীর গভীর স্বরে বলিল "জনাব! টাকা খরচ ক'রতে পা'রলে আমি একটা পথ ক'রতে পারি। আমার মা একটা শরবৎ তৈয়ার করতে জানতেন, তা আমাকে শিখিয়েছিলেন, তাকে বলে "শরবতে দিদার" অথবা "উল্‌ফতে আহসান" তা খেলে যে যাকে চায়না সে তার জন্যে পাগল হয়।"

"বটে বটে। এমন চিজ থা'কতে তুমি ভাবছিলে? এ শরবৎ তৈয়ার ক'রতে কত টাকার দরকার?"

"বেশী নয়, দশ মোহর হ'লেই হবে—সোণার কিমা করে' শরবতে মিশাতে হয়।"

"তা বেশ, এই নাও দশ মোহর, কিন্তু দেখো, যদি কাজ হাসিল না ক'রতে পার, আমি তোমার কাছ থেকে বিশ মোহর আদায় ক'রব। আচ্ছা শরবৎ খেলে কি রকম হবে?"

মৌলবী বলিল—"এই প্রথমটা বুরবক্ বনে' যাবে, আপন পর কাকেও চিনতে পারবে না, তার পর খুব হা'সতে থাকবে, যা ব'লবেন তাই ক'রবে, হাসি আর থা'মবে না, তার পর আকাশ পাতাল ত্রিভুবন দে'খবে, তার পর ভোঁ মেরে যাবে, পড়ে' ঘুমাবে, হুঁস থা'কবে না।"

আফজল বলিল, "মারা যাবে না তো? তা হ'লে আমি তোমার বুকে

ছোরা বসিয়ে দেবো। আমার অমন পিয়ারী জানের যদি কিছু অমঙ্গল হয়, তা হ'লে আর রক্ষা থাকবে না, এটী জেনে রাখ।"

মৌলবী। কিছু ভয় ক'রবেন না। অতি চমৎকার শরবৎ, যখন আসর ক'রবে, তখন সে যাকে সম্মুখে পাবে তাকেই "তুমিই আমার হৃদয়েশ্বর বলে" আলিঙ্গন ক'রবে—মেয়ে মানুষ ভুলাবার অমন চিজ আর নাই।"

আফজল। কি করে' খাওয়াবে? যদি সন্দেহ করে' না খায়?

মৌলবী। সে জন্য ভাবতে হবে না, হয় শরবৎ খাবে, নয় কচুরী করে দেবো, তাও না খায়, বরফী করে দেবো। কোন না কোন রকমে খেতেই হবে। তার পর আপনি মন্ত্রী সাহেবকে বলে' রাখবেন, যেন মোল্লা ডাকিয়ে, সাদীর আয়োজন সব ঠিক ঠাক করে' রাখা হয়, যখন হাসতে আরম্ভ করবে, সেই সময়ে নেকা পড়িয়ে খানা খেতে ব'সবেন। দেদার খাবে; মেওয়া, মেঠাই, পোলাও, কালিয়া যত দেবেন, তত খাবে, তার পর পালঙ্গে শোয়াবেন। সেই সময়েই কেরদানীর দরকার, কারণ একবার উঠবে, একবার বসবে, একবার দাঁড়াবে, তার পর শোবে। আপনিও সঙ্গে সঙ্গে সেই রকমই ক'রবেন, তার পরেই বশ, যা ব'লবেন তাই ক'রবে। তারপর লাথি মেরে তাড়ালেও আর আপনাকে ছা'ড়বে না। যখন আপনার কেল্লা কতে হবে, তখন আমার বখশীশটা যেন ভুলবেন না, কারণ যে ভাঙ্গা যুড়তে পারে, সে ফের ভাঙ্গতেও পারে।"

আফজল। তার ভাবনা কি, আমি যখন কাশ্মীরের নব্বাব হব, তুমিই আমার মন্ত্রী, এখন থেকেই বহাল রইলে।

মৌলবী। (স্বগত) সে "গাছে কাঁটাল গোঁপে তেল" এই মারলুম দশ মোহর, আর কিছু নগদ মাল চাই বাবা। (প্রকাশ্যে) তা আমিত হুজুরের তাবেদার হাজীরই আছি, তবে কি জানেন, "নগদ নও, উধার

তের" এ সব কাজে ধারে ভার হয়ে পড়ে, নগদ দশ মোহর, ধারের শও অপেক্ষা ভাল।

আফজল। (স্বগত) এই বাবা দশখানি চকচকে মোহর গ্যাড়া দিলে, হদ্দ বারগণ্ডা পয়সা খরচ ক'রবে কিনা সন্দেহ, তা দাও—আমিও আমীরের বিশহাজার টাকার ঘারে জল দিয়েছি। তুমি সঙ্গে আছ, ছিঁটে ফোঁটাটা পাবে বৈকি। (প্রকাশ্যে)—"আচ্ছা, সাদীর সময় তোমার বখশীশ পাবে।"

"তবে আমি দাওয়া তৈয়ার ক'রতে যাচ্ছি। আজ রাত ভোর আমার খা'টতে হবে, ঢের জড়ী, বুটী যোগাড় ক'রতে হবে, সোণার কিনা করা সহজ নয়।"

এই বলিয়া মৌলবী বিদায় হইলে নবাবনন্দন মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন।

মন্ত্রী মবারক আলী নবাবপুত্রের প্রমুখাৎ গুলনেহারের সহিত তাহার সন্দর্শনের কথা শুনিয়া ষড়যন্ত্র প্রকাশের ভয়ে বিবাহ দ্বারা কন্যার মুখাবরোধের প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন, কারণ আজীম ফিরিয়া আসিলে বিবাহের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হইয়া পড়িবে, বিশেষতঃ ষড়যন্ত্রের দুরভিসন্ধি প্রকাশ হইয়া পড়িলে তিনি নিজেও যে নিষ্কলঙ্কে অব্যাহতি পাইবেন, সে আশাও অতি অল্প, সুতরাং "শুভস্য শীঘ্রং", বিবাহটা হইলেই বিঘ্নাশঙ্কা একরূপ দূর হয়। তার পর "ক্ষেত্র কর্ম্ম বিধিয়তে" যেমন দেখিবেন, তদনুরূপ কার্য্য করিবেন, এই যুক্তি স্থির হইল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

বিবাহে বাদ।

পর দিন প্রাতে গুলনেহার কাফী ও দুগ্ধ পানের পর পূর্ব্বাহ্নের ভোজন সময়ে বিশেষ ক্ষুধাবোধ করিলেন না, কারণ ক্রমাগত তিন দিবস একই আলোকহীন কক্ষে অবরুদ্ধ থাকাতে তাহার ক্ষুধা মান্দ্য হইয়া ছিল। অদ্য আহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে কিছু নুতনত্ব দৃষ্ট হইল। কতিপয় কচুরী ও দুইখানি বরফী হিন্দুস্থানী রকমের তৈয়ারি দৃষ্টে কিঞ্চিৎ সন্দিহান হইয়া তিনি বরফীর অতি অল্প মাত্র মুখে দিয়া তাহাতে একরূপ গন্ধ অনুভব করিলেন; ফলতঃ কোন খাদ্য দ্রব্যই রুচিপূর্ব্বক খাইলেন না, শেষে করিমের স্ত্রীকে দুগ্ধ আনিতে বলিলেন।

প্রায় দুই ঘণ্টা বিলম্বের পর এক গেলাস দুগ্ধ আনা হইলে তাহার কিয়দংশ পান করাতে এক প্রকার গন্ধ ও স্বাদ অনুভব করিয়া গুলনেহার দেখিলেন, দুগ্ধের বর্ণ ঈষৎ হরিতাভ এবং উহার তলায় কেমন গাদ যুক্ত। তখন সন্দেহ হইল, পাপিষ্ঠেরা কোনরূপ প্রাণনাশক দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া থাকিবে। করিমের স্ত্রী বলিল "আজ কিছুই খেলেন না। কর্ত্তার জন্য পেস্তা বাঁটা দিয়ে শরবৎ তৈয়ারী হয়েছে, এনে দেবো ?"

মন্ত্রী কন্যা হাঁ না কিছুই বলিলেন না, তখন মৌন সম্মতির লক্ষণ মনে করিয়া সে অবিলম্বে এক পেয়ালা শরবৎ আনিয়া দিল। গুলনেহার

তাহার অত্যল্প পান করিয়া পূর্ব্ববৎ গন্ধ অনুভব করাতে মনে মনে ভাবিলেন, তিনি তিন দিন একই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে অবরুদ্ধ থাকাতে তাহার স্বাদ গ্রহের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।

অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার নিদ্রা আকর্ষণের ন্যায় আলস্য বোধ হইতে লাগিল। তিনি শয়ন করিলেন। তিনি ক্রমে কত কি ভাবিতে লাগিলেন। মনে হইল, আজীম জম্মু হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, বাবা আলমের আশ্রয়ে তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিতেছে। একবার মনে হইল আমীনা ও ফতেমা তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে, এবং তাঁহার পিতার কর্তৃক তাহারা যে স্থানান্তরে প্রেরিতা হইয়াছিল তাহা সবিস্তারে বলিতেছে। ক্রমে তিনি স্বপ্ন দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বোধ হইতে লাগিল, তিনি যেন শূন্যমার্গে ভ্রমণ করিতেছেন। একবার অতি উর্দ্ধ হইতে অতি গভীর গহ্বরে পতিত হইতেছেন, ভয়ে তিনি অভিভূতা হইয়া চীৎকার করিতে চাহিতেছেন, কিন্তু তাঁহার যেন বাক্‌শক্তির বিলোপ হইয়াছে, তিনি কিছুই বলিতে পারিতেছেন না। ভয়ে শয্যায় হস্ত প্রসারণ করিয়া দেখিলেন, তিনি শয়ন করিয়াই রহিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার চক্ষু যেন কোন দৈবীশক্তি প্রভাবে অবরুদ্ধ হইয়াছে। তিনি চক্ষু মেলিতে পারিতেছেন না, উঠিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বুঝিলেন তাঁহার শরীরের শক্তি লোপ হইয়াছে। এই প্রকার ক্রমেই অধিকতর অবসন্নতা অনুভব করিতে লাগিলেন।

সেই দিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালে আজীম ও মুরাদ অনুগামী শিখ অশ্বারোহীদিগের সহিত শা কলন্দরের দরগায় উপস্থিত হইলেন। আজীম অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক বাবা আলমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অভিবাদন বন্দনাদির পর সবিশেষ সকল কথা বলিলেন এবং নবাব নাজীম সাহেবের পত্র, পরওয়ানা ইত্যাদি তাঁহার হাতে দিলেন, কেবল নুরন্‌নেহার ঘটিত কোন কথাই প্রকাশ করিলেন না। তাহার পর গুলনেহারকে

দেখিতে না পাইয়া "গুল কোথা" জিজ্ঞাসা করিলে বাবা আলম আদ্যো-পান্ত সমস্ত কথা বলিয়া আজ তিন দিবস যাবৎ তাঁহার কোন সংবাদ না পাইয়া তিনিও বিশেষ উদ্বিগ্নতা অনুভব করিতেছেন বলাতে আজীম তখনই তাঁহার অনুসন্ধানে বাহির হইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। বাবা আলম কতি-পয় শিষ্য কুস্তিগির ফকীর সঙ্গে লইয়া আজীমের সহিত প্রথমতঃ ফৌজ-দারের নিকট গমন করিলেন। জম্মু হইতে আগত ক্লান্ত শিখ সোওয়ার দিগকে সেনানিবাসে বিশ্রাম করিতে দিয়া পঞ্চাশ জন মোগল, শিখ ও ডোগড়া সৈন্য সহ ফৌজদার শমশের আলীকে সঙ্গে লইয়া মন্ত্রী মবারক আলীর বাটীর দ্বারে প্রায় চারি দণ্ড রাত্রির সময় তাঁহারা উপস্থিত হইলেন।

বাবা আলম দেখিলেন, মন্ত্রীর বাটীর দ্বার পূর্ব্ববৎ রুদ্ধ আছে। মুরাদ দ্বারে আঘাত করিলে ক্ষণকাল পরে আলোকহস্তে পূর্ব্বকথিত দ্বারবান্ দ্বারোদ্‌ঘাটন করিলে এবার আর হুকুমের প্রতীক্ষায় না থাকিয়া অবশিষ্ট সমস্ত সিপাহীদিগকে দ্বারে পাহারা দিতে রাখিয়া বাবা আলম, আজীম, মুরাদ, ফৌজদার শমশের আলী মাত্র পাঁচজন মোগল সৈন্যসহ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সিপাহী দেখিয়া দ্বারবান হতভম্ব হইয়াছিল, কোনরূপ বাধাদিতে সাহস করিল না।

বাবা আলম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মালের কোটলার নবাবজাদা আফজল খাঁ মন্ত্রীর বাটীতে আছেন কি ?

লোকটা আমতা আমতা করিয়া বলিল, "জী হাঁ আছেন।"

বাবা আলম। এর পূর্ব্বে আমি মন্ত্রী সাহেবের কন্যার সঙ্গে যে দিন এখানে এসেছিলাম, "তার কয়দিন পরে নবাবজাদা ফিরে এসেছে ?

সে লোকটা বলিল, "তার পরদিন রাত্তিরে।"

বাবা আলম বলিলেন, "হারামজাদা মিথ্যা পত্র লিখে ধোকা দিয়ে গুলকে এখানে আনিয়েছে, কি যেন একটা ষড়যন্ত্র করেছে, চল মন্ত্রীর নিকট যাওয়া যাক।"

অতঃপর তাঁহারা মন্ত্রীর সর্ব্বদা বসিবার ঘরের সম্মুখে যাইয়া দেখিলেন তথায় কেহ নাই। একটী দ্বারে দুই জন লোক পাহারা স্বরূপ দণ্ডায়মান ছিল, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করাতে জানা গেল মন্ত্রী অন্দরে আছেন। বাবা আলম ও আজীম প্রভৃতি অন্দরে প্রবেশের উদ্যোগ করিলে তাহারা বাধা দিয়া প্রবেশে নিষেধ করিলে আজীম একজনের মুখে এক মুষ্ট্যাঘাত করতঃ তাহাকে ঘাড় ধরিয়া বাহিরে ফেলিয়া বলপূর্ব্বক ভিতরে ঢুকিলেন। অপর ব্যক্তি ভয়ে কিছু বলিল না। বাবা আলম দুইজন মোগল সিপাহীকে তলওয়ার খুলিয়া দ্বারে পাহারার নিযুক্ত করিয়া বলিয়া দিলেন, কাহাকেও ঢুকিতে বা বাহির হইতে না দেওয়া হয়।

অনন্তর তাঁহারা অন্দরে প্রবেশ করিয়া এক প্রশস্ত গৃহের মধ্যে আলোক দেখিতে পাইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, মন্ত্রী মবারক আলী কন্যা সম্প্রদান করিতেছেন, আফজল খাঁ বরবেশে বসিয়াছে, তাহার পার্শ্বে গুলনেহারকে একটী স্ত্রীলোক ধরিয়া বসিয়া রহিয়াছে, যেন কোন মাদকদ্রব্য সেবনে তাঁহার চক্ষু অর্দ্ধ নিমিলিত, মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ। এক জন মোল্লা নেকা পড়াইয়া বর কন্যাকে দোয়া করিতেছে, আর মৌলবী মন্ত্রীর পার্শ্বে বসিয়া রহিয়াছে।

ঘরে প্রবেশ করিয়াই আজীম গর্জ্জন করিয়া বলিলেন "একি হচ্ছে?"

গৃহস্থ সকলেই চমৎকৃত ও ভীত হইয়া দণ্ডায়মান হইল। মন্ত্রী বলিলেন, "আমি আমার কন্যাকে নবাবজাদার সহিত বিবাহ দিচ্ছি, তোমরা আমার বিনা হুকুমে এখানে ঢুকলে কেন?"

শমশের আলী অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "নবাব নাজীম সাহেবের পরওয়ানা আর হুকুমনামা অনুসারে আনারা মালের কোটলার নবাবজাদা আফজল খাঁকে কয়েদ ক'রতে পঞ্চাশ জন সিপাহী নিয়ে এসেছি।"

এই সময়ে শামাদানে যে বাতি জলিতেছিল তাহা মৌলবী হঠাৎ

নিবাইয়া দিয়া কম্পিত কলেবর আফজলের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক অপরদ্বার যোগে নিঃশব্দে বাহির হইয়া প্রস্থান করিল।

মুরাদ, "চোরাগ চেগার" বলিয়া চীৎকার করিয়া প্রবেশ-দ্বারযোগে বাহির হইয়া বাহির হইতে আলোক লইয়া আসিল, কিন্তু আসিয়া দেখিল নবাবজাদা ও তাহার সঙ্গী সে স্থানে নাই। মুরাদ ও শমশের আলী অপর দ্বারযোগে বাহির হইয়া পলাতকদ্বয়ের অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

আজীম গুলনেহারকে মাদক দ্রব্যের নেশায় অভিভূতা দৃষ্টে তাঁহার হস্ত ধরিয়া ডাকিলেন, "গুল, গুলনেহার! আমি এসেছি।"

গুলনেহার। কে, কে, আজীম?

মন্ত্রী মবারক আলী বলিলেন, "তুই আমার মেয়েকে ছুস না, ওর সাদী হয়েছে, ও এখন নবাবজাদার স্ত্রী।"

আজীম উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "এ সব জাল সাজী, মেয়েকে নেশা খাইয়ে তার অজ্ঞাতে আর নারাজাতে সাদী, এ সাদী মঞ্জুর নয়— গুল! গুল! তুমি কি ইচ্ছা ক'রে বিবাহিতা হয়েছ?"

গুল। আমি, আমি, বিবাহিতা? কার সঙ্গে? তোমার সঙ্গে আজীম? এখনও হইনি?

আজীম। সেই সয়তান নবাবজাদার সঙ্গে—

গুল। না না, মিছে কথা।

মন্ত্রী। সত্যি কথা, তোর সাদী হয়েছে।

গুল। যদি হয়ে থাকেত আজীমের সঙ্গে। হা হা হা! আমি কিছুই জানি না, তবু আমার সাদী হয়েছে? তোমার মাথা হয়েছে—

বাবা আলম গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "মবারক আলী! আজীমের মারফত আজ সন্ধ্যাবেলা আমি নবাব নাজীম সাহেবের হুকুমনামা পেয়েছি, তিনি তোমাকে মন্ত্রীর পদ হ'তে বরখাস্ত ক'রেছেন, এবং তাঁর অনবস্থান কাল পর্য্যন্ত আমাকে কার্য্য নির্ব্বাহের ভার দিয়াছেন।

তুমি তোমার কন্যাকে নেশা খাইয়ে তার অজ্ঞাতে আর অনভিমতে দেশবৈরী ষড়যন্ত্রকারী আফজল খাঁর সহিত যে তাহার বিবাহ দিচ্ছিলে, এর বিচার হবে।"

গুল। বাবা আলম! আমি চিনতেই পারি নাই। বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে, আপনি আমার নালিশের বিচার করুন।

মন্ত্রী রুগ্ন ও শীর্ণ অবস্থায় এক বাঁশের লাঠী আশ্রয় করিয়া কন্যা সম্প্রদান করিতে আসিয়াছিলেন। বাবা আলমের কথায় অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া "এই হতভাগা আজীম হ'তে আমার সর্ব্বনাশ হ'ল" এই বলিয়া নিজের যথাসাধ্য শক্তিমত সেই বাঁশের স্থূল লাঠী দ্বারা দুই হাতে আজীমের মস্তকে আঘাত করিলেন। বাবা আলম মন্ত্রীকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া "কি আমার সাক্ষাতে তুই আজীমকে খুন করবি?"

আজীম মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, গুলনেহার চীৎকার করিয়া উঠিলেন, মন্ত্রী কাঁপিতে কাঁপিতে অবশ হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন, বোধ হইল তাঁহার প্রাণবায়ু শরীর হইতে বহির্গত হইয়া গেল।

বাবা আলম বলিলেন "ঈশ্বরের বিচার, যেমন কর্ম্ম তেম্‌নি ফল ফলিল।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

গেরেপ্তার।

ইহার অব্যবহিত পরে মুরাদ ও শমশের আলী আফজল খাঁর মোসাহেব মৌলবী মফজ্জল হোসেনকে ধরিয়া বাটীর বহির্ভাগে আনিয়া বাবা আলমকে সংবাদ দিল। আফজল খাঁ ও মৌলবী বাটীর পশ্চাৎ ভাগের দ্বার দিয়া উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করে। আফজল তথায় এক তীব্র সিটী-ধ্বনি করাতে তাহার অনুচর ছয় জন পাঠান বহির্ব্বাটী হইতে উদ্যানের মধ্যে তাহার নিকটবর্ত্তী হইবা মাত্র সকলেই উল্লম্ফনে উদ্যানের প্রাচীর পার হইয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হয়, কেবল লম্ফ প্রদানে প্রাচীর লঙ্ঘন করিতে গিয়া মৌলবী প্রাচীরে পা ঠেকিয়া ধড়াস শব্দে পড়িয়া যায়। তাহার পতনের শব্দ শুনিয়া মুরাদ সেই দিকে বেগে দৌড়িয়া ভূপতিত মৌলবীকে ধরিয়া ফেলে।

মৌলবীর বামপদে বিলক্ষণ চোট লাগাতে সে অচল হইয়া পড়ে। মুরাদ ও শমশের আলী তাহাকে দুই জনে দুই হাত ধরিয়া বহির্ব্বাটীর অঙ্গনে উপস্থিত করে।

মুরাদের নিকট খবর পাইয়া বাবা আলম কয়েদীকে দেখিতে আসিলে মৌলবী বাবা আলমের পা জড়াইয়া ধরিয়া বালকের ন্যায় হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। বাবা আলম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাড়ী কি মালের কোটলায় ?"

মৌলবী। ক্রন্দন স্বরে বলিল, "আজ্ঞে না, কমবখতের বাড়ী লক্ষ্ণৌ সহরে।"

বাবা আলম। তুমিই তবে সয়তানের বুদ্ধিদাতা, কারণ তুমি লক্ষ্ণৌ-এর লোক, ভারী চালাক। কেন আফজলের সঙ্গে যুটেছিলে?

মৌলবী। হুজুর! পেটের দায়ে।

মুরাদ। তুমিত বেশ হাল্‌কা লোক, তা দেয়াল টোপ্‌কে পার হ'তে প'ড়ে' গেলে কেন?

মৌলবী। আমার বোঝা,—না না, আপনি পড়ে গিয়েছি।

মুরাদ মৌলবীর কোমরে হাত দিয়া কিছু শক্ত বোধ করিয়া একটী দীর্ঘ ভারী থলে' টানিয়া খুলিল, তাহার মধ্যে কতকগুলি মোহর ও টাকা ভরা ছিল। মুরাদ থলে টিপিয়া বুঝিতে পারিয়া থলের মুখ খুলিয়া ঢালিয়া ফেলিল এবং বলিল, "এই টাকার ভারেই তুমি লাফাতে পার নাই। তা বেশ, আমরা তোমার ভার কমিয়ে দিচ্ছি।"

মৌলবী কাতর বাক্যে বলিল, "দোহাই হুজুর! আমি বড় গরীব, আমার বৎসর দিনের রোজগার।

মুরাদ। ফের রোজগার ক'রবে—এখনত কিছুদিন জেলে যাও, তোমার টাকা বাবার কাছে মজুদ থাকবে।

বাবা আলমও তাহাই বলিয়া মুরাদকে মোহর ও টাকা পৃথকরূপে গণিতে বলিলেন। মুরাদ গণিয়া দেখিল, চল্লিশ থান মোহর আর আশি টাকা নগদ, আধুলী পাঁচ, চৌআনী তিন, দোয়ানী পাঁচটী আছে।

বাবা আলম বুঝিলেন মুরাদের মোহরের প্রতি পুনঃ পুনঃ স্থির দৃষ্টি পড়িতেছে, তিনি পাঁচটী মোহর বিশ্বাসঘাতক পালাতকের সঙ্গীকে গেরেপ্তার করিবার পুরস্কার স্বরূপ মুরাদকে দিয়া অবশিষ্ট সমস্ত থলেতে ভরিয়া শমশের আলীর জিম্বায় দিয়া কয়েদীকে জেলখানায় পাঠাইতে বলিলেন। তাহার পর মশাল জ্বালিয়া শ্রীনগরের পশ্চিম, পূর্ব্ব, উত্তর,

দক্ষিণ ও প্রবেশের দুই প্রকাশ্য পথে দশ দশ জন সিপাহী পাঠাইতে বলিলেন। তাহারা পলাতক আফজল ও তাহার সঙ্গীয় পাঠানদিগকে ধরিবার জন্য অবিলম্বে বাহির হইবে। পলাতকেরা ইহার মধ্যেই বহুদূর যাইতে পারে নাই। অবশ্যই ধরা পড়িবে। যে পঞ্চাশ জন সিপাহী ছিল তাহারাই তৎক্ষণাৎ চতুর্দ্দিকে ছুটিল। মন্ত্রীর বাটী রক্ষার জন্য বাবা আলম স্বীয় শিষ্য কুস্তিগিরদিগকে বাটীর মধ্যে ও দ্বারে নিযুক্ত করিয়া বিশ্বস্ত আজীজকে শা কলন্দরের দরগায় হাসিনার নিকট হইতে তাঁহার ঔষধের পেটারী আনিতে পাঠাইলেন। আজীজ একজন সঙ্গী সহকারে মশাল জ্বালিয়া বেগে ছুটিয়া চলিল এবং অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই ঔষধের পেটারী সহ ফিরিয়া আসিল।

বাবা আলম পেটারী হইতে একটী শিশি বাহির করিয়া এক ক্ষুদ্র কাচপাত্রে কিঞ্চিৎ জলের সহিত কএক ফোঁটা ঔষধ ঢালিয়া গুলনেহারকে সেবন করাইলেন, এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই তাঁহার মাদকতা বিদূরীত হইয়া তিনি প্রকৃতিস্থা হইলেন। তিনি যেন নিদ্রোত্থিতার ন্যায় প্রথমে আজীমকে মূর্চ্ছিত ও তাঁহার পিতাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পতিত দেখিয়া ইহার কারণ জানিবার জন্য বাবা আলমের মুখপানে চাহিলে তিনি তাহার কারণ বর্ণনা করিয়া আজীমের মস্তকে ঔষধ যুক্ত জলের পটী বাঁধিয়া দিয়া আর এক শিশি হইতে কএক ফোঁটা আরক জলের সহিত মিশাইয়া আজীমের মুখে ঢালিয়া দিলেন। ক্ষণকাল পরে আজীমের নাড়ীর গতি আরম্ভ হইল ও অতি ক্ষীণ নিশ্বাসপ্রশ্বাস বহিতে লাগিল, কিন্তু তাহার সংজ্ঞালাভ হইল না।

তাহার পর মবারক আলীর নাড়ী ও শরীর পরীক্ষা করিলেন। তাঁহার নাড়ী অতীব ক্ষীণ ভাবে চলিতেছিল, কিন্তু শরীর বরফের ন্যায় শীতল হইয়াছিল। তাহাকেও এক পাত্র ঔষধ সেবন করাইলেন। শরীরে চিমটী কাটিয়া বুঝিলেন অবশাঙ্গের লক্ষণ। চক্ষুস্থির, অথচ নিশ্বাসপ্রশ্বাস

অতি ক্ষীণ ভাবে বহিতেছে। বাবা আলম গুলনেহারকে বলিলেন, "ক্রোধে শরীরের বৈদ্যুতিক শক্তি প্রবলা হইয়া এক অমানুষিক বলের সঞ্চার করিয়াছিল, সেই বলের সহিত আঘাত করাতেই আজীম গুরুতর-রূপে আহত হয়েছে। আঘাতের সহিত মবারক আলীর তেজ অর্থাৎ বৈদ্যুতিক শক্তি বাহির হইয়া গিয়াছে, তাতেই শরীর বরফের মত শীতল হয়েছে। হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্ক অল্পক্ষণেই শীতল হইয়া মৃত্যু ঘটিত, কেবল আমার ঔষধের প্রভাবে যত দিন জীবিত থা'কতে পারে, কিন্তু এই পক্ষাঘাত রোগেই ইহার মৃত্যু হবে। ঔষধ দিবারাত্রিতে চার বার সেবন করা'লে এই ভাবেই কিছু দিন থা'কতে পারে। চক্ষু, কর্ণ ও মস্তিষ্ক এখন যে ভাবে আছে, এই ভাবেই থা'কবে, তবে বাক্‌শক্তি কিছুতেই আর হবে না।"

গুলনেহার বলিলেন, "আজীম বাঁ'চবে ত ?"

বাবা আলম বলিলেন, "আজীমের জীবনের কোনই আশঙ্কা নাই, তবে মাথায় গুরুতর আঘাত লাগাতে মস্তিষ্কের যে বিকৃতি ঘটেছে, তা হঠাৎ ভাল হবে না। ইহাকেও দিবারাত্রিতে চারবার ক'রে ঔষধ খাওয়া'তে হবে, আর মাথার পটী অষ্ট প্রহর ঔষধ দ্বারা ভিজিয়ে রা'খতে হবে।"

গুলনেহার বলিলেন, "বাবাজী! আরত আমার কেউ নাই, বাপজান মৃত্যুশয্যায়, আজীমের এই অবস্থা, আপনি দয়া ক'রে হাসিনাকে নিয়ে এই খানেই কিছুদিন থাকুন, নিদান আজীম সেরে না উঠা পর্য্যন্ত আমায় একলা ফেলে যাবেন না।"

বাবা আলম বলিলেন—"আচ্ছা, হাসিনাকে কাল আনান যাবে। এখন বল দেখি, আমি চলে যাবার পরে, তোমার কি অবস্থা হয়েছিল ? তোমার বাপ তোমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করেছিলেন ?"

গুলনেহার পিতার সহিত যেরূপ কথাবার্ত্তা হয়, যেরূপে তাঁহাকে কয়েদ করা হয়, নবাবপুত্র গত কল্য তাঁকে যেরূপ বিরক্ত করে, সমস্ত

কথা পুঙ্খানুপুঙ্খারূপে বলিলে বাবা আলম বলিলেন, "আমি কোনরূপ ষড়যন্ত্রের কথা তোমাকে পূর্ব্বেই বলেছিলাম। আজ তোমাকে নেশা খাওয়ালে কিরূপে ?"

গুলনেহার সমস্ত খাদ্য দ্রব্যের বর্ণ ও আস্বাদের কথা সবিশেষ বলিলে বাবা আলম বলিলেন, "পাষণ্ডেরা, তোমাকে ভাঙ্গ আর সম্ভবতঃ তাহার সহিত ধুতুরার বীজ বেঁটে খাইয়েছিল। সম্ভবতঃ মুরাদ যে লোকটাকে কয়েদ করেছে, এ তারই কাণ্ড। কিন্তু বোধ হয় বাড়ীর চাকর চাকরানীর মধ্যে কেউ কেউ এ কার্য্যে লিপ্ত আছে।"

গুল। খুব সম্ভব, ভাইজানের বদমায়েশ চাকর করিম আর তার স্ত্রী এ সব কাজে খুব পাকা।

বাবা আলম মুরাদকে করিম আর তার স্ত্রীকে ডাকিতে বলিবেন, অল্পক্ষণ পরেই মুরাদ তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া আনিলে, বাবা আলম মন্ত্রী ও আজীমকে দেখাইয়া বলিলেন, "এই দেখ তোদের কারসাজীর প্রত্যক্ষ ফল। তোদের দুষ্কর্ম্মের বিষয় আমার অজ্ঞাত কিছুই নাই, এখন সত্য কথা বল, গুলনেহারকে কি নেশা খাইয়েছিলি, নচেৎ শক্ত সাজা পাবি।"

করিমের স্ত্রী কাঁদিয়া বলিল, "দোহাই হুজুর! ও কিছুই জানে না। নবাব জাদার সঙ্গী সেই মৌলবীটা আমায় কতকগুলি শুখনো পাতা আর বিচি বাঁট্‌তে দিয়েছিল, তার পর সে তাই দিয়ে কচুরী, বরফী, শরবৎ তৈয়ার করে। বিবিসাহেব যখন খানা না খেয়ে দুধ আন্‌তে বলেন, তখন ফের সেই পাতা আর বিচি বেঁটে মিশিয়ে দেয়। আমায় পাঁচটী টাকা দিয়েছিল—আমি মন্ত্রী সাহেবের ভয়ে বিবিসাহেবকে কোন কথা বলি নাই।"

গুলনেহার বলিলেন, "আমীনা আর ফতেমা কোথায় আছে ?"

করিম বলিল, "তারা নবাব কি মণ্ডীতে এক বাড়ীতে পাহারায় বন্ধ আছে"—

বাবা আলম বলিলেন, "তুই মুরাদের সঙ্গে যা, আমীনা আর ফতেমা দুজনকে এখনি নিয়ে আয়, রাত বেশী হয় নি, আর 'নবাব কি মণ্ডী' বেশী দুর নয়, বলবি আমার হুকুম।"

মুরাদ করিমকে সঙ্গে করিয়া নবাব কি মণ্ডী চলিল, এবং অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই আমীনা আর ফতেমাকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিল।

তাহার পর তিন চারি জনে ধরাধরি করিয়া মিঞা মবারক আলীকে তাঁহার শয়ন কক্ষে শয্যায় শয়ন করাইল, কিন্তু আজীমকে বহন করা সঙ্গত নহে, বাবা আলম এই কথা বলিলে, তথাতেই তাহার জন্য শয্যা প্রস্তুত করাইয়া অতি ধীরে সন্তর্পণের সহিত তাঁহাকে শয্যায় শয়ন করান হইল। গুলনেহারের শয্যাও আজীমের পাশেই করাইলেন। ফতেমাকে গুলনেহার তাঁহার পিতার শুশ্রূসায় নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং আজীমের সেবায় নিযুক্তা রহিলেন। আমীনাকে করিমের স্ত্রীর সাহায্যে সকলের জন্য খানা প্রস্তুত করিতে পাঠাইলেন। মবারক আলীর বসিবার বৈঠকখানা ঘরে বাবা আলমের ও মুরাদের শয্যা প্রস্তুত করিতে বলিয়া দরগার কলন্দর ফকীর কুস্তিগিরদিগের জন্য বাহিরের বাবর্চ্চিখানায় খানা প্রস্তুতের আদেশ দেওয়া হইল।

অনন্তর গুলনেহার বাবা আলমকে বসিতে বলিয়া হস্ত মুখ প্রক্ষালনের জন্য গমন করিলেন ও আমীনার রন্ধনের ব্যবস্থা বলিয়া দিয়া পিতাকে দেখিয়া ফিরিয়া আসিলেন। যথা সময়ে রন্ধনাদি সমাপ্ত হইলে সকলে আহারান্তে শয়ন করিলেন। গুলনেহার বাবা আলমের নিকট ঔষধের শিশি চাহিয়া লইয়া তাহার পিতাকে এবং আজীমকে আর একবার ঔষধ সেবন করাইইলেন ও মস্তকের পটী ঔষধাক্ত করিয়া দিলেন এবং তৎপরে আজীমের পাশে বসিয়া নমাজ পড়িলেন ও পরমেশ্বরের নিকট তাঁহার কুশল প্রার্থনা করিয়া শয়ন করিলেন।

———o———

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

পলায়ন।

নবাবপুত্র আফজল খাঁ স্বীয় ছয় জন পাঠান অনুচর সহ মন্ত্রী মবারক আলীর বাটীর পশ্চাদ্বর্ত্তী উদ্যানের প্রাচীর লঙ্ঘনের পর ধাবিত না হইয়া ধীরে নিঃশব্দে তস্করের ন্যায় পাদচারণে অদূরবর্ত্তী এক ঘন লতাবৃত নির্জ্জন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করতঃ মৌলবীর আগমন জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল। এই সময়ে পলাতক বলিয়া তাহার অনুসরণে চতুর্দ্দিকেই যে লোক প্রেরিত হইবে তাহা নিশ্চয়, সুতরাং তখন নগরের মধ্য দিয়া কোন এক দিকে বহির্গত হইলেই ধৃত হইতে হইবে। আফজল সমাধিস্থানে ছদ্ম ফকীর বেশধারী স্বীয় বিশ্বস্থ গুপ্ত বাহকের সহিত সাক্ষাৎ ও শেষ দিনে তাহার হস্তে গুপ্ত পত্র প্রদান জন্য যাতায়াত করাতে ঐ অঞ্চলের অবস্থা বিদিত ছিল। অনুসরণের পথ ত্যাগ করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী জঙ্গলে তৎকালের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়া নীরবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তাহার বিশেষ কারণ মৌলবীর জন্য। বোকা মৌলবী প্রাচীর ডিঙ্গাইতে পড়িয়া গিয়া বোধ হয় ধরা পড়িয়াছে, নচেৎ সে এতক্ষণ না আসিবার কারণ কি। বহু বিলম্বেও যখন মৌলবী আসিলনা, তখন তাহার উদ্ধার ও আগমনে হতাশ হইয়া সেই নিবিড় অন্ধকারে নীরবে বসিয়া আফজল নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিল। "আহা! পেয়ে ধন

হারা'লাম ? সাদীটা হ'তে না হ'তেই এই বিপদ ? হায় ! মৌলবীর কথা মত যদি পূর্ব্বেই চলে' যেতাম তা হলে কি আজ এই মর্ম্মযাতনা, এই লজ্জা, এতটা লাঞ্ছনা, তার পর ধরা পড়বার ভয়ে এত শশঙ্কিত হ'তে হ'ত ? কোথা এতক্ষণ কত উপাদেয় নফীজ খানা খেয়ে সেই পরীজানকে বুকে করে' সুখশয্যায় শুয়ে আহ্লাদ-সাগরে হাবুডুবু খাব, না প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসে অনাহারে অনিদ্রায় এই ঝোপের মধ্যে শেয়াল শূওরের মত লুকিয়ে থাকতে হ'ল ! অমন তাজী ঘোড়াটা পর্য্যন্ত আনতে সময় হ'ল না, আনবার আর উপায়ও নাই, এই দুর্গম পাহাড়ের পথ, তাই কি প্রকাশ্য পথেই যাবার যো আছে, চোরের মত লুকিয়ে যেতে হবে।"

আফজল কাশ্মীর হইতে নির্গমনের পথের বিষয় ভাবিতে লাগিল। প্রকাশ্য পথে পদব্রজে পলায়নের উপায় নাই। শ্রীনগর প্রবেশের উভয় পথেই বিশেষ অনুসন্ধান চলিবে, উত্তর দিকে বরফের পাহাড়, তাহা লঙ্ঘন করা অসম্ভব, শীতে আর খাদ্যাভাবেই মারা যেতে হবে। পশ্চিমের পথ বিদিত নহে, কিন্তু সে পথে কাশ্মীরের সীমানা ত্যাগ ক'রলেও পাহাড়ী আফ্রিদী প্রভৃতি দস্যুদিগের হাতে প'ড়তে হবে, তবে এক পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হ'তে পা'রলে চম্বা রাজ্য বেশী দূরে নয়, অতএব সেই দিকেই পালা'তে হবে ! এই ভাবিয়া অন্ধকার যতক্ষণ ছিল, ততক্ষণ সেই স্থানেই বসিয়া থাকিয়া যখন জ্যোৎস্না উঠিল, সহর নির্জ্জন ও নিস্তব্ধ বোধ হইল, সেই গভীর নিশীথ সময়ে সঙ্গী পাঠানদিগকে লইয়া হ্রদের তীরবর্ত্তী ক্ষুদ্র পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। সহর ত্যাগ করিয়া বহুদূরে পূর্ব্ব মুখে গমনের পর প্রভাত হইতে আরম্ভ হইল।

দিবাভাগে হিন্দু ডোগরাদিগের গৃহে আতিথ্য স্বীকার, রৌদ্রের সময় বিশ্রাম, এবং শেষ রাত্রিতে জ্যোৎস্নালোকে পথ চলিতে চলিতে চম্বা রাজ্য পার হইয়া সমভূমি পঞ্জাবে সপ্তাহান্তে উপস্থিত হইয়া স্বরাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিল। মালেরকোটলার রাজধানী পর্য্যন্ত অনুসরণের আশঙ্কায়

এক জন সঙ্গীকে সংবাদ লইতে পাঠাইয়া অল্পক্ষণ পরেই জানিতে পারিল দিল্লীর মোগল সম্রাটের সেনাপতি সৈন্য সমভিব্যহারে রাজধানী অবরোধ করিয়া বসিয়া আছে, সুতরাং নিজের গৃহে প্রবেশ করিতে হইলেই ধৃত হইতে হইবে, এই ভয়ে আফজল খাঁ কাবুলী সওদাগরদিগের সহিত ছদ্ম বেশে পেশোয়ারের পথে কোয়েটা হইয়া কাবুলে মহম্মদ শা দুরাণীর নিকট এক পক্ষ কালের পরে উপস্থিত হইল।

এ দিকে আফজল খাঁর অনুসরণকারী মোগল সৈন্যেরা রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত চতুর্দ্দিকে বহু অনুসন্ধানের পর প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ফৌজদার শমশের আলার নিকট এত্তেলা দিল। প্রভাত হইবামাত্র শমশের আলী মন্ত্রীর বাটীতে বাবা আলমের নিকট অনুসন্ধানের অকৃতকার্য্যতার কথা নিবেদন করিলে বাবা আলম আজীমের প্রত্যাগমন ও তাহার হস্তে পত্র প্রাপ্তি হইতে আফজল খাঁর পলায়ন পর্য্যন্ত আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা, আজীমের অজ্ঞান অবস্থা এবং মবারক আলীর অবশাঙ্গ মুমূর্ষাবস্থা সবিস্তার লিখিয়া দুই জন ঘোড়সোয়ার দ্বারা জম্মুতে নবাব নাজীম সাহেবের নিকট পাঠাইবার জন্য শমশের আলীর হস্তে দিলেন।

গুলনেহার গাত্রোত্থান করতঃ আজীমকে ঔষধ সেবন করাইয়া, তাহার মস্তকের পটীতে জল ও ঔষধ প্রয়োগান্তে পিতাকে দেখিতে গেলেন। ফতেমা উঠিয়া তাঁহাকে ঔষধ দিতেছিল, এমন সময় গুলনেহার তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বাক্‌রোধ হইয়াছে, কিন্তু চক্ষু ও কর্ণ কর্ম্মণ্য অবস্থায় আছে, তাহা গত কল্য বাবা আলমের নিকট শুনিয়াছিলেন। গুলনেহার পিতার সম্মুখীনা হইলে মবারক আলী তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি নিজের অসমর্থ অবস্থার বিষয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন! গুলনেহারের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি যে সদয়, সস্নেহ ও সকৃতজ্ঞতাসূচক তিনি তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "বাপজান। বাবা আলমের ঔষধেই এখন পর্য্যন্ত আপনি জীবিত আছেন। তিনি রাত্রিতে এখানেই

ছিলেন, এখনই হয় ত আপনাকে দেখতে আসবেন। আমি কি তাঁকে ডেকে আনব ?"

মবারক আলী চক্ষুর নিমেষ দ্বারা অর্থাৎ চক্ষু বুঝিয়া পুনরায় খুলিয়া সম্মতি জানাইলেন। গুলনেহার তাহা সম্মতিসূচক বুঝিয়া বাবা আলমের নিকট যাইবার নিমিত্ত ঘরের বাহির হইলেন এবং আজীমের নিকট উপস্থিত হইয়াই দেখিলেন, বাবা আলম আজীমকে দেখিতে আসিয়াছেন। তিনি ঔষধ দেওয়া হইয়াছে জানিতে পারিয়া কিছুক্ষণ পরে আজীমকে দুগ্ধের সহিত আঙ্গুরের আরখ খাওয়াইতে বলিলেন। গুলনেহার বলিলেন, "বাপজান আপনাকে দেখতে চেয়েছেন, একবার চলুন।"

বাবা আলম বিস্ময়ান্বিত হইয়া বলিলেন, "বল কি! তাঁর কি বাক্‌শক্তির বিকাশ হয়েছে ?"

গুল। তা হয়নি, চক্ষুর নিমেষ দ্বারা সম্মতি জানিয়েছেন,—কথা ব'ললে বু'ঝতে পারেন"—

বাবা আলম আজীমকে পূর্ব্ববৎ নিমিলিত নেত্রে অজ্ঞান অবস্থায় দেখিয়া তাহার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, আজ দিন রাত দেখা যাক, যদি জ্ঞান হয় তা হ'লে 'আবে হেয়াত' আনতে যেতে হবে।"

এই সময়ে মুরাদ তথায় উপস্থিত হইল।

গুলনেহার বলিলেন, "আবে হেয়াত কি ?"

বাবা আলম বলিলেন, "কোহ্ (পর্ব্বত) কারা কোরামের পাদদেশে "চশ্‌মে এলাহি' নামে এক ঝরণা আছে, তারই দুগ্ধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ জলকে "আবে হেয়াত" অর্থাৎ সঞ্জীবন সলিল বলে।"

মুরাদ বলিল, "আমাদের লোকেরা তাকে "দাওয়াই পানী" বলে।"

বাবা আলম বলিলেন, "তা হ'লে তুই জানিস, দাওয়াই পানী কোথায় ?"

মুরাদ। আমি কখনও যাই নাই, কবে আমার যেথানে জন্মস্থান, তার কাছেই, তা জানি।

বাবা আলম। আচ্ছা মুরাদ, তুই আর আজীজ দুজনে যেয়ে এক শিশি জল আনতে পারবি?

মুরাদ। তা পা'রব, হুকুম করেন ত এখনই চলে' যাই।

বাবা আলম আজীজকে ডাকিয়া মুরাদের সহিত দুইটী বড় শিশি দুই জনের হাতে দিয়া তখনই পাঠাইয়া দিলেন। গুলনেহার তাহাদিগের পথখরচ স্বরূপ চারিটী টাকা দিলেন।

অপর একটী শিষ্যকে বাবা আলম হাসিনাকে আনিতে পাঠাইলেন, এবং তাঁহার অনবস্থান সময়ে তাঁহার গৃহ রক্ষার ব্যবস্থা করাইলেন।

তাহার পর গুলনেহারের সহিত মবারকআলী মিঞাকে দেখিতে চলিলেন।

বাবা আলম সমীপস্থ হইলে মবারক আলী তাঁহার প্রতি যে দৃষ্টিপাত করিলেন, তাহা যেন কাতরতা, ক্ষমা ভিক্ষা ও কৃতজ্ঞতা ব্যঞ্জক বলিয়া বোধ হইল।

গুলনেহার বলিলেন, "বাপজান! আপনার যখন কথা বলবার শক্তি রহিত হয়েছে, অথচ আমাদিগের কথা শুনতে পাচ্ছেন, আমাদিগকে দেখতেও পাচ্ছেন, তখন চক্ষুর ইশারা দ্বারাই আমাদিগের কথার উত্তর দেবেন। আপনার একবার চোকের পলক পড়লে "হাঁ" একবারে চোক সম্পূর্ণ বুঁজলে "না," বলে' আমরা বুঝব, কেমন?

মবারক আলী চক্ষুর একবার মাত্র পলক দ্বারা "হাঁ" বলিয়া সম্মতি জানাইলেন।

গুল। বাবা আলমের উপর আপনারত আর রাগ নাই?

মবারক আলী চক্ষু সম্পূর্ণ বুঁজিয়া "না" বলিলেন।

বাবা আলম বলিলেন, "আমিও তোমায় ক্ষমা করেছি, আমার মনেও

আর কিছু নাই। খোদা তালা তোমায় ক্ষমা করুন, মনে মনে সেই সর্ব্বশক্তিমানের শরণাপন্ন হও।”

মবারক। চক্ষুর পলক দ্বারা “হঁা” বলিলেন।

গুলনেহার বলিলেন, “বাপজান! আপনার কি খিদে পেয়েছে?”

মবারক। না, জানালেন।

গুল। পিপাসা লেগেছে।

মবারক। না।

বাবা আলম বলিলেন, “তবু একটু দুধ খেতে হবে, কারণ যখন জ্ঞান আছে, কিছু খোরাক চাই।”

গুল! দুধ খাবেন?

মবারক। হঁা বলিলেন।

বাবা আলম মবারক আলীর দন্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, দাঁতে দাঁতে খিল লাগিয়াছে। তিনি বলিলেন, ভয় নাই দুজনে দুই চাপা টেনে ধরে’ সরু চোঙ্গায় করে’ দুধ মুখে ঢেলে দেবে, ওষুধ খাওয়াবার মত গিলে খাবে।

গুলনেহার একখানি কাগজে নিজের নাম লিখিয়া মবারক আলীর সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন, “প’ড়তে পা’রলেন।”

মবারক আলী চক্ষুর পলক দ্বারা হঁা বলিলে, গুলনেহার বলিলেন, “আমি একটা উপায় ঠাওরিয়েছি, অক্ষর দেখে আপনি যখন হঁা ব’লবেন, তখন সেই অক্ষরে যে শব্দটী আপনি ব’লতে চান সেইখানে হঁা ব’লবেন, আমি সেইটী লিখে নেবো, তারপর পুনরায় অক্ষর দেখে হঁা বললে সেই অক্ষরের যত কথা অভিধানে থেকে আপনাকে দেখালে যেটীতে হঁা বলবেন সেটীও লিখব, এইরূপে ক্রমে ক্রমে কথার পর কথা বসিয়ে আপনার মনের ভাব জা’নতে পা’রব, এবং জানবার মত গোপনীয় কথাও জেনে নেবো—আপনার কি কোন কষ্ট হচ্ছে?

মবারক। চক্ষু বুঁজিয়া না বলিলেন।

গুলনেহার একখানা কাগজে বৃহদক্ষরে স্বীয় মাতৃভাষার বর্ণমালা সকল লিখিলেন, আর একখানি অভিধান আনিলেন,—আর একখানি সাদা কাগজ ও কালী কলম বাবা আলমের নিকট লিখিবার জন্য স্থাপন করিয়া স্বীয় পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপজান! আপনার কি কোন বিশেষ বক্তব্য, বা কোন গোপনীয় কথা আছে, যা আমাকে ব'লতে চান?"

মবারক। চক্ষুর পলক দ্বারা হাঁ, হাঁ, হাঁ, ক্রমে জানাইলেন।

গুলনেহার বলিলেন, "তিনবার হাঁ দ্বারা আপনার বিস্তর কথা বলবার আছে জানাইলেন কি?"

মবারক। হাঁ বলিলেন।

গুল। তা হ'লে এই বর্ণমালার বর্ণ দেখুন, আপনার কথার প্রথম বর্ণস্থলে হাঁ বলিবেন।

মবারক। হাঁ।

গুল। অ আদিক্রমে স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের প্রত্যেক বর্ণ নির্দ্দেশ আরম্ভ করিলে দ্বিতীয় স্বর বর্ণেই হাঁ বলিলেন।

গুলনেহার অভিধানে আ বর্ণের শব্দ পূর্ব্ববৎ নির্দ্দেশ করিলে আমার স্থানে হাঁ বলিলে বাবা আলম "আমার" লিখিলেন।

গুলনেহার পুনরায় বর্ণমালা নির্দ্দেশ করিলে ট স্থলে হাঁ বলিলেন, অভিধানে ট বর্ণের টাকা স্থলে হাঁ বলিলে বাবা আলম টাকা লিখিলেন।

গুলনেহার পুনরায় বর্ণমালার ক স্থানে হাঁ, অভিধানের কোথায় স্থানে হাঁ, বর্ণমালার আ স্থানে হাঁ, অভিধানের আছে স্থানে হাঁ, বর্ণমালার ত স্থানে হাঁ, অভিধানের তোমায় স্থানে হাঁ, বর্ণমালার ব স্থানে হাঁ, অভিধানের বলিব স্থানে হাঁ, এইরূপে বাবা আলম ক্রমে লিখিয়া পড়িলেন, "আমার টাকা কোথায় আছে তোমায় বলিব।"

গুলনেহার বলিলেন, "আচ্ছা বলুন।"

তাহার পর পূর্ব্বসঙ্কেত অনুসারে গুলনেহারের অক্ষর অভিধান প্রদর্শনে বাবা আলম লিখিলেন "তোমার কারা কক্ষের ভিত্তি চারি হাত খনন করিলে নিম্নে শ্বেতপ্রস্তরের প্রকোষ্ঠ দেখিতে পাইবে, তাতে দৌলত আছে, চাবি আমার হাত বাক্‌সের মধ্যে পাবে।"

গুলনেহার বলিলেন, "আচ্ছা সে গুপ্তধন আবশ্যক হ'লে পরে বাহির করব।"

মবারক। হাঁ।

গুল। আরও কোন কথা আছে কি?

মবারক। হাঁ, হাঁ বলিলেন।

গুলনেহার তা পরে লিখে নেবো, এখন আজীমকে আর আপনাকে দুধ খাওয়ানের ব্যবস্থা করিগে। আজীম অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে' আছে। আপনি কি তাকে ক্ষমা ক'রবেন?

মবারক। হাঁ।

বাবা আলম বলিলেন, "খোদা তালা তোমায় ক্ষমা ক'রবেন। আজীমের কোন দোষ নাই।"

গুলনেহার ফতেমাকে পিতার নিকটে রাখিয়া বাবা আলমের সহিত চলিয়া গেলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

যুদ্ধের আয়োজন।

নবাবপুত্র আফজল খাঁ বহু কষ্টে কাবুলে উপস্থিত হইলে তাহার বাচনিক সমস্ত কথা শুনিয়া আমীর মহম্মদ শা দুরাণী তাহাকে বলিলেন, "তা হ'লে আফজল খাঁ! তুমি ভীমরুলের চাকে বেশ খোঁচা দিয়ে এসেছ। সুধু কাশ্মীর নয়, দিল্লী পর্য্যন্ত সজাগ হয়ে কাণ খাড়া করে' উঠে শিং বাগিয়ে বসেছে, আর সহজে সেদিকে ঘেসবার যো নাই।"

আফজল। আমার বিশ্বাসী লোকের হাতে সে সাঙ্কেতিক পত্র পাঠিয়েছিলাম, তার লিখিত গুপ্ত বিষয় প্রকাশ হ'ল কি করে সেইটাই আশ্চর্য্য।

মহম্মদ। তুমিও যেমন বুদ্ধিমান, আর তোমার বিশ্বাসী লোকও তেম্নি বোকা। সে যে পত্র বলে একখানা কাগজ নিয়ে এসেছিল, তা তোমায় দেখাচ্ছি, দেখলেই বু'ঝতে পা'রবে, যে তোমার ওস্তাদার উপর কেউ বেশ ওস্তাদী করেছে।

অনন্তর মহম্মদ শা একটী দপ্তর খুলিয়া একখানি লেফাফাবদ্ধ কাগজ বাহির করিয়া আফজলের হাতে দিলে সে তাহা পড়িতে লাগিল।

"বেইমান দাগাবাজের ষড়যন্ত্র ধরা পড়েছে, হারামজাদার দুষ্কর্ম্মের পুরস্কার শীঘ্রই পাবে, তার যোগাড় হচ্ছে, কাবুলী জানোয়ার সিংহের সম্মুখে এলেই নাকাল হবে, এখানে তার জন্য তীর তলওয়ার প্রস্তুত

আছে। ম'রতে নেহাত সখ হয়ে থাকে ত সে যেন শেয়ালের বুদ্ধিতে লড়তে আসে!"

শের বাবর।

আফজল বলিল, "এ শের বাবরটা কে? এ কি সেই শালওয়ালার পো আজীমের লেখা? কিন্তু কি করে' সে আমার পত্র হস্তগত করে', তার বদলে এই খানা দিলে?"

মহম্মদ। তোমার লোককে খানার সঙ্গে কোন নেশার দ্রব্য খাইয়ে বেহোশ্ করে' তোমার পত্র খানি বার করে' নিয়ে তার বদলে এইখানা জেবে পুরে মুখ সেলাই করে' দিয়েছিল।

আফজল। এ ওস্তাদী সাধারণ লোকের নয়—বোধ হয়, সেই পাক্কা সয়তান বুড়ো ফকীরের বুদ্ধি।

মহম্মদ। কে বাবা আলম শা? তিনি খুব ভাল মানুষ, অতি ধার্ম্মিক, অতি বুদ্ধিমান বলে প্রসিদ্ধ, তাঁর বয়স প্রায় দেড়শ বৎসর।

আফজল। বলেন কি? তবুও বেশ তাজা, তগড়া রয়েছে ত?

মহম্মদ। খোদা পরস্ত সিদ্ধ পুরুষেরা মৃত্যুকে পরাজয় ক'রতে পারেন—যা হোক তাঁর চোকে ধূলো দেওয়া তোমার কর্ম্ম নয়। আচ্ছা, তুমি কাশ্মীরের ভেদ নিয়েই ফিরে না এসে সেখানে বসে রইলে কেন?

আফজল এবার, কি বলিবে ভাবিয়া ঠিক করিতে না পারিয়া বলিল, "কোন বিশেষ কার্য্য গতিকে আরও কিছু দিন থাকতে হয়েছিল, সেই জন্যেই পত্র পাঠিয়েছিলাম।

মহম্মদ। বোধ হয় কেন, পরীজানের পাল্লায় পড়েছিলে। কাশ্মীর সুন্দরী মেয়েমানুষের জন্য প্রসিদ্ধ, তুমি লম্পট যুবক—মনে কর না, আমি তোমার চরিত্রের বিষয় জানতে পারি নাই, তোমার দিল্লীর কীর্ত্তির খবর রাখি। তোমাকে এ কাজে নিযুক্ত করাই ভুল হয়েছিল অনর্থক আমার বিশ হাজার টাকাই মাটী হ'ল। আমি মনে করেছিলাম তুমি আমার

জাতভাই পাঠান, খুব হুশিয়ার, কিন্তু আমি তোমায় অত বেঅকুফ্ বলে' আগে জানতাম না।

আফজল নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার কথা আর গোপন করিতে সাহস করিল না, কারণ সময়ক্রমে যে কথা নিশ্চয়ই প্রকাশ হইয়া পড়িবে, তাহা মহম্মদ শার মত বুদ্ধিমান, সাহসী, তেজস্বী লোকের নিকট গোপন করিলে ভবিষ্যতে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা, তিনি কুপিত হইলে বিশ হাজার টাকার ক্ষতি মনে করিয়া তাহাকে লাঞ্ছিত করিতে পারেন, এজন্য কাতর হইয়া বলিতে লাগিল "জনাব! আপনি খামিন্দ—আমার মুরব্বী, আপনার কাছে কোন কথা গোপন করব না, তা আপনারই জন্যে এক নেহাত খুব সুরত, কাশ্মীরী পরীদিগের রাণী, মন্ত্রী মবারক আলীর কন্যা গুলনেহার বিবিকে পটাচ্ছিলাম।

মহম্মদ। আমার জন্যে পটাচ্ছিলে কি রকম?

আফজল। এই তাকে ফাঁদে ফেলেছিলাম, পায় শিকলীও পরিয়ে ছিলাম, ডাঁড়ে ব'সবে, এমনি সময় ফোসকে গেল, কি করি বলুন।

মহম্মদ। খোলাসা করে বল, হেঁয়ালী ছাড়।

আফজল গুলনেহারের আত্মীয়ের সহিত পলায়ন অবধি নিজের পলায়ন পর্য্যন্ত সমস্ত কথা এইবার অকপটে খুলিয়া বলিলে মহম্মদ শা বলিলেন, "এ ঘটনায় তোমার নিতান্তই আহাম্মকী প্রকাশ পাচ্ছে। আচ্ছা, তুমি সাদী করে,' পরে তালাক দিয়ে আমায় দেবে, এ কথাও কি গুলনেহার জানতে পেরেছিল?

আফজল। আজ্ঞে—হাঁ, আমার সেই গুপ্ত পত্রে আমার কাশ্মীরে আরও কিছু দিন থাকবার কারণ যে আপনার জন্যেই, গুলনেহারকে সাদী করা ও পরে তালাক দেওয়া সে কথা খোলসাই লেখা ছিল।

মহম্মদ। গুলনেহার তোমার এই দুরভিসন্ধির কথা জানতে পেরে তোমায় কি কোন দিন তিরস্কার করেছিল?

আফজল। আজ্ঞে হাঁ।

মহম্মদ। কি বলে' গাল দিয়েছিল তোমার অবশ্যই মনে আছে।

আফজল। সে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পেছন ফিরে বসে' আমার কথা শুনছিল, পরে হঠাৎ রেগে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বিস্তর গাল দিলে তার পরে বল্‌লে "ধিক তোর পাঠানের জাতকে, যে তুচ্ছ স্বার্থের জন্যে নিজের মাগকে পরকে দিতে চায়।"

মহম্মদ শা বলিলেন—"ঠিক বলেছে, তুমি পাঠান নামের কলঙ্ক। এ স্ত্রীর যোগ্য তুমি? গুলনেহার বাদশার বেগম হবার যোগ্যা।"

আফজল। তার জন্যেই আমার ভাগ্যে হয়েও হ'ল না। তবে আফ-সোস, বেচারী মৌলবীর জন্যে, সে লাচার হয়ে সেখানে কয়েদ হয়েছে, দেয়াল টোপ্‌কে পার হ'তে গিয়ে পড়ে' যায়।

মহম্মদ তোমার মৌলবী দেখছি তোমার চেয়েও গাধা; ক্ষুদ্র দেয়াল যা তোমরা সাতজনেই অনায়াসে টোপ্‌কে পার হ'লে তাতে পা ঠেকে সে পড়ে' গেল কেন?

আফজল। তার কোমরে মোহর আর টাকার থলে বাঁধা ছিল, তারই ভারে লাফাতে পারে নাই, পড়ে' যায়।

মহম্মদ। ঠিকই হয়েছে—"লালচ বুরী বালায়", সে লালচী, নিজের জান অপেক্ষা টাকার লালচ বেশী ক'রতে গিয়েই তার কপালে কয়েদ ঘটেছে। হিন্দুস্থানে একটা মসূল আছে;—

"গুরু লোচ্চা শিষ লালচী দোনো খেয়ালে যাও।
বিচ দরিয়া ডুব মরে চড় পত্থরকে নাও॥"

অর্থাৎ গুরু লোচ্চা আর শিষ্য লালচী উভয়ে খেয়াঘাটে পার হ'তে গিয়ে পাপরূপ পাথরের নৌকায় চড়ে' মাঝ নদীতে ডুবে মরে। তোমাদের ভাগ্যেও ঠিক তাই ঘটেছে। তুমি গুরু লম্পট, আর তোমার বাহনটী যুটেছিল লোভী।

আফজল। কি বলব জনাব! তক্‌দীর—সাদীর কলমা পড়ান হচ্ছিল, এমন সময় সেই আজীমটা ফৌজদার, সিপাহী ও বাবা আলমকে সঙ্গে করে’ নবাব নাজীম সাহেবের সই মোহর করা আমার গেরেপ্তারী পরওয়ানা নিয়ে হাজীর হয়, তখন সাদী হয়েছে, মোল্লা ওজিফা পড়াচ্ছে এমন সময় এই কাণ্ড, আমার বদ নসীব। তা সাদা যখন হয়েছে আমি তালাক না দিলে বিবিজানের নিস্তার নাই।

মহম্মদ। তুমি হয়ত বাধ্য হয়েই তালাক দেবে, দেখ কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।

আফজল। বলেন কি জনাব! আমি তাকে তালাক দেবো? অমন চিজ হাতের মুটোর ভেতরে পেয়ে আমি জলে ফেলে দেবো?

মহম্মদ। কে জানে ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে।

আফজল। তা দেখা যাবে—এখন বলুন, আপনি কখন চড়াও ক’রতে চান? আমি চম্বা, নাভা, বসাহীর প্রভৃতি ঠিক করে এসেছি। এই সময়ে হঠাৎ আক্রমণ ক’রলে মোগল কিম্বা শিকেরা আপনার গতি রোধ ক’রতে পারবে না। দিল্লীর তখ্‌ত এই সময়ে টলমল, বাদশা মারা গেছে, রাজ্যময় হুলুস্থুল, মারাট্টারা তৈয়ার হয়ে আছে, এমন সোণার হিন্দুস্থান কি ফের কাফের হিন্দুদের হাতে যাবে, আর মুসলমানেরা তাদের গোলামী ক’রবে?

মহম্মদ শা বলিলেন, “সম্মুখে গরমের মৌসম আসছে, হিন্দুস্থানে গর্ম্মীকালে লু চলে, আমরা কাবুলী শীতপ্রধান পাহাড়ে দেশের লোক, পাঠানেরা সে গরম সহ্য ক’রতে পারবে না, বর্ষার পর ভিন্ন ওরূপ গুরুতর কাজে সাহস করা কর্ত্তব্য নয়।”

আফজল। কিন্তু কাশ্মীরের পক্ষে এই ঠিক সময়। এর পর ভয়ানক বর্ষা আরম্ভ হবে, নদী, নালা, খাল খন্দক জলে ভরে যাবে, পারাপারের উপায় থাকেবে না। তার পরেই ভয়ানক শীত প’ড়বে। শীতকালে বরফ পড়ে’ পথ ঘাট বুঁজে যাবে, অতএব এই বসন্ত কালই ঠিক সময়।

মহম্মদ শা বলিলেন, "হাঁ, কাশ্মীরের পক্ষে এই সময়ই উপযুক্ত বটে। কিন্তু তুমি যে পাহাড়ী ভালুক গুলোকে চম্‌কিয়ে দিয়ে এসেছ, তারা নিশ্চয়ই আত্মরক্ষার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে।"

আফজল। হিন্দু কেউ বাধা দেবে না। তারা মোগলদের বিলাসিতায় হাড়ে চটে আছে। তার পর কাশ্মীরে মুসলমান বাসেন্দা সব বেপারী, লড়াই ক'রতে কেউ জানে না। তার পর আমার শ্বশুর মন্ত্রী মবারক আলী আমার সহায় আছেন। তার পর নবাব নাজীম এখন জম্মুতে আছে, এই ফাঁক তালে কাজ হাসিল ক'রতে পারবেন।

মহম্মদ। তার পর তোমার পরীজানকে হস্তগত করবার মতলবটা হাসিল হবে, সেও ত একটা গরজ বটে, তার পর তোমার বাহন মৌলবী-টার কয়েদ খালাস সেটাও হয়ে যাবে।

মহম্মদশা কাশ্মীর আক্রমণের সুবিধার বিষয় ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তা হ'লে কোন পথে, কোন দিক দিয়ে আক্রমণ করা যায়? তুমি কিছু ভেবে ঠিক করেছ কি?"

আফজল জেব হইতে একখানি হাতে আঁকা কাশ্মীরের নক্‌সা বাহির করিয়া বলিল, "এই দেখুন, কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরের উত্তর দিকে অতিশয় উঁচা বরফের পাহাড়, পার হওয়া যাবে না। দক্ষিণে পঞ্জাব, শিখ আর মোগলদিগকে পরাস্ত না করে প্রবেশের যে দুইটা সড়ক আছে তাতে ঢুকতেই পারা যাবে না। পূর্ব্বদিকে চম্বা, নাভা প্রভৃতি হিন্দু রাজ্যের ভেতর দিয়ে যেতে হ'লেও পঞ্জাব হয়েই যেতে হবে, সুতরাং একমাত্র পশ্চিমের দিকের পাহাড় পার হ'তে পারলে কাবুলের সীমানা থেকে শ্রীনগর অতি নিকটে, আমার মতে এই পথেই আক্রমণ করা সহজ।

মহম্মদ শা পশ্চিমদিগ্বর্ত্তী পাহাড়ের পথেই আক্রমণ করা সুপরামর্শ বলিয়া মনে করিলেন। তিনি আফজলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাশ্মীরে কত ফৌজ আছে, তার মধ্যে শিখ কত, মোগল কত?"

আফজল। মোটে দু হাজার মোগল আছে, আর কিরাত নামে এক প্রকার হিন্দু তীরন্দাজ আছে তাদের সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার শুনেছি, তার পর যদি পঞ্জাব থেকে আরও দুই চার হাজার শিখও যায় তবে মোট দশ হাজারের উপর হবে না।

মহম্মদ। আমি বিশ হাজার পাঠান নিয়ে চড়াও ক'রব, দরকার হ'লে আফ্রিদী, মোমন্দ প্রভৃতি পাহাড়ীও দশ হাজার নিতে পারি।

অনন্তর সপ্তাহ মধ্যেই যাত্রা করা হইবে, তজ্জন্য সৈন্য সংগ্রহ আরম্ভ হইল। অস্ত্র ও রসদ সীমান্ত প্রদেশে সংগ্রহের ব্যবস্থা করার জন্য আদেশ প্রচারিত হইল।

দিল্লীর বাদশাহ আলমগীরের মৃত্যু হওয়াতে হিন্দুস্থানের সিংহাসন শূন্য হইয়াছে। বাদশাহের তিন পুত্র মোওয়াজীম, আজীম ও কমবখ্শ পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহে প্রবৃত্ত। এই সময়ে কাশ্মীর অধিকার করিতে পারিলে হিন্দুস্থান প্রাপ্তির সম্ভাবনা সুসিদ্ধ হইবে, এইরূপ প্রলোভনের বশীভূত হইয়া কাবুলের দস্যু প্রকৃতিস্থ লোকেরা মহম্মদ শার উত্তেজনায় যুদ্ধে যোগদান করিতে লাগিল। কাশ্মীরের মুসলমান অধিবাসিরা প্রায় অনেকেই ব্যবসায়ী। তাহারা কাশ্মীরের ঊর্ণাবস্ত্রের ব্যবসায়ে প্রচুর ধন সঞ্চয় করিয়াছে, এজন্য কাশ্মীর লুণ্ঠনের লোভে পাঠানেরা দলে দলে আসিয়া মহম্মদ শার সৈন্যদিগের সহিত মিলিত হইতে লাগিল, সুতরাং সৈন্য সংগ্রহের জন্য মহম্মদ শাকে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হইল না; সপ্তাহ মধ্যে বিশ হাজার পাঠান সৈন্য রণমদে মত্ত হইয়া রৌশন আখ্তার ওরফে মহম্মদ শার অনুগমনে প্রস্তুত হইল। আফজল খাঁ সেনাপতি পদে নির্ব্বাচিত হইয়া ধৃষ্ঠ কাশ্মীরীদিগকে শিক্ষা দিতে পারিবে, মৌলবীকে খালাস করিতে পারিবে, এবং গুলনেহারকে পাইতে পারিবে ভাবিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

জন্মভূমি দর্শন।

মুরাদ ও আজীজ 'আবেহেয়াত' আনিবার জন্য যাত্রা করিয়া সেই দিবস সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে এক কিরাত-গ্রামে উপস্থিত হইল। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে মুরাদের পিতা ঋণ পরিশোধ করিতে অসমর্থ হইয়া তাহাকে আজীমের পিতার নিকট ১৫০৲ টাকাতে বিক্রয় করিয়াছিল। দশ বৎর পরে মুরাদ অদ্য স্বীয় জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসিল। গ্রামের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া যে বৃহৎ আখরোট বৃক্ষের তলায় শৈশবে গ্রাম্য বালকদিগের সহিত সে খেলা করিত তথায় ক্ষণকাল বিশ্রাম করিল। তখন তাহার হৃদয়ে শৈশবের স্মৃতি জাগরিত হইল। পাশে পাশে যে সকল বাদাম গাছগুলি সে ছোট দেখিয়া গিয়াছিল, দশ বৎসরে তাহারা কাণ্ড প্রকাণ্ডে বর্দ্ধিত হইয়াছে। যে ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী গ্রামের প্রান্তে কুল কুল শব্দে বহিতেছিল, মুরাদ তাহাতে হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া দুই গণ্ডুষ জল পান করিল। আহা! এ ঝরণার জল মুরাদের কত মিষ্ট বোধ হইল। গ্রাম্য বালকেরা গো, মেষাদি চরাইয়া এই সময়ে গৃহে ফিরিতেছিল; তাহাদিগকে দেখিয়া মুরাদের গোচারণের কথা মনে পড়িল। বালকেরা দুই জন অপরিচিত লোককে আখরোট তলায় দেখিয়া তাহাদিগের মুখপানে চাহিয়া রহিল। মুরাদ কিরাত ভাষায় তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, চণ্ডা খম্বু কেমন

আছে, তার স্ত্রী ও ছেলে পিলেরা কেমন আছে? সকলেই ভাল আছে শুনিয়া মুরাদ আনন্দিত মনে আজীজকে লইয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল। গ্রামস্থ লোকদিগের বাড়ী ঘর দেখিতে দেখিতে চণ্ডা খশুর বাটীতে উপস্থিত হইয়া তাহারা দেখিল, প্রৌঢ় বয়স্ক গৃহস্বামী চণ্ডা খশু এক প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া একখানি ক্ষুদ্র ধনুক প্রস্তুত করিতেছে, গৃহের বারান্দায় অনুমান চল্লিশ বৎসর বয়স্কা ঈষৎ স্থূলাঙ্গী গৃহিণী পশমের সূতা প্রস্তুত করিতেছে। মুরাদ গৃহস্বামীর নিকটবর্ত্তী হইয়া কিরাত রীত্যনুসারে অভিবাদন করিয়া বলিল, "বাবাজী! আমি মুরাদ।" মুরাদের নাম শুনিয়া তাহার পিতা ধনুক রাখিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া পুত্রের মুখ দেখিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিল। মুরাদের নাম শুনিয়া তাহার মাতা সূতা কাটায় ক্ষান্ত দিয়া পুত্রের মুখপানে চাহিয়া রহিল। মুরাদ মাতার চরণে প্রণাম করিলে জননী আনন্দাশ্রুজলে পুত্রের মস্তক সিক্ত করিল। মৌলবীকে কয়েদ করাতে মুরাদ যে পাঁচটী মোহর পুরস্কার পাইয়াছিল, তাহা মাতার হস্তে দিল। তৎপরে ক্রমে মুরাদ স্বীয় ভ্রাতা ও ভগিনীদিগকে আলিঙ্গন করিল। যাহাদিগকে সে অতি শিশু দেখিয়া গিয়াছিল তাহারা এখন গোচারণ করিতে পারে। তাহার দশ বৎসর অনবস্থানকালে দুই ভ্রাতা ও এক ভগ্নীর জন্ম হয়। সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে মুরাদ ক্রোড়ে লইল। আজ এই ক্ষুদ্র কিরাতগৃহে আনন্দের উৎস ছুটিল। ছোট ভ্রাতা ভগ্নীরা মুরাদের মুখপানে প্রীতিপ্রকটিত বদনে চাহিয়া রহিল। প্রতিবেশী ও প্রতিবেশিনীরা মুরাদ আসিয়াছে শুনিয়া তাহাকে দেখিতে আসিল, এবং কিরাত ভাষায় কত কথা জিজ্ঞাসা করিল।

মুরাদের মাতা মোহর কখনও দেখে নাই। তাহার পিতা একবার আমজাদ আলী মিঞার হস্তে মোহর দেখিয়াছিল, কিন্তু জীবনে কখনও তাহা স্পর্শ করিতে পারে নাই। মুরাদের মাতা মোহর পাঁচটী স্বামীর হস্তে দিলে মুরাদের পিতা পার্সী অক্ষরে মুদ্রিত সেই স্বর্ণ মুদ্রা দেখিয়া এই

পাঁচটার দাম পাঁচকুড়ি আর দুইকুড়ি দশ মোট ১৫০৲ টাকা হিসাব করিয়া বলিলে, মুরাদের মা বলিল, "মুরাদ, তুই এই পাঁচটা সেই বেপারী সাহেবকে ফিরত দিয়ে খালাস হয়ে আয়, আমি সোণার টাকা চাই না, তোকে চাই, তুই আমার হাজার মোহর।"

মাতৃস্নেহে মুরাদের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। সে বলিল, "মা! তুমি মোহর রাখ, আমি অমনিই খালাস হয়ে আ'সতে পারব। বেপারী সাহেবের তৃতীয় পুত্রের মাথায় লাঠীর চোট লাগাতে তিনি অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে' আছেন, আমরা তার জন্যে দাওয়াইপানী নিতে এসেছি, কালই ফিরতে হবে, তাঁর নাম আজীম, তিনি আমাকে ভাইএর মত ভাল বাসেন, আমিও তাঁকে প্রাণের তুল্য দেখি—তিনি ভাল হ'লেই আমি ফের এসে তোমায় দেখে যাব।"

মুরাদের মাতা রন্ধনের কার্য্যে ব্যাপৃতা হইল। মুরাদ পিতার সহিত দাওয়াইপানীর পথ ও দূরত্ব সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিল। মুরাদের পিতা বলিল, "একজন জানা লোক না হ'লে ঠিক চিন্‌তে পারবে না, এখান হ'তে এক বেলার পথ।"

অনন্তর মুরাদের কনিষ্ঠ এক ভ্রাতাকে তাহার পিতা গ্রামস্থ ঝল্লু পাইককে ডাকিতে বলিল। মুরাদ বলিল, "যার স্ত্রীকে ভালুকে খেয়েছিল, সেই ঝল্লু?"

মুরাদের পিতা বলিল, "হাঁ, তার একটা মেয়ে সঙ্গে ছিল, তখন সবে দুবছরের, সে যে কোথা গেল, তার আর খোঁজ হ'ল না।"

অনতিবিলম্বেই ঝল্লু উপস্থিত হইলে পর দিন প্রত্যূষে দাওয়াইপানী আনিতে যাওয়ার কথাবার্ত্তা স্থির হইল।

মুরাদ বলিল, "যাতায়াতের জন্যে আট আনা পাবে, তোমায় অমনি যেতে হবে না।"

রাত্রিতে আহারাদি করিয়া শয়ন করিলে তাহার মাতা বলিল, "মুরাদ!

তুই এবার ফিরে এলেই তোর বিয়ে দেবো—আমি মেয়ে দেখে ঠিক করে রা'খব।"

মুরাদ বলিল "সে পরের কথা—আগে আজীম মিঞা সেরে উঠুক—তার সাদী হ'লে পরে দেখা যাবে।"

পরদিন প্রাতে ঝল্লু আসিলে মুরাদ, আজীজ ও মুরাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা খাদ্য দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া কারাকোরামের দিকে চলিল। গ্রাম হইতে কিয়দ্দূরে অগ্রসর হইলে তাহারা একটী ক্ষুদ্র গুহা দেখিতে পাইল, তাহার পরেই আরণ্য বাদাম বৃক্ষ শ্রেণী। ঝল্লু বলিল, "এইখানে আমার স্ত্রী মেয়েটীকে নিয়ে বাদাম কুড়া'তে এসেছিল, তখন তাকে ভালুকে খায়। সে আজ পোনর বছরের কথা।"

আজীজ কিরাত ভাষা জানিত না। মুরাদ তাহাকে ঝল্লুর কথা বুঝাইয়া দিলে, আজীজ বলিল, "পোনর বছর, ঠিক পোনর বছর পূর্ব্বে বাবা আবেহেয়াত হ'তে ফিরে যাবার সময় দুবছর বয়সের একটী মেয়ে নিয়ে যান, তারই নাম হাসিনা রাখা হয়।"

মুরাদ আজীজের কথা ঝল্লুকে বুঝাইতে হইল না, কারণ কিরাতেরা কাশ্মীরের হিন্দী কথা বুঝিতে পারে, এবং অনেকে বলিতেও পারে। ঝল্লু আজীজকে বলিল, সে মেয়েটীর চেহারা কেমন ?

আজীজ বলিল, এখন তার বয়স সতর বছর, তখন তার বয়স ছিল দুবছরের মত, তখন মুখখানি গোল গাল, নাকটী একটু ছোট, গায়ের রং খুব ফর্সা, চোক দুটী গোল মতন, মাথায় একটি ঝুঁটী বাঁধা ছিল। গায় পশমী কুর্ত্তা ছিল। তার বাঁ হাতে একটী তীরের গোদনা আছে।"

ঝল্লু বলিল, "সেই আমার মেয়ে—এখন ডাগর হয়েছে, তবু আমি দে'খলেই চিনতে পারব।"

মুরাদ বলিল, "তাহ'লে দাওয়াইপানী হ'তে ফিরে এসে কাল তুমি আমাদের সঙ্গে চল, তোমার মেয়েকে দেখতে পাবে।"

ঝল্লু সম্মত হইল, এবং সকলে কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে দিবা দেড় প্রহরের পরে কারাকোরামের পাদদেশে উপস্থিত হইল।

মুরাদ ও আজীজ দেখিল এক প্রকাণ্ড প্রস্তরের নিম্ন হইতে একটী উৎস বহিতেছে। ঝল্লু তাহাই দাওয়াইপানী বলিলে আজীজ ও মুরাদ শিশি দুইটী ধৌত করতঃ সেই নির্ম্মল উষ্ণ শ্বেত জল ভরিয়া লইল এবং কৌতূহল বশতঃ সকলেই সেই সঞ্জীবন সলিল পান করিল। জলের স্বাদ ঈষৎ কষায় এবং উহার গন্ধও স্বতন্ত্র।

দাওয়াইপানী হইতে ফিরিয়া এক ক্ষুদ্র পাহাড়ী নদীর তীরে তাহারা রন্ধন করিয়া আহার করিল, এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বেই মুরাদের পিতার নিকট ফিরিয়া আসিল। রাত্রিতে তথায় অবস্থান করিয়া পূর্ব্বদিনের পরামর্শ মত ঝল্লুকে সঙ্গে লইয়া অতি প্রত্যুষে মুরাদ পিতা, মাতা, ভ্রাতা ভগ্নীদিগের নিকট বিদায় হইয়া আজীজের সহিত শ্রীনগর অভিমুখে যাত্রা করিল, এবং অপরাহ্ন অনুমান চারিটার সময় মন্ত্রী মবারক আলীর গৃহে বাবা আলমের হস্তে আবেহেয়াতের শিশি দুইটী দিল।

কালবিলম্ব না করিয়া আজীমের মস্তকে, গাত্রে ও মুখে সেই সঞ্জীবন সলিল ঢালিয়া দিতে দিতে আজীম চক্ষু মেলিলেন। বাবা আলম, গুলনেহার ও মুরাদের দিকে একে একে চাহিয়া দেখিলে গুলনেহার বলিলেন "মুরাদ তোমার জন্যে আবে হেয়াত এনেছে, তাতেই বেঁচে গেলে।"

আজীম মুরাদকে ক্ষীণ স্বরে বলিল, "মুরাদ!"

মুরাদ বলিল, "ভাইজান। ভয় নাই ভাল হয়েছ, আমার দাওয়াই-পানী আনা সার্থক হ'ল।"

বাবা আলম গুলনেহারকে সুরুয়া প্রস্তুত করিতে বলিলেন, কারণ এখন বলকর পথ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। গুলনেহার সুরুয়া, হালোয়া প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে দিয়া তাঁহার পিতাকে আবেহেয়াত দিতে ইচ্ছা

করিলেন। বাবা আলম এক শিশি আবেহেয়াত গুলনেহারের হস্তে দিয়া, বলিলেন হেয়াত না থাকিলে কোনক্রমে মানুষ বাঁচে না, তবে আবেহেয়াত দ্বারা পীড়ার উপশম হ'তে পারে।"

যাহা হউক মবারক আলী মিঞাকে আবেহেয়াত দেওয়া হইলেও তাহার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না। গুলনেহার বুঝিলেন, তাহার পিতার মৃত্যু অনিবার্য্য, কারণ যে আবেহেয়াতে আজীমের চৈতন্য সম্পাদিত হইল তাহা দ্বারা তাঁহার পিতার কিছুমাত্র উপকার হইল না।

অনন্তর আজীজ বাবা আলমের নিকট ঝল্লুর আগমনের কথা বলিলে, হাসিনা "এখানেই আছে, তাকে ডাক" এই কথা তিনি বলিলে আজীজ অন্দর হইতে হাসিনাকে ডাকিয়া আনিল, এবং ঝল্লুকে সেই স্থানে ডাকিলে সে হাসিনাকে দেখিবা মাত্র বলিল, "এই আমার মেয়ে, এই আমার হারা ধন চন্দ্রা।"

হাসিনা কিছুই বুঝিতে পারিল না, অবাক হইয়া অপরিচিতের মুখ পানে চাহিয়া রহিল। বাবা আলম হাসিনাকে সমস্ত কথা বলিলে তাহার যেন এক স্বপ্নের মোহ ঘুচিয়া গেল। ঝল্লু হাসিনাকে জামার আস্তিন খুলিতে বলিলে হাসিনা আস্তিন গুটাইয়া ভুজ প্রদর্শন করিলে ঝল্লু বলিল, "এই সেই তীরের গোদনা। চন্দ্রা! বাছা আমার, তুমি তোমার মায়ের মুখখানি ঠিক পেয়েছ, পোনর বছর পূর্ব্বে তোমার মাকে ভালুকে খায়, আর তুমি হারিয়ে যাও।"

হাসিনার চক্ষুতে জল আসিল। সে পিতাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

সম্মতি গ্রহণ।

আজীম ও মুরাদ জম্মু হইতে শ্রীনগর অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সেই দিন অপরাহ্নে নুরন্‌নেহার প্রাসাদ-সম্মুখবর্ত্তী উদ্যানে স্বীয় পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কাশ্মীর সম্বন্ধে নানা কথার পর জম্মুতে ক্রমেই গরম বৃদ্ধি হইতেছে, আজকাল শ্রীনগরে কেমন ঠাণ্ডা, এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিলে নবাব নাজীম সাহেব বলিলেন, ওয়াজাদ আলী দিল্লী হইতে ফিরিয়া আসিলে এই সময়ে শ্রীনগরে যাওয়া তাঁহারও ইচ্ছা; তবে আজীমের আনীত পত্র গতকল্যই তিনি দিল্লীতে পাঠাইয়াছেন, তাহার উত্তর পাইলেই যাত্রা করিবেন। তাহার পর আজীম কি জন্য আসিয়াছিল, কাহার কি পত্র আনিয়াছিল,তাহা সবিশেষ নুরন্‌নেহারকে বলিয়া কাবুলের আমীর মহম্মদ শা দুরানীর সহিত মালেরকোটলার নবাবপুত্র আফ-জলের ষড়যন্ত্রের কথা বলিলেন। তিনি দিল্লী হইতে পাঁচ হাজার সৈন্য সাহায্য চাহিয়াছেন, কারণ শ্রীনগরে মাত্র দুই হাজার মোগল সৈন্য আছে, তাহা কাশ্মীরের ন্যায় বৃহৎ শৈলরাজ্যের পক্ষে যথেষ্ট নহে। এই পত্রের উত্তরে হয় সৈন্য, না হয় মোগল ও শিখ সৈন্য ভর্ত্তির অনুমতি পাইলেই শ্রীনগর যাত্রা করিবেন তাহাও বলিলেন। নুরন্‌নেহার বলিলেন, তাহ'লে আজীম মিঞা খুব কাজ করেছেন?"

নবাব। মোগল সম্রাটের বিশেষ উপকার করেছে, তাকে পুরস্কার দেবার জন্য আমি দিল্লীতে সুপারেশ করেছি।

নুরন্। কিরূপ পুরস্কার দেওয়া হবে বোধ করেন।

নবাব। আজীমের বাপ মস্ত ধনী লোক, নগদ টাকা পুরস্কার কাজেই দরকার নাই, একটা খেতাব, আর তার উপযোগী খিলাত দেওয়া হবে।

নুরন্। আজীম মিঞারা জাত্যাংশেও ভাল, সৈয়দ।

নবাব। সব ভাইদের মধ্যে আজীম লেখা পড়াও ভাল জানে, শা কলন্দরের দরগায় কুস্তী আর হাতিয়ার চালাতেও বেশ শিখেছে।

নুরন্। হাঁ, সেবার মন্ত্রী মবারক আলী সাহেবের পুত্র হোসেনকে কুস্তীতে হটিয়ে দিয়েছিলেন। হোসেন তো প্রথমে তাও ভাও খুব দেখালে, যেন ভারী পাহলোয়ান, শেষে দুচার পেঁচ পরেই আজীম যখন তাকে পট্‌কান দিলেন অমনি চারিদিক থেকে হো হো শব্দে হাততালি পড়ে' গেল।

নবাব। সেই অবধিই হোসেন তার উপর দুশমনাই রা'খত। মবারক আলীর ঘরে মালেরকোটলার নবাবপুত্র আফজল অতিথিরূপে আশ্রয় নিয়েছে, এই হোসেনের জেদেই আজীমের সহিত গুলনেহারের বিবাহের সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিয়ে আফজলের সহিত বিবাহ দিতে মত হয়, তখন বাগানে গুলনেহার আজীমের সহিত লুকিয়ে দেখা ক'রতে যায়, হোসেন টের পেয়ে আজীমকে আক্রমণ করে, দুজনে লড়াই হয়। আজীম হোসেনের ডা'ন হাত কেটে দিয়ে রাত্রিতে গুলনেহারকে নিয়ে বাবা আলমের আশ্রয়ে রেখে আমার কাছে এসেছিল।

নুরন্। আজীম মিঞা দেখতেও বেশ সুন্দর, তাই গুলনেহারের মত অমন সুন্দরী তাকে পছন্দ করেছে।

নবাব। হাঁ, দেখতেও যেমন সুন্দর, স্বভাব-চরিত্রেও তেম্‌নি, আদব কায়দা সব বিষয়েই ভাল।

আজীমের প্রতি নবাব সাহেবের মতামত কিরূপ তাহাই কথা প্রসঙ্গে অবগত হইয়া নুরন্নেহার সে দিবসের মত কথাবার্ত্তায় ক্ষান্ত দিয়া উদ্যানে বেড়াইতে গেলেন এবং মনে মনে আজীমের সহিত পূর্ব্ব রজনীর সাক্ষাতের কথা স্মরণ করিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

ইহার তিন দিবস পরে নবাব নাজীম দিল্লীর পত্র পাইয়া জানিলেন, দরবার হইতে পাঁচ হাজার সৈন্য শীঘ্রই কাশ্মীরে প্রেরিত হইবে। আজীম উদ্দীনকে সর্দ্দার বাহাদুর উপাধি দেওয়া হইবে, এবং সৈন্যাধ্যক্ষের মারফত খিলাতের সামগ্রী প্রেরিত হইবে। নবাব নাজীম শ্রীনগর যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বাবা আলমের পত্র পাইয়া তিনি অবগত হইলেন যে গুলনেহারকে মাদক দ্রব্য সেবন করাইয়া তাহার অনভিমতে আফজল খাঁর সহিত তার গোপনে নেকা হইতেছিল, এমন সময়ে গেরেপ্তার করিতে যাওয়াতে সে পশ্চাদ্দ্বার দিয়া পলায়ন করিয়াছে, তাহার সঙ্গী মৌলবী মফজ্জল হোসেন কয়েদ হইয়াছে, মবারক আলী কর্ত্তৃক আজীমের মস্তকে লাঠীর আঘাতে তাহার জ্ঞানশূন্য হইয়াছে, এবং সেই সময়েই মবারক আলী হঠাৎ অবশাঙ্গ পীড়ায় আক্রান্ত হওয়ায় তাহার বাক্‌রোধ হইয়াছে। পত্র পাঠ করিয়া নাজীম সাহেব তখনই পাঁচ শত মোগল সৈন্য পাঠাইয়া মালেরকোটলা অবরোধের ব্যবস্থা করাইলেন এবং এ সম্বন্ধে সবিশেষ বিবরণ দিল্লীতে লিখিয়া জানাইলেন।

ইহার পর দিন শ্রীনগর হইতে পুনরায় বাবা আলমের পত্র পাইয়া আফজল ধৃত না হওয়ার বিষয় জানিতে পারিয়া তিনি শীঘ্রই সসৈন্যে শ্রীনগর যাত্রা করিবেন এই উত্তর দিলেন। ইহার পরেই দিল্লী হইতে পাঁচ হাজার সৈন্য সহ তাঁহার পুত্র ওয়াজাদআলী জম্মুতে আসিলেন এবং তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া পথে পাহারা ও পত্র প্রেরণের জন্য ডাক বসাইয়া নবাব নাজীম সপরিবারে কাশ্মীরে পৌঁছিলেন।

এই দিবস পূর্ব্বাহ্নে আজীম বিলক্ষণ সুস্থ বোধ করিয়া গুলনেহারের

সহিত মবারক আলীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে সেলাম করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। গুলনেহার পূর্ব্বমত সঙ্কেত দ্বারা আজীমের সহিত তাঁহার যথাসময়ে বিবাহের অনুমতি গ্রহণ করিলেন। তবে বিশ্বাসঘাতক আফজলের তালাক না দেওয়া পর্য্যন্ত বিবাহ স্থকিত থাকিবে। বাবা আলম মবারক আলীকে দেখিতে আসিয়া তাঁহার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "ক্রমেই দুর্ব্বল হওয়াতে আর অধিক সময় বিলম্বের আশা নাই।" মবারক আলী স্থির নয়নে একে একে সকলের মুখপানে তাকাইয়া শেষ দেখা দেখিয়া চক্ষু মুদিত করিলেন, এবং অল্প সময় পরেই তাঁহার প্রাণবায়ু দেহ-পিঞ্জর ত্যাগ করিল। গুলনেহার শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া পিতার সদ্গতির জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন। বাবা আলম মবারক আলীর আত্মীয়দিগকে ডাকাইয়া স্বয়ং শিষ্য সহকারে তাহার সমাধির ব্যবস্থা করাইলেন।

পরদিন বাবা আলম নবাব নাজীমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আজীমের শারীরিক দুর্ব্বলতার ও পূর্ব্বদিন মবারক আলীর মৃত্যুর কথা জানাইলেন। আফজল খাঁ পলায়ন করিয়া সম্ভবতঃ ধৃত হইবার ভয়ে কাবুলে গিয়াছে, এবং আমীর মহম্মদ শাকে উৎসাহিত করিয়া কাশ্মীর আক্রমণে প্রবৃত্ত করিতে পারে, তজ্জন্য কিরাতদিগকে প্রস্তুত হইতে আদেশ প্রদানের ব্যবস্থা করা হইল। শ্রীনগর আক্রমণের আশঙ্কা উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিকে যে সকল প্রতিবন্ধক বিদ্যমান আছে তাহা বিবেচনা করিয়া এক মাত্র পশ্চিম দিকের পার্ব্বত্য পথেই আক্রমণের সম্ভাবনা হেতু সীমান্ত প্রদেশে দুই হাজার সৈন্য ও প্রত্যেক পর্ব্বতের শিখরে শিখরে ঝাণ্ডী দ্বারা সঙ্কেত করিবার জন্য ব্যবস্থা করা হইল। শত্রু পক্ষ দৃষ্টি পথে পতিত হইবা মাত্রই যেন নাজীম সাহেব তাহা জানিতে পারেন, তজ্জন্য ঝাণ্ডীর সাঙ্কেতিক লিখিত ব্যবস্থা প্রত্যেক আড্ডায় দশ জন সিপাহী ও এক এক জন হাবিলদারকে শিক্ষা দেওয়া হইল। তৃতীয় দিবসে কিরাত প্রধানেরা

সমবেত হইলে পাঁচ হাজার কিরাত সহ মুরাদ তাহাদিগের সর্দ্দার রূপে প্রস্তুত হইতে আদেশ প্রাপ্ত হইল। পাঁচ সহস্র ডোগরা ও কাশ্মীরী মুসলমান অধিবাসীদিগের বাছা বাছা স্বেচ্ছাসেবক সৈন্য সংগ্রহ করা হইলে আজীম দিল্লীর সম্রাটের প্রদত্ত সর্দ্দার বাহাদুর খেতাব ও খেলাত পাইয়া স্বেচ্ছাসেবক দলের অধিনায়ক রূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। সৈন্য-দিগের জন্য প্রচুর রসদ, অস্ত্র ও অবস্থানের তাঁবু সংগ্রহ করা হইল।

ঝল্লু কএক দিন অবস্থানের পর হাসিনাকে বলিয়া নিজের গ্রামে ফিরিয়া গেল। মুরাদের মাতা ঝল্লুর প্রমুখাৎ হাসিনার সৌন্দর্য্যের ব্যাখ্যা শুনিয়া মুরাদের সহিত তাহার বিবাহ দিতে উৎসুকা হইলে মুরাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গ্রামস্থ অন্যান্য যুবকদিগের সহিত যুদ্ধার্থ শ্রীনগরে সমাগত হইয়া ভ্রাতাকে মাতার ঔৎসুক্যের কথা জানাইল। ক্রমে কথা হাসিনার কর্ণ গোচর হইল এবং এ বিষয়ে হাসিনার পিতাও গৃহে প্রত্যাগমন কালীন বাবা আলমকে যে অনুরোধ জানাইয়াছিল তাহাও তিনি হাসিনাকে বলিয়া এ বিবাহে নিজের অনুমোদন জ্ঞাপন করিলেন। হাসিনা মুরাদকে অচিরেই স্বামীরূপে বরণ করিতে হইবে জানিয়া কিরাতকন্যার কিরাত স্বামীই ভাল বলিয়া মনে মনে সন্তুষ্ট হইল, এবং তদবধি মুরাদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে স্বীয় প্রগল্‌ভতা পরিহার করতঃ লজ্জিতা অনূঢ়ার ন্যায় পলায়ন করিত। ক্রমে গুলনেহার এ কথা জানিতে পারিয়া হাসিনাকে বলিলেন, "তা বেশ হয়েছে, তুমি আর মুরাদ আমাদের চিরকালের সঙ্গী হ'লে!"

জম্মু হইতে অনেক দিনের পর শ্রীনগরে প্রত্যাগমনের তৃতীয় দিবস অপরাহ্নে নুরন্নেহার গুলনেহারকে দেখিবার নাম করিয়া মবারক আলীর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আন্তরিক উদ্দেশ্য আজীমের সহিত সন্দর্শন। নুরন্নেহারকে সমাগত দর্শনে গুলনেহার অতিশয় প্রীতি প্রদর্শন করিলেন। দুই সখীতে ক্ষণকাল আলিঙ্গনের পর গুলনেহারের ভ্রাতৃ ও পিতৃ-বিয়োগ উপলক্ষে নুরন্নেহার শোক প্রকাশ করিলেন।

তাহার পর দুষ্ট আফজল খাঁ কর্ত্তৃক মাদক দ্রব্য সেবন ও ছলনা ক্রমে গোপনে বিবাহ ও তৎকালীন গেরেপ্তারী পরওয়ানা সহ কয়েদের জন্ত আজীমের আগমন এবং আলোক নির্ব্বাণ পূর্ব্বক দুষ্টের পলায়ন ও তাহার সঙ্গীয় বজ্জাত মৌলবীর কথা ইত্যাদি উপলক্ষে উভয় সখীতে কৌতুক করিতেছিলেন, এমন সময় আজীম নবাব নাজীম সাহেবের নিকট হইতে মোগলসম্রাট-প্রদত্ত সর্দ্দার বাহাদুর উপাধি প্রাপ্তে খেলাত ও সাচ্চা জরির কাজ করা মখমলের উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ চাপকান, পায়জামা, পাগড়ী প্রভৃতি দ্বারা ভূষিত হইয়া কটিতটে হস্তিদন্তের মুষ্টিযুক্ত মূল্যবান তলোয়ার ঝুলাইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন।

নুরন্নেহার ও আজীমের চারিচক্ষু সম্মিলিত হইবা মাত্র উভয়ে ইঙ্গিতে প্রীতি ও তৎসহ সতর্কতা অবলম্বনের আবশ্যকতা ব্যক্ত করিলেন। চতুরে চতুরায় একই দৃষ্টিতে যুগপৎ ভালবাসা ও তাহা গোপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেন, কিন্তু গুলনেহার তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি আজীমকে রাজপ্রসাদে ভূষিত দর্শনে আফজল ঘটিত কৌতুকের স্বরে হাস্যভরে বলিলেন, "আইয়ে, তশরীফ লাইয়ে সর্দ্দার বাহাদুর!"

আজীমও কৌতুক করিয়াই বলিলেন, যো হুকুম বেগম সাহেবা।

গুল। বেগম সাহেবের নবাবের মুখে মার ঝাঁটা।

আজীম। তা হুকুম হয়ত এই নূতন তলোয়ার তার গর্দ্দানে পরীক্ষা করা যাবে।

নুরন্। আপনি দেখছি আমার সইকে বিধবা ক'রতে চান।

আজীম। ক্ষতি কি, আপনার সই না হয় আর একটা নবাব বাগিয়ে নেবেন।

গুল। তা হ'লে সইকে তুমি আমার বদলী নেবে বল?

আজীম। জিজ্ঞেস কর তোমার সইকে, বদলী হ'তে রাজী আছেন কি না?

গুল। কেমন সই রাজী ?

নুরন্। রাজী সই রাজী। সইএর অনুরোধ, রাজী না হয়ে কি করি বল। লোকে উপরোধে ঢেঁকী গিলে—

এইবার আজীম আর নুরন্নেহার একবার দৃষ্টি বিনিময় করিলেন।

গুল। তুমি নয় আমার অনুরোধে একটা মুষল গিল্‌বে।

অনন্তর নুরননেহারের অভ্যর্থনার জন্য জল যোগের ব্যবস্থা করা হইল। এই সময়ে হাসিনার সহিত নুরন্নেহারের পরিচয় হইল। হাসিনা বেশ গাইতে পারে গুলনেহারের মুখে শুনিয়া নুরন্নেহার বলিলেন "তা বেশ ভাই, একটা গাওনা ?"

হাসিনা গুলনেহারের মুখ পানে চাহিল, তাহার অর্থ তোমার এখন শোক প্রকাশের সময়, গান করা সঙ্গত কি না।

গুলনেহার বলিলেন, তা হোক, একটী মাত্র গেয়ে গলাটার কায়দা শুনিয়ে দাও, তার পরে একদিন মুজরা হবে।

হাসিনা গাইল—

ঝিঁঝিট—ত্রিতালী।

আহা কি সুখ বসন্ত বাহার, সঙ্গে সামন্ত অপার,
এসেছে কুসুম বনে করিতে বিহার।
মলয় মারুত বয়, বিকশয় কিশলয়
মধুময় হৃদি বসুধার।
মঞ্জুল বঞ্জুল দ্রুম তমাল মন্দার মধুক রসাল,
কুসুমিত কানন বিহসিত আনন
মুকুট কুণ্ডল উরহার।
কোকিল কুহরে মধুকর বিহরে শিখরে শিহরে নিহার,
হাসে ফুলবধূ বিরলে অলি বঁধু
পিয়ে বিমল মধু হৃদয়ে তাহার॥

নুরন্নেহার। কি সুন্দর গলা! কি সুন্দর গান!

"আচ্ছা সই! আর এক দিন ভাল করে' হাসিনার গান শু'নতে হবে, এখন চললুম" এই বলিয়া বিদায় লইয়া আজীমের সহিত দৃষ্টি বিনিময়ান্তে প্রস্থান করিলেন। সন্ধ্যা সমাগত দর্শনে আজীম পোষাক পরিবর্ত্তন করিতে এবং গুলনেহার নমাজ পড়িতে উদ্যোগ করিলেন।

নুরন্নেহার গৃহে প্রত্যাগমন কালীন মনে মনে আজীমের সহিত স্বীয় গুপ্ত প্রীতির বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। আজীম তাহ'লে আমার বিষয়ে সইকে কোন কথা বলেন নাই। তা না বলা ভালই হয়েছে। আগে বাপজানের মত নিয়ে পরে সইকে আমিই সব কথা খুলে ব'লব, অবশ্যই সই অমত ক'রবে না, কিন্তু যদি রাজী নাই হয়, তাহ'লে তার অমতে আজীম কি আমায় গ্রহণ করবেন? নসীবে কি আছে, কে জানে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, এবং ওজু করিয়া নমাজ পড়িয়া পরমেশ্বরের নিকট স্বীয় সকাতর প্রার্থনা জানাইলেন। হায়! তরুণীর তরুণ হৃদয়ে আশার তরঙ্গ উঠিল, কিন্তু সে বুঝিলনা, যে মানবের সকল কামনাই সকল সময়ে পূর্ণ হয় না। কালের অন্তরালে তাহার যে ভবিতব্যতা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা সেই অনন্তকীর্ত্তি কালও পরিজ্ঞাত নহে। যাঁহার প্রভাবে কাল ক্রীড়া করিতেছে, তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে, তাহাতে কাহারও হাত নাই।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

কারারুদ্ধ।

মৌলবী মফজ্জল হোসেন কারারুদ্ধ হইয়া ক্রমে কারা-রক্ষকদিগের নিকট হকীম (চিকিৎসক) নামে পরিচিত হইয়া উঠিল। শ্রীনগরের কারাগারে কয়েদীর সংখ্যা অধিক ছিলনা। কতিপয় দেশীয় ডোগরা প্রজা ভিন্ন বিদেশী কয়েদী কেহই ছিলনা। কয়েদীরা যথা সময়ে নিজেদের গৃহে যাতায়াত করিয়া স্নানাহার সমাপনান্তে সন্ধ্যার সময় জেলখানাতে আসিয়া নির্দ্দিষ্ট কক্ষে রাত্রিবাস করিত। কোন কয়েদীরই হাতে হাতকড়ী ও পায় বেড়ী ছিল না, এবং জেলখানার জন্য কোন স্বতন্ত্র পরিচ্ছদও পরিধান করিতে হইত না। একখানি অপ্রশস্ত, দীর্ঘ কাষ্ঠময় ঘরের মধ্যে তক্তা দ্বারা পৃথক পৃথক প্রকোষ্ঠ প্রস্তুত করা হইয়াছিল, ইহারই দুই প্রকোষ্ঠে আটজন সিপাহী কারারক্ষকের কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। মৌলবী একজন মুসলমান কারারক্ষক সিপাহীর সহিত আহার ও এক গৃহে শয়ন করিত। মৌলবীর নিকট যে টাকা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল, তাহা হইতে তাহার খাদ্যের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য পাঁচটী টাকা প্রদত্ত হইয়াছিল। কারা গৃহের চতুর্দ্দিকে কাঠের উচ্চ বেড়া ছিল এবং প্রবেশ ও বহির্গমনের জন্য একটী মাত্র দ্বার ছিল, তাহা তালা দ্বারা অবরুদ্ধ থাকিত।

মৌলবী যৌবনের প্রারম্ভে একবার প্রমেহের পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া একটী মুষ্টিযোগ ঔষধ শিক্ষা করিয়াছিল। কারারক্ষক সিপাহীরা কেহ

কেহ রাত্রিকালে বহির্গমন করিত এবং ইচ্ছামত ফিরিয়া আসিয়া নিজের চারপাইতে শয়ন করিত। একজন সিপাহী প্রমেহ পীড়ায় কষ্ট পাইতে-ছিল। সে হকীম ভাণকারী মৌলবীর নিকট নিজের পীড়ার বিষয় ব্যক্ত করিয়া ঔষধ প্রার্থনা করিলে মৌলবী তাহার যোগে কতকগুলি গাছ গাছড়ার শিকড়, ছাল প্রভৃতি আনাইয়া ঔষধ প্রস্তুত করিয়া আমানীর সহিত সেবন করিতে দিল। তিন দিবসের মধ্যেই তাহার পীড়া আরোগ্য হওয়াতে সকলেই তাহাকে বিশেষ খাতির করিতে লাগিল।

যে সিপাহীর সহিত মৌলবী রন্ধন, আহার ও অবস্থান করিত তাহার নাম হিয়াত আলী। হিয়াত আলী উচ্চতায় ও শরীরের গঠনে ঠিক মৌলবীর মত শীর্ণ ছিল। সে মৌলবীর চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শিতা দর্শনে নিজের পুরুষত্ব হানীর বিষয় বলিয়া ঔষধের জন্য বিশেষ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলে মৌলবী তাহার দ্বারা চরস, ধুতুরার বীজ, চিনি, ঘৃত প্রভৃতি উপকরণ আনাইয়া ঔষধ প্রস্তুত করিল।

বস্তুতঃ মৌলবীকে সিপাহীরা বিশেষ অপরাধী কয়েদী বলিয়া মনে করিত না। মালেরকোটলার নবাবপুত্রের নিকট চাকরী উপলক্ষে সে কাশ্মীরে আসিয়াছিল। যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকে, তবে তাহা নবাব-পুত্র করিয়াছে। এ বেচারী চাকর, মনিবের অনুসরণ করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে। তাহার পর সে ভদ্রলোক, লেখা পড়ায় লায়েক, সুচিকিৎসক, বিশেষতঃ তাহার নিকট যে মোহর ও টাকা গৃহীত হইয়া ফৌজদারের নিকট জমা দেওয়া হইয়াছে তাহা ত্যাগ করিয়া মৌলবী কখনই যাইবে না। নবাব নাজীম সাহেব শ্রীনগরে ফিরিয়া আসিলেই মৌলবীর বিচার হইবে। সম্ভবতঃ সে খালাস পাইবে, এমত স্থলে সিপাহীরা তাহাকে খাতির করিত, এবং তাহার স্বচ্ছন্দতার জন্যও যত্নবান ছিল।

হিয়াত আলী রাত্রির আহারের পর মৌলবীর প্রস্তুত করা মোদকের এক লড্ডুক ভক্ষণ করিল এবং রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরের মধ্যেই ঘোর অজ্ঞান

অবস্থান পড়িয়া রহিল। মোদক পরীক্ষার্থ সকলেই অল্প মাত্রায় সেবন করিয়া বিশেষ আনন্দ অনুভব করিয়া নিদ্রিত হইয়াছিল। মৌলবী সুযোগ বুঝিয়া নিজের পরিচ্ছদ খুলিয়া রাখিয়া হিয়াত আলীর পোষাক পরিধান করিল এবং তাহার তলোয়ার খানিও কটিতটে বন্ধন করিয়া প্রস্তুত হইল। হিয়াত আলী অন্যান্য কারারক্ষক সিপাহীদিগের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ও পদবীতেও উচ্চ বলিয়া দ্বারের চাবী তাহারই জিম্বায় থাকিত। মৌলবী নেশায় বেহোশ হিয়াত আলীর কোমর হইতে চাবি খুলিয়া লইয়া নিঃশব্দে জেলখানার দ্বার খুলিয়া 'আল্লা হো আকবর' নাম স্মরণ করিয়া বাহির হইয়া যে পথে তাহাকে মন্ত্রী মবারক আলীর বাটী হইতে আনা হইয়াছিল সেই পথে মন্ত্রীর বাটীর নিকটে উপস্থিত হইল। সে বাটীর পশ্চাদ্বর্ত্তী উদ্যানের নিকটবর্ত্তী হইয়া অসি দ্বারা কাষ্ঠময় প্রাচীরের এক স্থানে কাটিয়া পথ পরিষ্কার করিল।

বাবা আলম মন্ত্রীর বাটীর জন্য যে প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার একজন এই সময়ে পাহারা দিতেছিল। সে বাটীর পশ্চাতে কাষ্ঠ ছেদনের ঠক ঠক শব্দ শুনিতে পাইয়া মুরাদ ও আজীজকে জাগাইল। তিনজনে শব্দানুসারে উদ্যানের দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিল, একটী লোক বাটীর দিকে আসিতেছে। তাহারা লুক্কায়িত হইয়া লোকটার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

উদ্যানের প্রবেশ-দ্বারের নিকটে একটী চালা ঘরে নবাবপুত্রের চারিটী ঘোড়া বাঁধা ছিল, সেই স্থানে দুইজন পাঠান চাকর ঘোড়ার সেবা ও পাহারার জন্য অবস্থান করিত, কিন্তু তাহারা পলায়ন করাতে বাবা আলমের আদেশ অনুসারে যে দুইজন লোক ঘোড়াগুলিকে ঘাস জল দিত, তাহারা তথায় থাকিত না। মৌলবী ধীরে ধীরে সেই চালা ঘরে প্রবেশ করিয়া নবাবপুত্রের আরোহণের সেই তাজী ঘোড়াটীর উপর জীন কসিয়া মুখে লাগাম দিয়া তাহার গলায় একটী রজ্জু জড়াইয়া বাহির করিয়া

যেমন চড়িবার উয়োগ করিতেছিল, অমনি মুরাদ তাহাকে পশ্চাদ্দিক হইতে জাপটাইয়া ধরিল, এবং আজীজ অশ্বের মুখের বল্গা ধরিয়া বলিল, "শালা চোর! তুই ঘোড়া চুরি কচ্ছিস?"

মৌলবী "অ্যাঁ, অ্যাঁ, আমি" বলিলে মুরাদ তাহার মুখে এক চপটাঘাত করিয়া বলিল, তুই কে?"

মৌলবী। আমি—মফজ্জল হোসেন—

আজীজ। মফজ্জল হোসেন, কেরে শালা তোর বাড়ী কোথায়?

মৌলবী। আমার বাড়ী লক্ষ্ণৌএ—

তখন আজীজ বলিল, "হাঁ, বুঝেছি, তুই সেই মৌলবী শালা, হারামজাদা আফজলের মন্ত্রী।"

মুরাদ। তুই ত জেলখানায় ছিলি, এখানে এলি কেন?

আজীজ বলিল, "দেখেছ না, শালা সিপাহীর পোষাক চুরি ক'রে সিপাহী সেজে জেলখানা থেকে পালিয়ে এসেছে, এখানে দেয়ালের কাঠ কেটে ঢুকে ঘোঁড়া নিয়ে পালাচ্ছিল।"

তাহার পর মুরাদ চৌকিদারকে ঘোড়ার জীন লাগাম খুলিয়া আস্তাবলে বাঁধিয়া আলো আনিতে বলিল, এবং আজীজের সাহায্যে মৌলবীকে পিঠ মোড়া করিয়া বাঁধিয়া তাহার কোমরের তলোয়ার খানা কাড়িয়া লইয়া তাহাকে টানিয়া বাটীর ভিতরে লইয়া গিয়া বসাইল।

আজীজ কৌতুক করিবার নিমিত্ত স্ত্রীলোকের ছদ্ম নাকীস্বরে মৌলবীকে বলিল, "কি জনাব! 'চাই মেওয়া তরতাজা মজাদার'—মেওয়াওয়ালীকে মনে পড়ে কি? তাকে পঞ্জাবে সয়ের ক'রতে নিয়ে যাবেন না?"

মুরাদ বুঝিতে না পারিয়া তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করিলে আজীজ মেওয়া বিক্রয়ের বৃত্তান্ত বলিল, তখন মৌলবী বুঝিতে পারিল, মেওয়াওয়ালী কে, এবং কি উদ্দেশ্যে ছলনা করিয়া আসিয়াছিল। মৌলবী মনে মনে

বলিতে লাগিল, কি কুক্ষণেই কাশ্মীরে পা দিয়াছিলাম, পদে পদেই নাকাল হ'তে হ'ল।

তাহার পর মৌলবীকে এক ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ মধ্যে হাত পা বাঁধিয়া রাখিয়া দ্বারে তালা বন্ধ করিয়া মুরাদ ও আজীজ শয়ন করিল।

পরদিন প্রাতে বাবা আলম মুরাদ ও আজীজের বাচনিক মৌলবীর জেল হইতে সিপাহী সাজিয়া পলায়ন, প্রাচীরের কাষ্ঠ ছেদন এবং আফজলের সেই তাজি আরবী ঘোড়াটী চুরির উদ্যোগ কালীন ধৃত হইবার বিষয় অবগত হইয়া তাহাকে নবাব নাজীম সাহেবের নিকট চারি জন রক্ষক দ্বারা পাঠাইয়া দিলেন। নবাব নাজীম সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করাইয়া বিচার না হওয়া পর্য্যন্ত জেলখানায় পাঠাইলে কারারক্ষকদিগের হস্তে হতভাগ্যের লাঞ্ছনার সীমা রহিল না। হিয়াত আলীর নেশা ছুটিয়া হোশ হইয়াছিল। সে মৌলবীকে তাহার পোষাক পরিয়া পলায়ন করিবার সংবাদে অতিমাত্র ক্রোধান্বিত হইয়া তাহার মস্তকে পাদুকা প্রহার করিল। মৌলবী আক্ষেপে অশ্রু বিসর্জ্জন পূর্ব্বক কপালে করাঘাত করিতে লাগিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

যুদ্ধ।

কাবুলের আমীর মহম্মদ শা আফজলের পরামর্শে ও উৎসাহে সৈন্য সহকারে কাশ্মীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কাবুলী সৈন্য কাশ্মীরের সীমান্ত প্রদেশে দৃষ্ট হইবা মাত্র ঝাণ্ডীর সঙ্কেত দ্বারা এই সংবাদ শ্রীনগরে প্রেরিত হইল, এবং অবিলম্বে আজীম উদ্দীন ও নবাব নাজীমের পুত্র ওয়াজাদ আলী সৈন্যদিগের সহিত সীমান্ত প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। একটী তুষারাবৃত শৈলনদীর তীরবর্ত্তী এক দুরারোহ উচ্চ পর্ব্বত শিখর লঙ্ঘন না করিলে কাশ্মীরে প্রবেশের উপায় নাই, এজন্য এই পর্ব্বতের উপর আজীম কাবুলীদিগের জন্য প্রতীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়া কিরাত ও অন্যান্য সৈন্যদিগের দ্বারা উপলখণ্ড সংগ্রহ করিয়া এক অনুচ্চ প্রাচীর প্রস্তুত করাইয়া তাহার অন্তরালে সৈন্যদিগকে লুক্কায়িত করিলেন। নদী পার হইয়া ঊর্দ্ধমুখে প্রায় এক মাইল পথ না উঠিলে এই কেল্লায় পৌঁছিবার উপায় নাই। এই পর্ব্বতের উত্তর দিকে অত্যুচ্চ তুষারাবৃত পর্ব্বত, এবং দক্ষিণ দিকে অতীব গভীর গহ্বর ও নদী। এই পর্ব্বত উত্তরে দক্ষিণে প্রায় ৬ মাইল দীর্ঘ, তন্মধ্যে আরোহণের যোগ্য মাত্র এক মাইল স্থান, তাহার পরেই এরূপ খাড়াই, যে তাহা মনুষ্য অথবা অন্য কোন পশুর পক্ষেও আরোহণের যোগ্য নহে। এই গিরি-সঙ্কট পার হইতে পারিলেই কাশ্মীরে প্রবেশ করা সহজ হইবে, নচেৎ অপর অন্য কোন

পথ পশ্চিম দিকে নাই। এই পর্ব্বতের পরেই গভীর শৈলনদী ক্রমেই প্রশস্ত কলেবরে ও ভীষণ বেগে প্রবাহিতা। এই নদীর উপর কুত্রাপি সেতু নাই, এবং সেতু প্রস্তুত করাও অসম্ভব ব্যাপার। কাবুলীরা পশ্চিম দিকের প্রবেশ-পথের এরূপ দুর্গমতার বিষয় অবগত ছিল না।

সীমান্ত প্রদেশে উপস্থিত হইয়া মহম্মদ শা সম্মুখবর্ত্তী পথের সুগমতার বিষয় পরিজ্ঞাত হইবার জন্য কতিপয় সৈন্য অগ্রে প্রেরণ করিলেন। পর্ব্বত-শিখর হইতে ঝাণ্ডীর সঙ্কেত দ্বারা আজীম তাহা জ্ঞাত হইয়া মুরাদকে কতিপয় কিরাত সহ প্রচ্ছন্নভাবে পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা পর্ব্বতের গাত্রে অলক্ষিত থাকিয়া অগ্রগামী পাঠানদিগকে বাণবিদ্ধ করিল। যথাসময়ে সৈন্যেরা প্রত্যাবর্ত্তন না করাতে মহম্মদ শা এবারে এক শত সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ঝাণ্ডীর সঙ্কেতে তাহাদিগের আগমনের বিষয় জানিয়া আজীমও দুই শত কিরাত পাঠাইলেন। এবার প্রকাশ্যভাবে কিরাতেরা ঊর্দ্ধগামী পাঠানদিগকে একবারে দুইটী করিয়া তীরবিদ্ধ করিল। পাঠানেরা বক্ষে তীর লইয়া পথে পড়িতে লাগিল, একজনও ফিরিতে পারিল না।

একশত সৈন্যও যথাসময়ে প্রত্যাবর্ত্তন না করাতে এবার মহম্মদ শা এক সহস্র পদাতিক ও এক শত অশ্বারোহী সৈন্য পাঠাইলেন। আজীম জানিতে পারিয়া এবার দুই সহস্র কিরাত পাঠাইলেন। তাহার প্রায় অধিকাংশ পাঠানই নিহত হইল, কেবল কতিপয় অশ্বারোহী প্রাণ লইয়া পালায়ন করিয়া মহম্মদ শাকে সংবাদ দিতে পারিল। মহম্মদ শা প্রমাদ গণিলেন। ভয়ে ফিরিয়া গেলে কাবুলী পাঠান সৈন্যের কাপুরুষত্ব প্রতিপন্ন হইবে, তুচ্ছ কিরাত ভিন্ন অন্য কোন সৈন্য কাবুলীদিগের সম্মুখীন হইতে পারিবে না। এবার সমস্ত সৈন্য লইয়া মহম্মদ শা যাত্রা করিলেন। আজীম জানিতে পারিয়া কিরাতদিগকে আক্রমণ করিতে নিষেধ করিয়া তথাতেই লুক্কায়িত থাকিতে বলিলেন, উদ্দেশ্য প্রয়োজন মত তাহারা পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিতে পারিবে।

কাবুলীরা পথে হত সৈন্যদিগকে পতিত দর্শনে তাহাদিগকে এক গভীর গহ্বর মধ্যে সমাহিত করিল এবং নিতান্ত মরিয়া হইয়া তুষারাবৃত শৈল-নদী পর্য্যন্ত অগ্রসরের পর তাহারা পর্ব্বতারোহণ-জন্য প্রস্তুত হইল। কুত্রাপি কাশ্মীরী কোন জনপ্রাণী দেখিতে না পাইয়া কাবুলীরা ভাবিল, হয় ত কতকগুলি তীরন্দাজ অলক্ষিত ভাবে পথ রক্ষা করিতেছিল, অল্প সংখ্যক পাঠান সৈন্যকে দূর হইতে তীর দ্বারা বিদ্ধ করিতেও সাহসী হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে এই প্রবল বাহিনীর সম্মুখীন হইতে ভীত হইয়া পলায়ন করিয়াছে। সমস্ত কাবুলীই প্রায় তৃতীয়াংশ পথ উপরে উঠিয়াছে এমন সময় আজীমের লুক্কায়িত সৈন্যেরা সহসা প্রবল বেগে কৃত্রিম প্রাচীরের বড় বড় প্রস্তর খণ্ড গড়াইয়া ফেলিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে হড় হড় শব্দে ঐ সকল শিলাখণ্ড প্রচণ্ড বেগে অধঃপতিত হওয়ায় বহু পাঠান সৈন্যকে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিল। যাহারা পাষাণপিষ্ট না হওয়া অক্ষত শরীরে উপরে চড়িতেছিল তাহাদিগকে ডোগরা সৈন্যেরা বৃহৎ উপল খণ্ডের লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া আহত করিতে লাগিল, এবং কিরাতেরাও তীর দ্বারা বিদ্ধ করিয়া অনেক পাঠানকে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহার পর এককালীন দশটী তোপ ভীষণ গর্জ্জনে গোলা বর্ষণ করিয়া কাবুলীদিগকে বিধ্বংস করিতে লাগিল। ডোগরা সৈন্যেরা দীর্ঘ শূল হস্তে উপর হইতে ধাবিত হইয়া অনেক পাঠানকে নিধন করিতে লাগিল। মহম্মদ শা এক পার্শ্বে এবং আফজল অপর পার্শ্বে অশ্বারোহণে উপরে উঠিতে ছিল। আফজলের অশ্ব প্রস্তরাঘাতে আহত হইয়া পড়াতে সে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ভূমিতে পড়িয়া দৌড়িয়া নিম্নে অবতরণ করিতেছিল। নদীর তট পর্য্যন্ত আসিবামাত্র অপর পার হইতে মুরাদের অব্যর্থ সন্ধানে আফজল বাণবিদ্ধ হইয়া পড়িয়া গেল। যে সকল পাঠানেরা পলায়নের নিমিত্ত নিম্নে অবতরণ করিতেছিল, তাহারা কিরাতদিগের তীরবিদ্ধ হইয়া নিহত হইতে লাগিল।

মহম্মদ শার উৎসাহে তথাপি বহু পাঠান সৈন্য উপরে উঠিতে লাগিল। তখন আজীম ও ওয়াজাদ আলী সমস্ত মোগল, শিখ, ডোগড়া ও কিরাত-সৈন্য লইয়া ভীষণ বেগে উপর হইতে আক্রমণ করিলেন। পাঠানেরা বেগে পর্ব্বতারোহণে ক্লান্ত হইয়াছিল, উপর হইতে আক্রমণকারী ডোগরাদিগের শূল, শিখদিগের দীর্ঘ অসি, এবং কিরাত-দিগের তীক্ষ্ণ অজস্র তীর তাহারা আর অধিকক্ষণ সহ্য করিতে পারিল না; অধিকাংশই নিহত হইল; অবশিষ্টদিগের সহিত মহম্মদ শা রণে ভঙ্গ দিয়া নিম্নে দ্রুতবেগে অবতরণ করিতে লাগিলেন। তাহাতেও নিস্তার নাই, পশ্চাদ্দিকস্থ নদীতীর হইতে ফণ ফণ শব্দে কিরাতদিগের তীরে অনেক পাঠান সৈন্য আহত ও নিহত হইতে লাগিল। তথাপি প্রায় পাঁচ সহস্র সৈন্যসহ অতি কষ্টে মহম্মদ শা শৈলনদীর তুষারময় বক্ষের উপর দিয়া দক্ষিণ মুখে প্রায় দুই মাইল ধাবিত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতারোহণে নিজ রাজ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

আজীমের পক্ষীয় সৈন্যেরা উৎসাহে দ্বিগুণ তেজে নদীপর্য্যন্ত অবতরণ-কালীন আহত পাঠানদিগের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক কষ্টের অবসান করিয়া চলিল। আজীম অসি হস্তে নদীতটে অবতরণ করিয়া নিহত সৈন্যদিগের মধ্যে আফজল খাঁকে মৃতবৎ পতিত দৃষ্টে তাহার সমীপবর্ত্তী হইয়া তাহার বক্ষে উন্মুক্ত অসি বসাইয়া দিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু হঠাৎ কি মনে করিয়া অসি কোষস্থ করতঃ তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। আফজল মুরাদের তীরে সামান্য আহত হইয়া হত সৈন্যদিগের মধ্যে চক্ষু বুঁজিয়া পড়িয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল, রাত্রিতে আক্রমণকারী মোগল সৈন্য চলিয়া গেলে অন্ধকারে উঠিয়া পলায়ন করিবে। আজীমকে সমীপাগত দর্শন করিয়াই মৃত ভাণ করতঃ চক্ষু মুদিত করিল। আজীম তাহাকে সামান্য আহত ও সজীব জ্ঞানে দুই হস্তে আঁকড়াইয়া ধরিয়া অনুগামী সৈন্যদিগকে ডাকিলেন, তাহারা চারিজনে তাহার দুই হস্ত ধারণ করিলে আজীম তাহার

অসি, পেশকব্জ কাড়িয়া লইয়া নিরস্ত্র করতঃ এক সিপাহীর পাগড়ী দ্বারা তাহাকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিলেন। নদীর অপর তীর হইতে মুরাদ কিরাতদিগের সহিত আসিয়া আজীমের নিকটে উপস্থিত হইল, এবং দিবা প্রায় অবসান দর্শনে সকলে আফজলকে বন্ধন দশায় সঙ্গে লইয়া পর্ব্বতোপরি কিল্লায় উপস্থিত হইল।

এই যুদ্ধে মোগল সৈন্যের কতিপয় মাত্র মুসলমান ও শিখ পাঠান-দিগের অসির আঘাতে নিহত হইয়াছিল। কিরাত ও ডোগরা একজনও মরে নাই। কাবুলীদিগের পক্ষে প্রায় পঞ্চদশ সহস্র পাঠান প্রস্তর প্রচাপনে, শূল ও তীরাঘাতে এবং শিখদিগের অসি প্রহারে হতাহত হইয়াছিল। উপরে উঠিয়াই আজীম ঝাণ্ডার সঙ্কেত দ্বারা শ্রীনগরে বিজয়-বার্ত্তা প্রেরণ করিলেন। পর দিন মোগল, ডোগরা, শিখ ও কিরাত প্রভৃতি পাঁচ সহস্র সৈন্য সেখানে রাখিয়া অবশিষ্ট সৈন্যসহ কয়েদী আফজল খাঁকে সঙ্গে লইয়া আজীম ও ওয়াজাদ আলী পথে কৌতুক করিতে করিতে শ্রীনগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। চোর পলাইলে বুদ্ধি বাড়ে, মৌলবীর পলায়ন হেতু এবার বিশেষ সতর্কতার সহিত আফজলের পাহারার ব্যবস্থা করা হইল।
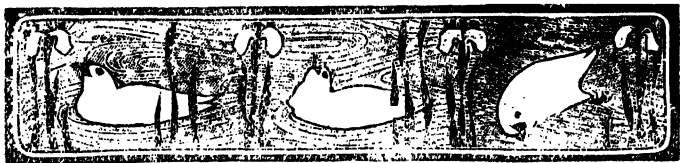
চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

বিজয়োৎসব।

আজীম উদ্দীনের প্রেরিত অশ্বারোহী দূতমুখে যুদ্ধের বিজয়বার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া নবাব নাজীম সাহেব তখনই বাবা আলমের নামীয় আজীমের ক্ষুদ্র পত্র তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং এই শুভ সংবাদ সহরময় রাষ্ট্র করাইয়া দিলেন, কারণ শ্রীনগরের যে সকল স্বেচ্ছাসেবক আজীমের নেতৃত্বে যুদ্ধে গমন করিয়াছিল, তাহাদিগের আত্মীয়েরা বিজয় বার্ত্তায় আশ্বস্থ ও আনন্দিত হইবে। নবাব নাজীমের কন্যা বিবি নুরন্নেহার এই শুভ সংবাদ শ্রবণে আজীমের প্রতি স্বীয় পিতার শুভাভিপ্রায় উৎপাদন জন্য, তাঁহার ভ্রাতা কেমন আছেন জিজ্ঞাসাচ্ছলে পিতার নিকট গমন করিয়া বলিলেন, "বাপ্‌জান! শুনলাম যুদ্ধে নাকি জয় হয়েছে? ভাইজান কেমন আছেন, তাঁর কি কোন পত্র পেয়েছেন?"

নবাব নাজীম আজীমের প্রেরিত পত্র নুরন্নেহারের হস্তে দিয়া বলিলেন, "ওয়াজেদ ভালই আছে এই পত্র পড়ে' দেখ, এতে তারও কয়েক ছত্র লেখা আছে। নুরন্নেহার আজীমের সুন্দর হস্ত লিপিতে, সুন্দর এবারতে যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত অথচ জ্ঞাতব্য বিজয়বার্ত্তা পাঠান্তে স্বীয় ভ্রাতার লিখিত আজীমের বীরত্ব এবং নবাবপুত্র আফজল খাঁকে একাকী ধৃত করিবার বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া বলিলেন, "আজীম উদ্দীন ত তা হ'লে খুব

কাজ করেছেন; নবাবজাদাকে ধরে' 'সর্দ্দার বাহাদুরীর' চেয়েও বেশী বাহাদুরী করেছেন দেখছি?"

নবাব নাজীম। হাঁ, আজীম খুব বাহাদুর বটে, কিন্তু সেই হারামজাদাকে ধরা অপেক্ষা কাশ্মীর রক্ষাই আজীমের বেশী বাহাদুরী। আফজল খাঁকে ধরে' তার দাগাবাজীর প্রতিশোধ দেবার পথ করেছে মাত্র।

নুরন্। এবার আজীমকে কিরূপ পুরস্কার দেবেন ভেবেছেন? এরূপ বাহাদুরীর জন্য একটা বিশেষ রকমের পুরস্কার দেওয়া উচিত।

নবাব। তাই ভাবছি, এবারেও সুধু ফাঁকা উপাধি দেওয়া আর ভাল দেখায় না।

নুরন্। মির্জা মবারক আলী সাহেবের মৃত্যুতে আপনার মন্ত্রীর পদ ত খালি আছে, আজীমকে সেই পদ এই উপলক্ষে পুরস্কার দিলে হয় না? এর আর এক উদ্দেশ্য, গুলনেহার যখন আজীমকেই পতিত্বে বরণ ক'রতে অঙ্গীকার করেছে, তখন তার পিতার পদে তার স্বামীকে নিযুক্ত ক'রলে এক হিসাবে তাকেও তুষ্ট করা, এমন কি অনুগ্রহ করা হয়। আর এতে আপনার দিল্লীর মঞ্জুরীও আনাতে হবে না।

নবাব। আজীম আজও ছেলে মানুষ এই যা কথা, তা ভিন্ন সে কাজের যোগ্য বটে!

নুরন্। যোগ্য বলে যোগ্য, একই হাতে কলম আর তলোয়ার দুই ধ'রতে পারে এমন কজনকে দেখতে পাওয়া যায়! অমন পাঠান জোয়ান আফজল খাঁকে একলা ধরা কি কম সাহস, কম ক্ষমতার কর্ম্ম।

নবাব। তা বেশ তোমার সুপারিশই মঞ্জুর করা গেল।

নুরন্নেহার হাসিয়া বলিলেন, "আমার সুপারিশ অপেক্ষা আজীমের যোগ্যতাই এ ক্ষেত্রে অধিক।"

নবাব। তথাপি আজীমের জন্য তোমার এতটা অনুরোধ, এতটা শুভানুধ্যায়িতার কথা আজীম জা'নতে পা'রলে সে কৃতজ্ঞ হবে।

নুরন্‌নেহার আর কিছু না বলিয়া মৃদু হাসি হাসিতে হাসিতে লজ্জিতার ন্যায় চলিয়া গেলেন।

নবাব নাজীম অদ্য বয়স্থা কন্যার কথা ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন। তিনি নুরন্‌নেহারের বয়সের কথা ভাবিলেন। তিনি বুঝিলেন, ইহাই কুমারী, বয়স্থা কন্যার বিবাহের উপযুক্ত সময়। নুরন্, যে ভাবে আজীমের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিল, তাহাতে তার মনের গূঢ় উদ্দেশ্য বুদ্ধিমান নবাব নাজামের বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তিনি মনে মনে আজীমের রূপ, গুণ, বংশ, অবস্থার কথা ভাবিয়া দেখিলেন; আজীম নুরন্‌নেহারের অযোগ্য নয়, তবে সে গুলনেহারের সহিত বাগদত্ত, তা মুসলমানের একাধিক স্ত্রী গ্রহণ লোকাচার অথবা ধর্ম্মবিরুদ্ধ নয়। নুরন্ যদি ইচ্ছা করিয়া আজীমকে পতিত্বে বরণ ক'রতে চায় তো হ'লে তিনি অনুমতি দিবেন। তিনি অতি সামান্য অবস্থা হইতে স্বীয় কৃতিত্ব প্রভাবে কাশ্মীরের নবাব নাজীমের পদে উন্নীত হইয়াছেন। আজীম সৈয়দজাদা, শিক্ষিত, সাহসী, সৎস্বভাব, বিশেষতঃ ধনবানের পুত্র, দেখিতেও অতিশয় রূপবান যুবক, তবে নুরন্‌নেহার ও গুলনেহার এই দুজনই কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ সুন্দরী, দুজনেই আজীমের প্রতি অনুরক্তা। আজীমের ভাগ্য কোন দিন এতদপেক্ষাও অধিক সুপ্রসন্ন হ'তে পারে, কারণ সৌভাগ্য কেবল কৃতিত্বই প্রতীক্ষা করে না—

"বখ্‌ত দৌলৎ বকারদানী নেস্ত।"

সুন্দর তনু, সুন্দরী স্ত্রী, সুন্দর বাহন সামান্য ভাগ্যের কথা নয়। এই যে কাবুলীদিগের সহিত যুদ্ধে জয়ী হওয়া, ইহাতেও কি আজীমের সৌভাগ্য সূচিত হইতেছে না? এই যুদ্ধে তাঁহার পুত্র ওয়াজেদও গিয়াছিল, কিন্তু তাহার ভাগ্যেত কোনই বাহাদুরীর ঘটনা ঘটিল না? ফলতঃ নবাব নাজীম আজীমের গুণের বিশেষ পক্ষপাতী হইলেন, সে তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করিলে নবাব নাজীম নিজকে বরং সম্মানিত বোধ করিবেন।

এইরূপ চিন্তার পর নবাব নাজীম অন্তঃপুরে নুরন্নেহারের মাতার নিকট কন্যার বয়োপ্রাপ্তি ও বিবাহ সম্বন্ধে কথোপকথন করিয়া আজীমকে কন্যা দানের ঔচিত্যানুচিত্যের বিষয় মীমাংসা করিলেন, এবং আজীমের প্রতি নুরন্নেহারের আনুরক্তির অনুসন্ধান করিতে বলিলেন।

দ্রুতগামী অশ্বারোহী দূত যোগে যুদ্ধের বিজয়বার্ত্তা শ্রীনগরে প্রেরণ করতঃ যথাসময়ে কয়েদী আফজল খাঁ ও বিজয়ী-বাহিনী সমভিব্যাহারে আজীম উদ্দীন ও নবাব নাজীমের পুত্র ওয়াজাদ আলী রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। নবাব নাজীম সাহেব, বাবা আলম শা ও পাত্র মিত্র সকলেই বিজয়ী সৈন্যদিগকে সাদরে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতেছিলেন। ইতিমধ্যে আজীমের পিতা আমজাদ আলী মির্জা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতৃদ্বয় লাহোর ও জম্মু হইতে সপরিবারে গ্রীষ্মকালে শ্রীনগরস্থ-শৈলাবাসে অবস্থান জন্য আসিয়াছিলেন। তাঁহারাও এই অভ্যর্থনা-দলে যোগদান করিয়াছিলেন। আজীম অশ্ব হইতে অবতরণ করতঃ ক্রমে নবাব নাজীম সাহেব, বাবা আলম শা, স্বীয় পিতা ও ভ্রাতৃদ্বয়কে অভিবাদন ও বন্দনা করিলে তাঁহারাও এক এক আলিঙ্গন দ্বারা তাঁহাকে আপ্যায়িত ও আশীর্ব্বাদ করিলেন।

নবাব নাজীম সাহেবের আদেশে অদ্য শ্রীনগরে আনন্দোৎসব আরম্ভ হইল। নগরের প্রবেশ দ্বারে পত্র পুষ্প লতিকা দ্বারা বিচিত্র তোরণ রচিত হইয়াছিল। রাজবর্ত্মের উভয় দিকে বিজয়-কেতন উড্ডীন হইয়াছিল। নগরবাসিনী বহু সুন্দরী রমণী সুপরিচ্ছদ পরিহিতা কুসুমাভরণে ভূষিতা হইয়া মঙ্গল গানে প্রবৃত্তা হইয়াছিল। রজনীতে আলোকমালায় নগর, বিশেষতঃ হ্রদ-হৃদয় শোভিত হইয়াছিল ও আনন্দ বর্দ্ধক অনেক আতস বাজীর ব্যবস্থা হইয়াছিল।

বাবা আলমের সহিত যোদ্ধৃবেশে আজীম ও মুরাদ মৃতমন্ত্রী মবারক আলীর গৃহে গুলনেহারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন।

গুলনেহার ও আজীম পরস্পর প্রেমালিঙ্গনের পর আফজল খাঁ ধৃত হইয়া শ্রীনগরে আনীত হইয়াছে, এতদুপলক্ষে উভয়ে ক্ষণকাল কৌতুক করিলেন। আজীমের জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া প্রণয়ীযুগল অনেক দিন পরে আজ একত্রে ভোজন করিয়া আনন্দিত ও তৃপ্ত হইলেন। তাহার পর শিবিকারোহণ পূর্ব্বক আমীনা ও হাসিনাকে সঙ্গে লইয়া গুলনেহার আজীমের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে তাঁহাদিগের বাটীতে চলিলেন। বহু দিনের পর গুলনেহার আজীমের মাতা ও ভগ্নী আজনবীর সহিত মিলিতা হইয়া পরমানন্দ অনুভব করিলেন। যথাসময়ে নুরন্নেহারও শিবিকারোহণে অনুচরী কিঙ্করী পরিবৃতা হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং সখী গুলনেহার ও আজনবীর সহিত আনন্দ উৎসবে যোগদান করিলেন।

ধনীশ্রেষ্ঠ আমজাদ আলী মিঞা প্রতিবৎসরই সমভূমি হইতে স্বীয় শ্রীনগরস্থ আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নাগরিক ভদ্রবিশিষ্ট, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরস্পর সন্দর্শন উপলক্ষে পান ভোজন নৃত্যগীতাদি দ্বারা আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকেন। এ যাত্রায় সেই বাৎসরিক প্রীতি-ভোজনই স্বীয় কৃতী পুত্র আজীমের যুদ্ধের বিজয়োৎসব উপলক্ষে বিশেষ সমারোহসহকারে সম্পন্ন করিলেন। ভোজ্য ও পেয় দ্রব্যের বহুল প্রকার ভেদ, প্রাচুর্য্য ও উৎকৃষ্টতার সহিত ভ্রাতৃত্রয়ের আদর ও অভ্যর্থনা যোজিত হওয়াতে নিমন্ত্রিতেরা পরম তৃপ্তির সহিত পান ভোজন করিলেন। আহারের অব্যবহিত পরেই নৃত্য গীত আরম্ভ হইল। কাশ্মীরের বিখ্যাত নর্ত্তকী পরীজান, মুন্নাজান, সুগায়িকা নন্নীজান, গুল্‌পিয়ারী প্রভৃতি, এবং ওস্তাদ মহবুব আলী, বীণকার আতাউল্লা বিখ্যাত ভাঁড় অর্থাৎ বিদুষক ভণ্ড কামালকে আহ্বান করা হইয়াছিল। কুসুমদাম-ভূষিতা অপ্সরী-বিনিন্দিতা সুন্দরী পরীজান ও মুন্নাজান সেই বিচিত্র সজ্জিত মজ্‌লিসে মুজরা আরম্ভ করিল। সঙ্গে সঙ্গে ভাঁড়ের ভঙ্গী রঙ্গময় অনুকরণে বাহবা পড়িয়া গেল। তাহার পর কোকিলকণ্ঠা

গায়িকাদিগের মুজরা হইল। তাহার পর বীণকার ও সর্ব্বশেষে মহবুব আলীর জলদমন্দ্র সুললিত খেয়ালের তানে প্রশংসার উল্লাসধ্বনি উঠিল। নিমন্ত্রিতেরা অতীব তুষ্ট হইয়া ক্রমে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর নবাব নাজীম, বাবা আলম ও আমজাদআলী একত্রে বসিয়া কথা বার্ত্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। খল আফজল খাঁর ষড়যন্ত্রে কাবুলের আমীর কর্ত্তৃক কাশ্মীর আক্রমণ কাণ্ডে আজীম যেরূপ বিবেচনা, দক্ষতা, সাহস ও বীরত্বের সহিত আততায়ী কাবুলীদিগকে পরাস্ত করিয়া আফজলকে কয়েদ করিয়া আনিয়াছে, তাহাতে সমস্ত কাশ্মীরবাসী বিশেষ উপকৃত। আজীমকে পুরস্কৃত করিবার জন্য মৃত মন্ত্রী মবারক আলীর শূন্যপদে তাহাকে নিযুক্ত করিতে মনস্থ করিয়াছেন, কারণ যুবক হইলেও আজীম সর্ব্বাংশেই এই পদের যোগ্য। আগামী কল্য আফজলের বিচার হইবে, তখন তিনি বাবা আলম, আমজাদ আলী, আজীম ও গুলনেহারের তথায় উপস্থিত থাকা বাঞ্ছনীয় মনে করেন। গুলনেহারকে মাদক দ্রব্য সেবনে অজ্ঞান করিয়া তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে শঠতাক্রমে বিবাহ করা শাস্ত্র বিরুদ্ধ, এজন্য আফজলের দ্বারা তালাক-নামা লেখাইয়া লইতে হইবে। এই সকল পরামর্শের কথা শ্রুত হইয়া আজীম গুলনেহার ও নুরন্নেহারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অন্দরে গমন করিলেন।

আজীমের মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হইবার শুভ সংবাদে গুলনেহার, নুরন্নেহার, আজীমের মাতা, ভগ্নী ও ভ্রাতৃবধূ প্রভৃতি পৌরাঙ্গনারা সকলেই অতীব সন্তুষ্ট হইলেন। খল আফজল আজীম কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া শ্রীনগরে আনীত হইয়াছে, কল্যই তাহার বিচার হইবে, তখন তাহার দ্বারা তালাক-নামা লেখাইয়া লওয়া হইবে, এই কথা শুনিয়া নুরন্নেহার কৌতুক করিয়া বলিলেন, "যা হোক সইকে আর বিধবা হ'তে হ'ল না, আর আমিও বদলীর দায় হ'তে বাঁচলুম।"

গুলনেহার হাসি মুখে বলিলেন "সই! তুমি যে দেখছি ভোগের আগেই প্রসাদের ব্যবস্থা করে' বসে' আছ!"

নুরন্। কেন সই! ভোগ ত দেওয়া হয়ে গিয়েছে।

গুল। আগে তালাক দিতে দাও, তার পর তোমার রাজীনামা বাতিলের দরখাস্ত মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে পেশ ক'রবে, তিনি যদি মঞ্জুর করেন, আর তাতে অপর পক্ষের কোন ওজর আপত্তি না থাকে তবেই বাঁচলুম বলতে পারবে! তার পর সে চালাক যদি তালাক নাই দেয় তখন?

নুরন্। তখন তোমায় আমরা বিধবা ক'রতে উঠে পড়ে লাগব। তার পর যার মাল তাকে বুঝিয়ে দিলেই আমার রাজীনামা বাতিল হবে; তবুও মঞ্জুরের ভার যখন মন্ত্রী মহাশয়ের হাতে, তখন তাঁকে না হয় কিছু নজর সেলামী দিয়ে রাজী করা যাবে।

গুল। মন্ত্রী সাহেবের সেলামীটা এই বেলা একটী গেয়ে আদায় কর। আজ বিজয়োৎসব, আর ঢের দিন তোমার গান শোনা হয় নি।

এই কথায় উপস্থিত সকলেই সায় দিয়া বিশেষ অনুরোধ জানাইলে আজীমের ভগ্নী আজনবী একটী সরদ আনিয়া দিল। নুরন্নেহার সরদের সুর মিলাইবার সময় পলকের জন্য আজীমের নয়নে নয়নার্পণ করতঃ গাইতে লাগিলেন।—

বেহাগ।

সুখদ বসন্ত নিশীথে,
কে জাগে আকুল প্রাণে।
জাগে গগনে চন্দ্রমা তারা
চকোর চন্দ্রিকা পানে,
জাগে কুলবধূ হৃদয়ে অলিবঁধু
তোষে অমিয় মধু দানে।

জাগে কুমুদী হরষে সরসে
চাঁদনী পরশে হাসি বয়ানে,
জাগে মন্দ মলয় সমীর
জাগে বিরহিণী নয়নে নীর,
জাগে কানন কোকিল কুজনে
পাপিয়ার পিয়া পিয়া গানে ॥

গান শুনিয়া সকলেই তুষ্ট হইলেন। সেই নিস্তব্ধ নিশীথে কমকণ্ঠী কামিনীর হৃদয়ের উচ্ছ্বাসের, প্রাণের আবেগের প্রীতির গীত আজীমের মর্ম্মস্পর্শ করিল তিনি প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি দ্বারা আনন্দ জ্ঞাপন করিলেন।

অনন্তর রাত্রি দ্বিপ্রহরের অধিক হওয়াতে গুলনেহার আজীমের মাতার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। রমণী-সভা ভঙ্গ হইল। আজীম রক্ষক সঙ্গে দিয়া গুলনেহারকে বাটীতে পাঠাইয়া গৃহে ফিরিতেছিলেন, এমন সময় কিঙ্করী পরিবৃতা নুরন্নেহার তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার হস্তধারণ পূর্ব্বক বাটীর বহির্দ্দেশে গমন করিলেন। জম্মুর সেই গুপ্ত সন্দর্শনের পর অদ্য এই গুপ্ত ক্ষণিক মিলন। উভয়ে আলিঙ্গনের পর নুরন্নেহার বলিলেন, "প্রিয়তম্! তোমার নিজের যোগ্যতাই মন্ত্রীর পদ প্রাপ্তির কারণ হ'লেও আমিও বাপজানকে অনুরোধ করেছিলাম, তার কারণ তোমায় সম্মানিত দেখাই আমার সুখ।"

আজীম। অত বড় সম্মানের পদের যোগ্য কি আমি? তুমি অনুরোধ ক'রে ভালর পরিবর্ত্তে ভুল ক'রেছ।

নুরন্। সে কি আজীম! ভুল কি? তুমি সর্ব্বাংশেই সুযোগ্য। আমার প্রিয়তমকে সম্মানিত করাতে আমার যে উদ্দেশ্য আছে; এখন আর আমাদের মিলনে বাধা থা'কবেনা, আমার পিতা মাতার আর অমত হবে না।

আজীম। তা হ'লেও গুলকে রাজী ক'রতে হবে। আমার অবস্থা দেখতে পাচ্ছত? এ সম্বন্ধে আমার নিজের উপর আমার আর স্বাধীনতা নাই।

নুরন্। আমি সইএর হাতে ধরে', পায় ধরে', ভিক্ষা মাগব।

আজীম। বিষম সমস্যা, স্ত্রীলোক কি নিজেরটীকে পরকে দিতে চায়? সাধ্বী নিজের প্রাণ দিতে পারে, তবু পতি পরকে দিতে পারেনা। গুল কি রাজী হবে?

নুরন্। আমিত তোমায় একলাই নিজস্ব ক'রতে চাচ্ছিনা, না হয় সইএর দাসী হয়েও তোমার সেবা করব,—

এইবার নুরন্নেহার আর বলিতে পারিলেন না, আজীমের মুখপানে চাহিলেন। তাহার পর বাস্পবিগলিত নেত্রে কাতর গদ গদ স্বরে বলিলেন, "তাতেও যদি গুল রাজী না হয়, আমি তার আর তোমার সাক্ষাতে প্রাণত্যাগ ক'রব—তোমায় না পেলে এ ছার প্রাণে প্রয়োজন কি?"

নুরন্নেহারের শেষ কথায় আজীমের প্রাণ স্পর্শ করিল, তিনি তাঁহাকে সাদরে হৃদয়ে ধরিয়া চুম্বন করিলেন তাঁহার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, "যাও নুরন্! এখন বাড়ী যাও, খোদা তালার যা মর্জ্জি তাই হবে, ভবিষ্যতের গর্ভে যা লুকানো আছে, তার অন্যথাচরণ করা মানুষের ক্ষমতার অতীত ব্যাপার। পরমেশ্বরকে ডাক তিনি যা ক'রবেন, তা ভালর জন্যেই হবে, এবং তাই ভাগ্য বলে' মেনে নিতে হবে।

অনন্তর, নুরন্নেহার আজীমকে আলিঙ্গন করতঃ বিদায় হইয়া অনুচরীকে শিবিকা আনিতে বলিলেন। আজীম নিজেই শিবিকা বাহক দিগকে ডাকিয়া সঙ্গে আলোক ও রক্ষক দিয়া নবাবপুত্রীকে গৃহে পাঠাইয়া বাটীতে প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

আফজল খাঁর বিচার।

বিজয়োৎসবের পরদিন অপরাহ্নে কয়েদী আফজল খাঁ ও মৌ মফজল হোসেনকে নবাব নাজীম সাহেবের সমক্ষে বিচারার্থ উপস্থিত করা হইল। উভয় কয়েদীরই হাতে হাতকড়া এবং কোমরে মজবুত দড়ী বাঁধিয়া চারিজন সিপাহী তাহা ধরিয়া আটজন অস্ত্রধারী সিপাহীর পাহারায় বিচারালয়ে উপস্থিত করিলে কাজী মফজ্জল ইসলাম বিচারাসনে সমাসীন হইলেন। বাবা আলমশাহ, আমজাদ আলী মিঞা, ও আজীম উদ্দীন যথা সময়ে সমাগত হইলে নবাব নাজীমের দক্ষিণে ও বামদিকে তাঁহাদিগের উপবেশনের জন্য আসন প্রদত্ত হইল। বিবি গুলনেহারও সেই সময়ে নবাব নাজীম সাহেবের অন্তঃপুরে নুরননেহারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উভয় সখীতে বিচার দেখিবার জন্য যবনিকার অন্তরালে উপবেশন করিলেন। নাগরিক বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বিচার দর্শনার্থ সমাগত হইয়া অভিবাদনান্তে মুসলমানী রীত্যানুসারে পদদ্বয় লুক্কায়িত ভাবে বসিলেন।

আজীম উদ্দীন সর্ব্বসমক্ষে নবাব নাজীম সাহেবের আদেশে প্রতিজ্ঞাবদ্ধরূপে মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইয়া তাঁহার উপদেশ অনুসারে কয়েদী আফজল খাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া কাজী সাহেবের সমীপে দাখিল করিলেন। পেশকার সেই অভিযোগ পত্র পড়িয়া কয়েদীকে শুনাইল।

অভিযোগ ঃ—

মোগল সাম্রাজ্যের অধীন পঞ্জাবের অন্তর্গত মালের কোটলা নামক ক্ষুদ্র করদ-রাজ্যের নবাব মনস্থুর আলী খাঁর পুত্র আফজল ইসলাম খাঁ কাবুলের আমীর মহম্মদ শা দুরানীর সহিত গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া দিল্লীশ্বর বাদশাহ সেলামতের খাস রাজ্য কাশ্মীর প্রদেশ কাবুলী পাঠান সৈন্য সহকারে স্বয়ং আক্রমণ করায় বিশ্বাসঘাতকতা ও রাজ-দ্রোহিতার অপরাধ করিয়াছে। এই খল আফজল ইসলাম খাঁ কতিপয় অনুচর সমভিব্যহারে কাশ্মীরের মৃত প্রধান মন্ত্রী মির্জা মবারক আলী সাহেবের বাটীতে অতিথি হইয়া ছদ্ম বেশে অবস্থান কালীন এই যুদ্ধের ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে এক গুপ্ত সাঙ্কেতিক পত্র লিখিয়া একজন ছদ্ম ফকীর বেশধারী পাঠান অনুচরের হস্তে যাহা প্রেরণ করিয়াছিল, তাহা দৈবক্রমে ধৃত হওয়াতেই কাশ্মীর আততায়ী শত্রুর হস্ত হইতে এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছে। উক্ত পত্রানুসারে কাবুলের আমীরের গুপ্তচররূপে আফজল খাঁ কর্ত্তৃক কাশ্মীর, নাভা, চম্বু, বসাহরি ও নাহান এই পঞ্চ শৈলরাজ্যের হিন্দু প্রজাদিগকে বিদ্রোহী হইতে উত্তেজিত করা, যুদ্ধের ষড়যন্ত্র করা, এবং কাবুলী সৈন্যদিগের সহযোগে বাদশাহী কাশ্মীরী সৈন্যের সহিত স্বয়ং যুদ্ধ করার জন্য রাজদ্রোহিতার প্রথম অভিযোগ; এবং দ্বিতীয় অভিযোগ এই যে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রী মবারক আলী সাহেবের বাটীতে মিত্রবেশে অবস্থান কালীন তাঁহার কন্যা বিবি গুলনেহারকে মাদক দ্রব্য সেবনে অজ্ঞান করাইয়া তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে শঠতাক্রমে খল আফজল খাঁ তাঁহার পাণি গ্রহণ করায় প্রবঞ্চনার অপরাধ হইয়াছে। অতএব তাহার অবৈধ কার্য্যের বিচারান্তে দণ্ডদানের প্রার্থনা।

কাজীসাহেব অভিযোগ শ্রবণ করিয়া কয়েদী আফজল খাঁকে বলিলেন, "এই উভয় অভিযোগ সম্বন্ধে তোমার কি বক্তব্য আছে, বল?"

আফজল খাঁ কাজী সাহেবের প্রশ্নের কোনই উত্তর দিল না, মাথা

নীচু করিয়া রহিল। কাজী ক্রমে তিনবার প্রশ্ন করিয়াও কোন উত্তর না পাইয়া তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। তাহার পর শঠতাক্রমে বিবাহ করিবার অপরাধে তাহাকে তালাক দিতে বলিলে, তাহাতেও নবাবপুত্র নীরবেই রহিল, হাঁ না কিছুই বলিলনা। তখন কাজীসাহেব বাবা আলম ও নবাব নাজীম সাহেবের অভিমত গ্রহণে এই ধর্ম্মবিরুদ্ধ অবৈধ বিবাহ বাতিল করিয়া বিবি গুলনেহারকে সম্বন্ধ হইতে রেহাই দিলেন।

অতঃপর দ্বিতীয় কয়েদী মৌলবী মফজ্জল হোসেনের নামে প্রথম অভিযোগ, দিল্লীশ্বরের প্রজা হইয়া ষড়যন্ত্রকারী খল আফজল খাঁর দুরভিসন্ধির ও দুষ্কৃতির সহায়তা করিবার জন্য কাশ্মীরে আগমন; এবং দ্বিতীয় অভিযোগ, মিত্রবেশে অবস্থান কালীন বিবি গুলনেহারকে মাদক দ্রব্য সেবন করাইয়া অজ্ঞান অবস্থায় অবৈধ বিবাহে প্রবৃত্ত করা; তৃতীয় অভিযোগ, কয়েদ থাকা কালীন জেলখানার রক্ষক হিয়াতআলীকে মাদক দ্রব্য সেবন করাইয়া তাহার অজ্ঞান অবস্থায় রাত্রিতে জেল হইতে পলায়ন ও আফজল খাঁর ত্যক্ত অশ্বটী অপহরণের প্রয়াস।

কাজী সাহেব কয়েদীকে উক্ত অভিযোগের সম্বন্ধে তাহার কোন বক্তব্য আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে, মৌলবী নিজের দোষ স্বীকার করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, এবং অতিশয় কাকুতি মিনতি পূর্ব্বক ক্ষমা চাহিল।

মৌলবী বলিল। "হুজুর! আমি বড় গরীব, পেটের দায়ে চাকরী স্বীকার করে' মুনিবের মন যোগা'তে গিয়ে যা অপরাধ করেছি, তারপর জেল হ'তে পালিয়ে প্রাণ বাঁচা'তে যে বেআইনী কার্য্য ক'রে বসেছি, তার জন্য বান্দাকে মাপ ক'রতে মর্জ্জী হয়। নবাবজাদা কাশ্মীরে হাওয়া খেতে এসেছিলেন এই কথাই আমি বিশ্বাস করতুম, তিনি যে ভিতরে ভিতরে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র কচ্ছিলেন, খোদা কসম, আমি তার বিন্দু বিসর্গ কিছুই

জানিনা। তবে বিবি গুলনেহারের সাদীর সম্বন্ধে তাঁকে নেশার দ্রব্য খাইয়ে বেহোশ করার মতলব নবাবজাদার, আর সেই মতলব থেকেই জেলখানার রক্ষক হিয়াতআলীকে নেশা খাইয়ে বেহোশ করে' আমি পালিয়ে বাঁ'চতে চেষ্টা করি, এ ভিন্ন আর কোন কসুর করি নাই। আমি নেহাত গরীব, লক্ষ্ণৌয়ে আমার জরু, লেড়কা, বাচ্চা ভুখা মৌতাজ আছে, আমার দুঃখের রোজগার করা যে টাকা সরকারে মোজুত আছে তাই জরিমানা করে' আমায় খালাস দেওয়ার হুকুম হোক।"

মৌলবীর কাকুর্ব্বাদে অনেকেরই মনে দয়ার উদ্রেক হইল। কাজী সাহেব তাহাকে তিন বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন এবং বলিলেন, "যদি তুমি কারাদণ্ড ভোগ সময়ে আর কোন রূপ দুষ্কার্য্য না কর, তাহ'লে নবাব নাজীম সাহেব তোমার নিকট হ'তে প্রাপ্ত টাকা ওয়াপস দেওয়ার পক্ষে বিবেচনা ক'রবেন।"

মৌলবী কৃতকর্ম্মের শাস্তিভোগে বাধ্য হইয়া সজল নয়নে সকলকে সেলাম করিয়া রক্ষীগণের সহিত কারাগারে চলিল।

আগামী কল্য প্রাতে আফজল খাঁর প্রাণদণ্ড হইবে ঘাতককে এই আদেশ প্রদত্ত হইলে রক্ষীরা তাহাকে পৃথক কারাগারে লইয়া গেল।

সন্ধ্যা সমাগতপ্রায় দর্শনে ও বিচারকার্য্য শেষ হওয়াতে দর্শকেরা সকলেই সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। বাবা আলম বলিলেন, "আফজল খাঁ নিজের দুষ্কৃতির আর কোন প্রতিবাদ না করে' জাতীয়তার পরিচয় দিয়েছে। পাঠানেরা স্বভাবতঃই উগ্র প্রকৃতি ও দাম্ভিক। এরা বরং মৃত্যু স্বীকার ক'রবে, তবু দেমাগ ছাড়বে না।"

নবাব নাজীম বলিলেন, "ক্ষমাভিক্ষা যখন নিরর্থক, তখন নীরবে দণ্ডগ্রহণ করাই সঙ্গত মনে করে, আফজল খাঁ কোন উত্তর দেয় নাই।"

আজীম বলিলেন, "আফজল খাঁ কাপুরুষ, লড়াই শেষ হ'তে না হ'তে হত-আহত কাবুলী সৈন্যের মধ্যে মৃতের ভাণ করে' পড়ে ছিল। আমি যখন

তাকে গেরেফতার করি, তখন অক্ষত শরীরেও কোনরূপ বাধা দেয় নাই। সহজেই আত্মসমর্পন করেছিল।”

নবাব নাজীম। হাঁ, কাপুরুষেরাই প্রাণের মায়ায় মৃতের ভাণ করে। আফজল বীর পুরুষ নয়, তা হ'লে শঠতাক্রমে সাদী ক'রবে কেন? বিশেষতঃ ও বিবাহিত। যদিও আমাদিগের ধর্ম্মমতে একাধিক স্ত্রীগ্রহণের বিধি আছে, তথাপি এক স্ত্রী সত্বে অপর স্ত্রী গ্রহণ কেবল ইন্দ্রিয় চরিতার্থতা মাত্র। কিন্তু স্ত্রীকে ধর্ম্মপত্নী, সংসারে সুখ দুঃখের সঙ্গিনী, দাম্পত্য প্রণয়ের পাত্রী জ্ঞানে গ্রহণ করাই যেন খোদা তালার অভিপ্রেত বলে' মনে হয়।

নবাব নাজীম শেষের কথাগুলি বলিয়া জ্ঞানবৃদ্ধ বাবা আলমের পানে চাহিলে বৃদ্ধ প্রবীণ ফকীর বলিলেন “যথার্থ দাম্পত্য প্রেম একাধিক স্ত্রীতে সম্ভবেনা। এই জন্যই খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে একমাত্র স্ত্রী গ্রহণ প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়েছে। হিন্দুদিগের মধ্যেও ‘এক নারী ব্রহ্মচারী’ পুরুষের, আর একমাত্র পুরুষের পরিণীতা সহধর্ম্মিণী হওয়াই স্ত্রীলোকের সতীত্ব ও পাতিব্রত্য ধর্ম্ম। বাস্তবিক একই পুরুষের একই স্ত্রী গ্রহণ সুখের ও সম্প্রীতির কারণ হয়; অন্যথায় পুরুষের বহুদার গ্রহণ যদি ব্যভিচার না হয়, তা হ'লে স্ত্রীলোকেরও বহু পুরুষে উপরতা হওয়া ব্যভিচার হ'তে পারেনা। পুরুষেরা যেমন আপনাপন স্ত্রীকে সতী সাধ্বী হ'তে ইচ্ছা করে, স্ত্রীলোকেরা কি সেইরূপ নিজ নিজ স্বামীকে সৎ ও সাধু দে'খতে চায় না? বাস্তবিক, সংসারে ব্যভিচারের স্রোত প্রবাহিত হ'লে সমাজ শিথিল ও মমতা বন্ধন শূন্য হয়। তার পর সহপত্নী বা সপত্নীদিগের মধ্যে মনোমালিন্য, অসদ্ভাব, ও বিবাদ বিসম্বাদ অনিবার্য্য। বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদিগের মধ্যে দ্বন্দ্ব কলহের ত কথাই নাই।”

আজীম মনে মনে এই মতেরই ঔচিত্য উপলব্ধি করিয়া নুরন্নেহারের ঐকান্তিক আগ্রহের কথা স্মরণ করিলেন, এবং গুলনেহারের প্রতিই যে তাঁহার আন্তরিক ভালবাসা তাহাও অনুভব করিলেন।

যবনিকার অন্তরালে নুরন্‌নেহার স্বীয় জনকের অভিমত, বিশেষতঃ বাবা আলমের তাহা সমর্থন শ্রবণে আজীমের সহিত গুলনেহারের উদ্বাহ প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়া নিজের আন্তরিক আগ্রহের বিষয় ভাবিলেন, এবং স্বগত বলিতে লাগিলেন, "তবে কি বাপজানের কাছে আমার প্রার্থনা ব্যক্ত ক'রলে তিনি তা অগ্রাহ্য ক'রবেন, তবে কি আমি আজীমকে পাবনা ?" আজীম গুলকে আর আমাকে বিয়ে ক'রলে গুল কি অসুখী হবে ? নুরন্‌নেহার ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেননা, তিনি এক বিষম চিন্তাসাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে সভা ভঙ্গ হইল। বাবা আলম শা, আমজাদআলী মিঞা নবাব নাজীম সাহেবের নিকট বিদায় হইয়া ধীর ধীরে গৃহাভিমুখে গমন করিলেন।

গুলনেহার নুরন্‌নেহারের নিকট বিদায় গ্রহণ করতঃ শিবিকায় রক্ষক-পরিবৃতা হইয়া নিজ গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আজীম স্বীয় পদের কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে নবাব নাজীমের নিকট কতিপয় উপদেশ গ্রহণ করিয়া গুলনেহারের শিবিকার অনুগমনে তাঁহার পিত্রালয়ে উপস্থিত হইলেন।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

খাজানা গায়েব।

নবাবপুত্র আফজলের বিচারকার্য্য শেষ হইবার পর আজীমউদ্দীন গুলনেহারের অনুগমনে তদীয় আলয়ে উপস্থিত হইলে গুলনেহার তাঁহার জলযোগের আয়োজন করাইলেন, এবং উভয়ে একত্রে পান ভোজন কালীন গুলনেহার বলিলেন, "বাপ জানের মৃত্যুর পূর্ব্বে অবশাঙ্গের সময় যখন তুমি অজ্ঞান অবস্থায় ছিলে, তখন আমি তাঁর চোখের ইশারা অনুসারে বাবা আলমের সাহায্যে যে কথা গুলি লেখিয়ে নিয়ে জা'নতে পেরেছি আজ তোমায় তা দেখাব।"

এই বলিয়া গুলনেহার কৃষ্ণমর্ম্মর নির্ম্মিত একটী হাতবাক্স খুলিয়া তাহার পিতার কথিত বাক্যের লিপি বাহির করিয়া আজীমের হস্তে দিলেন। আজীম তাহা পাঠ করিয়া দেখিলেন, গুলনেহার যে ঘরে অবরুদ্ধ ছিলেন তাহার ভিত্তির অভ্যন্তরে ধন লুকায়িত থাকিবার কথা তাহাতে লিখিত আছে। আজীম বলিলেন, "এ লুকানো ধনের কথা বাবা আলম জানেন, তাঁকে কোন ভয় নাই, কিন্তু অন্য কোনও লোকে যেন এ কথা জা'নতে না পারে, কারণ তিন জনের ছয় কানের গোচর হইলেই গুপ্ত কথা ব্যক্ত হয়ে পড়ে। এ কথা রাষ্ট্র হলে লোকে অনর্থক কত কল্পনা জল্পনা হৈচৈ ক'রবে, নবাব নাজীম সাহেব জা'নতে পা'রলে হয়ত কত ধন, কি বৃত্তান্ত জা'নতে ইচ্ছা ক'রতে পারেন। মানুষের ধন, আর পরমায়ূর কথা গোপন থাকাই ভাল, বিশেষতঃ গুপ্ত ধনের বিষয় গোপন রাখাই সদ্যুক্তি। তুমি মেয়ে মানুষ তাই তোমায় সতর্ক করে'

দিচ্ছি, কারণ মেয়ে মানুষের পেটে কথা থাকে না। তোমার সই নুরন্নেহারকেও এ কথা ব'লবে না। আচ্ছা এখন তুমি এ ধন সম্বন্ধে কি ক'রতে ইচ্ছা কর?"

গুল। কত ধন, কিরূপ অবস্থায় আছে আমি একবার ভিত খুঁড়ে দেখতে চাই।

আজীম। তা হ'লে মুরাদকে মাত্র জা'নতে দেওয়া হ'বে, সে ভিত খুঁড়ে আমাদের সাহায্য ক'রবে, আর কোন লোক থাকবে না।

গুল। তা হ'লে কালই খোঁড়া যাক্‌না? লোহার সিঁন্দুকে ধন আছে, তাহার চাবী এই বাক্সের ভেতরকার চোর কুঠরীতে আছে।

অনন্তর গুলনেহার হাতবাক্সের অভ্যন্তরে একটী লোহ কিলক টিপিবা মাত্র এক গুপ্ত প্রকোষ্ঠের আবরণ অপসৃত হইল। তিনি সেই গুপ্ত কুঠুরী হইতে একটি রজতবৎ ধাতু নির্ম্মিত কুঞ্জিকা বাহির করিলেন। সেই কুঞ্জীর সহিত পট্ট সূত্রাবদ্ধ এক লেফাফা দৃষ্ট হওয়াতে গুলনেহার তাহা খুলিয়া তন্মধ্যে তাহার পিতার স্বহস্ত লিখিত এক খণ্ড কাগজ পাইলেন, এবং তাহা পড়িয়া আজীমের হস্তে দিয়া বলিলেন, "পড়ে' দেখ, বাপজান তাঁর ইয়াদদাস্তের (স্মারক) বহিতে "খাজানা গায়েব" (গুপ্তধন) নামক প্রবন্ধ প'ড়তে বলেছেন।"

আজীম কাগজখানি হস্তে লইয়া পড়িলেন—"যে কেহ আমার ওয়ারিশ এই প্রকোষ্ঠস্থিত চাবীর বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিবে সে আমার ইয়াদদাস্ত পুস্তকের মধ্যে 'খাজনা গায়েব' নামক প্রবন্ধ পড়িয়া দেখিবে।"

ইত্যবসরে গুলনেহার একটী আলমারী হইতে মৃত মন্ত্রী মবারক আলীর স্বহস্ত লিখিত ইয়াদদাস্ত পুস্তক বাহির করিয়া আনিলেন, এবং 'খাজনা গায়েব' নামক প্রবন্ধ খুলিয়া আজীমের সহিত একত্রে পড়িতে লাগিলেন।

১০০১ সাল ৩রা রোমজান—

অতি প্রাচীন কালে কাশ্মীরে হিন্দুদিগের রাজত্ব ছিল। গজনীর

Bharat Mihir Press, Calcutta.

মহম্মদ শাহের কাশ্মীর আক্রমণ কালে হিন্দু রাণী চন্দ্রাবতী সতীত্বভয়ে আত্মহত্যা করেন। আমার এই বাটী যে স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছে এই স্থানেই রাজকীয় ধনাগার ছিল। আমার বাটী নির্ম্মাণ আরম্ভ হইলে ভূমি খনন কালীন কৃষ্ণ মর্ম্মর নির্ম্মিত এই হাত বাক্সটি বাহির হইয়া পড়ে। প্রাপ্ত সময়ে বাক্সটী আবদ্ধ ছিল। অনেক যত্নেও খুলিতে পারা যায় নাই, পরে লাহোরের এক জন প্রাচীন বিচক্ষণ কারিগর দ্বারা বাক্স খুলিয়া তন্মধ্যে সাতটী প্রাচীন স্বর্ণ মুদ্রা এবং চোর কুঠরীতে রৌপ্যাবৎ কঠিন ধাতু নির্ম্মিত একটী চাবী ও নাগরী অক্ষরে লেখা একখণ্ড কাগজ প্রাপ্ত হওয়া যায়। একজন হিন্দু পণ্ডিত দ্বারা কাগজ খানি পড়াইয়া প্রস্তরময় মন্দিরের প্রকোষ্ঠ মধ্যে রাণী চন্দ্রাবতীর ধন রক্ষিত আছে বলিয়া জানিতে পারি। তৎকালে মন্দিরের অভ্যন্তর শূন্য ছিল, তন্মধ্যে ধন দেখিতে না পাইয়া উহা কোন পূর্ব্ব সময়ে অপরের হস্তগত হইয়া থাকিবে এইরূপ মনে করি, পরে আমার স্ত্রীর পরামর্শে ভিত খনন করিবার মনস্থ করিলে সেই দিবস গভীর রাত্রিতে আমি এক অদ্ভূত স্বপ্ন দর্শন করি। অতি পরমা সুন্দরী উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময়ী অনুমান পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়স্কা মধ্যমাকৃতি এক দেবী সর্ব্বালঙ্কার ভূষিতা, মস্তকে স্বর্ণ মুকুট পরিহিতা, বিচিত্র পট্টাম্বরা আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া নির্দেশ স্বরে বলিলেন, "তুমি মন্দিরের ভিত খনন করিয়া গুপ্ত ধনাগার দর্শনের ইচ্ছা করেছ, কৃষ্ণ মর্ম্মর নির্ম্মিত মঞ্জুসার মধ্যে, ধনাগারের কুঞ্জিকাও পেয়েছ, কিন্তু সাবধান, এ গুপ্তধন তুমি স্পর্শ করো' না, এ ধনাধার তিনি তিনশত বৎসর পরে পৃথিবীতে পুনরায় জন্মগ্রহণ ক'রে এই ধন পাবেন। আর কেহ এই ধন গ্রহণ ক'রলে তাহার মৃত্যু হবে, অতএব সাবধান।"

এই বলিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। পরদিন আমি আমার স্ত্রীকে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত ও দেবীর নির্দেশবাক্য গুলি বলিলাম। তিনি শুনিয়া হাস্য করিলেন, কিছু বলিলেন না। তদবধি আমি গুপ্তধনাগার দর্শনের আশা

ত্যাগ করিয়া ভিত খননে নিবৃত্ত ছিলাম। আমার কন্যা গুলনেহারের জন্মের দুই বৎসর আট মাস পরে রাজকীয় কোন বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে আমি কিছুদিনের জন্য দিল্লীতে গিয়াছিলাম। সেই সময়ে আমার স্ত্রী গুলনেহারের ধাত্রী বিশ্বস্থা ফতেমার সাহায্যে মন্দিরের ভিত খনন করাইয়াছিলেন। গুপ্তধনাগারের মধ্যে তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন এবং তাহা হইতে যাহা গ্রহণ করিয়া অকস্মাৎ জ্বরাক্রান্ত হইয়া তৃতীয় দিবসেই মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছিলেন, তদ্বিবরণ তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি স্বহস্তে যাহা লিখিয়া আমার জন্য রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা অবিকল নিম্নে লিখিত হইল।

জনাব খামিন্দ—

স্বপ্ন মিথ্যা জ্ঞানে আমি গুপ্তধনের কৌতুহলের বশবর্ত্তিনী হইয়া স্বপ্নদৃষ্টা দেবীর নিষেধবাক্য না মানিয়া যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, তাহার প্রতিফল স্বরূপ অকালে আমার প্রাণ বিয়োগ ঘটিল। আমি হীনবুদ্ধি স্ত্রীলোক তাই এই কর্ম্মফল পাইলাম, কিন্তু আমি জীবন দিয়াও যে অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় রত্নরাশী দর্শন করিয়াছি তাহার প্রত্যেকটীই পৃথিবীতে নিতান্ত দুর্লভ ও অমূল্য। আপনি দিল্লী যাওয়ার পর তৃতীয় দিবসে আমি গুলনেহারের ধাত্রী বিশ্বস্থা ফতেমাকে কোরাণ শরীফ হাতে দিয়া কসম খাওয়াইয়া আমরা দুইজনে গোপনে মন্দিরের ভীত খনন করিতে আরম্ভ করি। পাঁচ দিনে অবসর সময়ে খনন করিতে করিতে প্রায় চরি হাত নিম্নে এক শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত প্রকোষ্ঠ দেখিতে পাই। কৃষ্ণ প্রস্তরের হাতবাক্স হইতে শ্বেতাভ ধাতুর চাবী বাহির করিয়া তদ্দ্বারা ধনাগারের দ্বার খুলিয়া আলোক হস্তে প্রকোষ্ঠের মধ্যে প্রবেশ করি। প্রকোষ্ঠে বিবিধ রত্ন মণি মাণিক্য হইতে নানা বর্ণের উজ্জ্বল আলোকময় জ্যোতি দেখিয়া আমি অবাক হইয়াছিলাম। প্রকোষ্ঠের তাকে কতই মণি মাণিক্য স্তরে স্তরে সাজান রহিয়াছে তাহা গণনা করা অল্প সময়ের কার্য্য নহে। প্রকোষ্ঠটী অনুমান দশ হাত দীর্ঘ, ছয় হাত প্রস্থ ও চারি হাত

গভীর হইবে। আমি চারিটী সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়াছিলাম। সর্ব্বাপেক্ষা এক ছড়া মতির হার আর একটী খুব বড় হীরা আমার পছন্দ হওয়াতে রুমালে বাঁধিয়া কোমরের কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া লইয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলাম, এবং প্রকোষ্ঠের দ্বার চাবী দ্বারা বন্ধ করিয়া মন্দিরের বাহির হইলাম। ফতেমা গুলকে কোলে করিয়া বাহিরে পাহারা দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাকে ধনরত্নের কথা গোপন করিয়া বলিলাম, কুঠরীর ভিতরে কিছু নাই ইঁদুরের মাটী আরসোলার গু, এই মাত্র দেখিয়া সাঁপ থাকার ভয়ে পালিয়ে এসেছি। তার পর ফতেমার দ্বারা প্রকোষ্ঠের উপরে কিছু মাটি চাপা দিয়া পরে লোক দ্বারা সমস্ত মাটি পিটাইয়া প্রস্তর ফলকদ্বারা পূর্ব্ববৎ করিয়া দিতে আদেশ দিলাম এবং আমি গুলকে কোলে লইয়া আমার ঘরে প্রবেশ করিয়া লোহার সিন্ধুকের মধ্যে মতির হার ও হীরা রুমালে বাঁধা অবস্থায় রাখিলাম।

ইহার পর দিন আমার জ্বর হইল। রাত্রিতে জ্বরের প্রকোপে নানা দুঃস্বপ্ন দেখিলাম। আজ জ্বর প্রবল হওয়াতে হকীম ডাকাইলাম, কিন্তু আপনার স্বপ্ন সত্য, আমার দুষ্কর্ম্মের ফলে আমার প্রাণবিয়োগ হইবে, আপনার জন্য এবং হোসেন আর গুলের জন্য অনেক আক্ষেপ করিলাম। লোভের বশীভূতা হইয়া যাহা আনিয়াছি, তাহা পুনরায় ধনাগারে ফিরাইয়া দিব, স্বপ্নদৃষ্টা দেবীর উদ্দেশ্যে কত সকাতর সবিনয় প্রার্থনা করিলাম, আমার দোষ ক্ষমা করিয়া প্রাণ রক্ষার জন্য কতই কাকুতি মিনতি স্তব স্তুতি করিলাম, কিন্তু জ্বর ক্রমেই প্রবল হইতে লাগিল। অবশেষে জীবনে হতাশ হইয়া শয্যায় শয়ন করিয়া এই শেষ পত্র লিখিলাম। মতির মালাছড়া গুলকে দিবেন, হীরাটী আপনি রাখিবেন, আপনার অভাবে তাহা হোসেন পাইবে। দেখা হইল না এই আক্ষেপ রহিল—আমার আদাব জানিবেন, জীবনে অনেক সময় আমার স্বভাবের উগ্রতা ও অবাধ্যতার দ্বারা আপনাকে বিরক্ত করেছি, তাহা

ক্ষমা করিবেন। হোসেন আর গুলকে দেখিবেন, ইহারা যেন বিমাতার হাতে পড়ে' কষ্ট না পায় এই আমার শেষ প্রার্থনা—

বৃহস্পতিবার রাত্রি।— আপনার সেবিকা বসিরুন্ নেসা।

গুলনেহার বলিলেন, "অহো! এরই জন্যে মার অকালে মৃত্যু হয়েছে?"

আজীম। এখন দে'খলে এ গুপ্তধন গ্রহণ করা সহজ কথা নয়। এ ধনের আশা ত্যাগ কর, আর একথা কাকেও ব'লোনা, কারণ এরূপ গুপ্ত ধনের অধিকারী একমাত্র রাজ্যের রাজা, এ ধনে প্রজার অধিকার নাই। এখন তুমি লোহার সিঁন্দুক খুলে মতির হার আর হীরাটী বের কর, দেখা যাক কিরূপ।

অনন্তর গুলনেহার লোহার সিন্দুক খুলিয়া রুমালে বাঁধা মতির মালা ও হীরা বাহির করিলেন। উভয়ে দেখিলেন, মতিগুলি কপোতডিম্বাপেক্ষা ঈষৎ ক্ষুদ্র, সুগোল ও অতীব উজ্জ্বল, সংখ্যায় একান্নটী। হীরকখানি অতি বৃহৎ। আলোকে প্রতিভাত হইয়া অতি উজ্জ্বল আভা বিকীরণ করাতে যুবক যুবতী দেখিয়া প্রশংসা করিলেন। আজীম মতির মালা গুলনেহারের গলায় পরাইয়া দিলেন এবং তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন। গুলনেহার বলিলেন, "এখন এ হার খুলে রাখি, বিয়ের দিন প'রবো, তাহলেই মায়ের শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করা হবে।"

তাহার পর আজীম বিদায় গ্রহণ করিয়া বাটীর দিকে চলিলেন। গুলনেহার মালা ও হীরক পূর্ব্ববৎ রুমালে বাঁধিয়া লোহার সিন্দুকে রাখিয়া পিতার ইয়াদদাস্তের পুস্তকে লিখিত অন্যান্য কথা পড়িতে লাগিলেন। অনেক ক্ষণ নানা কথা পড়িয়া পুস্তকের এক স্থলে স্বীয় ভ্রাতা সরফরাজ হোসেনের এবং পিতার মৃত্যুর তারিখ লিখিয়া পুস্তক যথাস্থানে রাখিলেন।

———০———

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

শাহজাদি।

পর দিন প্রাতে নবাবপুত্র আফজলের প্রাণদণ্ড হইবে তজ্জন্য আজীম প্রত্যুষেই নবাব নাজীম সাহেবের প্রাসাদে গমন করিয়া শুনিলেন নবাবপুত্রের পূর্ব্বরাত্রিতে মৃত্যু হইয়াছে। কিরূপে তাহার মৃত্যু হইয়াছে তাহা প্রহরীরা কেহই বলিতে পারিল না। নবাব নাজীম সাহেব অনুমান করিলেন, হয়ত কোন হীরকাঙ্গুরী তাহার সহিত ছিল, তাহাই চুষিয়া আফজল ইসলাম আত্মহত্যা করিয়াছে, কিন্তু তাহার বস্ত্রাদির মধ্যে কতিপয় স্বর্ণমুদ্রা ভিন্ন হীরকাঙ্গুরী দৃষ্ট হইল না। যাহা হউক তাহার কবর দিবার ব্যবস্থা করিয়া নবাব নাজীম আজীমকে বলিলেন, "কাল তোমরা চলিয়া যাওয়ার পরে দিল্লী হইতে এক ফর্ম্মান (আদেশ পত্র,) পেয়েছি। শাহজাদী জাহানারা কাশ্মীরে সয়ের ক'রতে আসবেন, তাঁর সঙ্গে অন্যান্য বেগম, আত্মীয়ারা অনেকে আসবেন, লোকজন রক্ষক প্রভৃতি হাজার লোক আসবে। এক রেসালা, এক তোপ খানা, দুই পল্টন সিপাহী, আমীর ওমরা, লোক লস্কর পাঁচ হাজার লোকের জন্য রসদ যোগাড় ক'রতে হবে। এখানে রাজপরিজনগণের থাকবার যে সকল ইমারত আছে আমি সে সমস্তের মেরামতের ব্যবস্থা করাচ্ছি, তুমি আর ওয়াজেদ দুজনে আজই জম্মুযাত্রা কর। সঙ্গে একশত সিপাহী আর পাঁচশত বেগারী নিয়ে যাবে, যাতে রসদ ও বেগার সব বিষয়ের আঞ্জাম উত্তম রূপে হয় তাই তোমরা দুজনে তদ্‌বির করবে।"

আজীম নবাব নাজীম সাহেবের প্রদত্ত ফর্দ্দান দৃষ্টে সম্ভাবিত লোক গুলির এক ফর্দ্দ করিয়া কি প্রকারের কত রসদ, কত দিনের জন্য সংগ্রহ করিতে হইবে, পর্ব্বতে আরোহণ জন্য কত পালকী, কত ডোলী, কত অশ্ব, কত অশ্বতর, কত উষ্ট্র, কত ভারবাহী লাগিবে তাহা সবিশেষ লিখিয়া লইলেন। ব্যায়ের জন্য অনুমান পাঁচ হাজার টাকা খাজানাখানা হইতে গ্রহণের ব্যবস্থা হইল। জম্মুর কর্ম্মচারী এবং উহার চতুষ্পার্শবর্ত্তী গ্রামের প্রধান ব্যক্তিদিগের নামে রসদ ও বেগার সরবরাহ করিবার পরওয়ানা লেখাইয়া লইলেন। নবাব নাজীমের অভিমত অনুসারে তাঁহার পুত্র ওয়াজাদ আলী তথায় উপস্থিত হইলে তাঁহাকে আজীমের সাহায্য জন্য জম্মু যাত্রার আদেশ দেওয়া হইল। নবাব নাজীমসাহেব পুত্রকে বলিলেন "তুমি দিল্লীর দরবারের আমীর উমরা কর্ম্মচারী অনেকের সহিত পরিচিত, আজীম নূতন লোক, এজন্য তোমাকে সঙ্গে পাঠাচ্ছি, যাতে কার্য্য সুসম্পন্ন হয়, মিলে মিশে ক'রবে।"

অনন্তর আজীম উদ্দীন প্রস্তুত হইবার জন্য বাটীতে চলিলেন। তিনি গুলনেহারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এবং বাবা আলমের নিকট বিদায় লইয়া নিজবাটীতে উপস্থিত হইলেন। পিতা মাতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া আফজলের উৎকৃষ্ট আরবী ঘোড়া সজ্জিত করাইয়া মুরাদের সহিত নবাব নাজীম সাহেবের নিকটে উপস্থিত হইলেন। অনুগামী সিপাহী ও ভার-বাহী বেগারী লোকেরা উপস্থিত হইলে দিবা প্রায় দুইটার সময় আজীম ও ওয়াজাদ আলী যাত্রা করিলেন। তাঁহারা প্রথম দিন প্রথম আড্ডাতে অবস্থান করিলেন। রজনীতে আহারাদি সম্পন্ন হইলে আজীম ও ওয়াজাদ আলী একই তাঁবুতে শয়ন করিয়া নানারূপ কথাবার্ত্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। ওয়াজাদ আলীর অনেক বার দিল্লীতে যাওয়ার কথা উঠিল। বাদশা-জাদী জাহানারা সয়ের করিতে কাশ্মীরে আসিতেছেন। জাহানারা আলমগীর বাদশাহের সর্ব্ব কনিষ্ঠা কন্যা। বাদশাহের মৃত্যু হওয়াতে

রাজ্য কাহার হইবে তাহার স্থিরতা নাই। রাজপুত্র দিগের মধ্যে নানারূপ ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধ বিগ্রহ চলিতেছে। মোওয়াজীম, আজীম ও কমবখ্‌শ তিন ভ্রাতাই দিল্লীর তক্তের জন্য লালায়িত। এই অশান্তির সময় দিল্লীতে থাকা নিরাপদ নহে, এ জন্যই প্রাচীনা বেগমেরা বাদশাজাদীকে লইয়া কাশ্মীরে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন।

ওয়াজাদ আলীর প্রমুখাৎ আজীমউদ্দিন এই পর্য্যন্ত শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বাদশাজাদীর এখন বয়স কত?"

ওয়াজাদ। এই সতের আঠার, কিন্তু তত দেখায় না, একটু বেঁটে, ঈষৎ কৃশাঙ্গী তাই, প্রায় পনের বছরের বলে' বোধ হয়।

আজীম। তা হ'লে তুমি তাঁকে দেখেছ, চেহারা কেমন?

ওয়াজাদ। চেহারা? অমন চেহারা তুমি দেখ নাই, সাক্ষাৎ পরী, কিম্বা যেন গোলাপ ফুল, মাথার চুল হাঁটু পর্য্যন্ত পড়েছে, যেমন নাক, মুখ, চোখ, তেমনি হাত, পা, কোমর; সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী। হঠাৎ দেখলে একখানি ছবি বলে' বোধ হয়।

আজীম। বাদশাজাদীর সাদী হয় নি?

ওয়াজাদ। আজ ও হয় নি। কোন বরই বাদশার পছন্দ হ'ত না। তিনি ব'লতেন, যেমন তার কন্যা পরমাসুন্দরী, তেমনি পরম সুন্দর কোন বাদশাজাদা, কিম্বা নবাবজাদা না হ'লে বিবাহ দেবেন না। আর বাশাজাদীও বাপের দুলালী, নেহাত আদুরে মেয়ে, কোন যুবককেই তাঁর পছন্দ হয় না। তার পর গত শীতের প্রারম্ভে বাদশার মৃত্যু হওয়াতে রাজ্যময় যে গোলযোগ ঘটেছে তাতে, আর বিবাহের নাম কে করে।

আজীম। তুমিও ত নবাবজাদা, বেশ খুবসুরত জোয়ান, তুমি ওম্মেদোয়ার হওনি?

ওয়াজাদ। সেই জন্যেই ত এত দিন দিল্লীতে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কিন্তু

ভবি ভোলবার নয়। আমার হয়ে নুরন্‌নেহার কত ওম্মেদোয়ারী করেছে, তা বাদশাজাদী বলে, আজও তার বিয়ের বয়স হয় নি।

আজীম। বোধ হয় তোমার উপরেই মনে মনে রাজী হয়েছেন, নইলে কাশ্মীরে আসবেন কেন?

ওয়াজদ। বাপজানও আমায় সেই জন্যই তোমার সঙ্গে পাঠিয়েছেন, এর মতলব খোশামদ, দেখি যদি কোন প্রকারে রাজী ক'রতে পারি।

আজীম। "হক ইয়া হ্যায় কি খোশমেদমেঁ খোদা ভি রাজী হ্যায়।" আর "হিম্মতে মর্দ্দ, মদদে খোদা।" হেম্মত আর তদ্বির কর, তোমার ইরশাদ (কামনা) পূর্ণ হ'তে পারে।

ওয়াজাদ কপালে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন "তক্‌দির না হলে তদ্বিরে কোন ফল হয় না, দুবছর যাবৎ কতই তদ্বির ক'রলাম, কিন্তু আমার তক্‌দির নারাজ।

আজীমের মনে নুরন্নেহারের কথা স্মরণ হইল। তিনি বলিলেন, দুবছর বেশী সময় নয়, কত জন যে চার বছর উম্মেদ করে শেষে বহু ইন্তেজারির পরে আপন আশকের রাজীনামা পায়।

ওয়াজাদ আপসোস করিয়া মৃদুস্বরে গাইতে লাগিলেন।

ইন্তেজারী মেঁ মেরি জান গয়ীরে।
অ্যায় পরী নাদান তেরি দোস্তী মেঁ।
নজরাভি মারী, মুখড়া মুসকারী,
ল্যাচারী ঝকমারী সে জান গয়ীরে।
অ্যায় পরী নাদান তেরি দোস্তী মেঁ।
ক্যা কারসাজী নখড়া নারাজী
দাগাবাজী মেজাজী সে জান গয়ীরে।
অ্যায় পরী নাদান তেরি দোস্তী মেঁ॥

আজীম হাসিয়া বাহবা দিলেন।

ওয়াজাদ বলিলেন, "ইয়ার। এ দিল্লীর লাড্ডু, যো খায়া সো পছতায়া, যো না খায়া সো ভি পছতায়া।"

আজীম নিরাশ প্রণয়ীকে আশা ভরসা দিয়া পরে উভয়ে শয়ন করিলেন। ওয়াজাদ মনে মনে শাহজাদী জাঁহানারার নিরুপম মূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন। আজীমও যে নিশ্চিন্তমনে শয়ন মাত্রই নিদ্রাকে আলিঙ্গন করিলেন, এমত নহে। তিনিও মানস-নয়নে প্রণয়িনী গুলনেহারকে একবার দেখিলেন, এবং ভাবিলেন, জাঁহানারা কি তার চেয়েও সুন্দরী? হবে, আশ্চর্য্য কি! কিন্তু লোকে কথায় বলে, 'যার রান্না খাই নাই সে বড় রাঁধুনী, আর যার রূপ দেখি নাই সে বড় সুন্দরী'। যদি কোন দিন দে'খতে পাই, তবে চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হবে।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

আত্মপ্রকাশ।

একদা অপরাহ্নে নবাব নাজীম সাহেব নিশ্চিন্ত মনে একাকী বসিয়া হাফেজকৃত হাতেমতাই নামক গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার কন্যা নুরন্‌নেহার তথায় উপস্থিত হইয়া একখানি অনুচ্চ আসনে উপবেশন করিলেন। ক্ষণকাল পরে গ্রন্থ হইতে নেত্র অপসারিত করিয়া তনয়ার মুখপানে সস্নেহ দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক নবাব সাহেব সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ব'লতে চাও নুরন্‌?"

নুরন্‌। বাপজান! আপনার হয়ত মনে আছে, কয়েক দিন পূর্ব্বে আপনার নিকট কোন প্রার্থনা জানাব বলেছিলাম, আজ সেই সম্বন্ধে কিছু কথা ব'লতে চাই।

নবাব। হাঁ মনে পড়েছে, তা বল্‌, কি ব'লতে চাও।

নুরন্‌। মূলকথাগুলি ব'লবার পূর্ব্বে আমি জানতে চাই, কুমারী কন্যার পক্ষে স্বয়ম্বরা অর্থাৎ নিজে নিজের বর মনোনিত করে' বিবাহিতা হওয়া উচিত না, পিতা, মাতা, আত্মীয়, অভিভাবকেরা যে বর পছন্দ করে দেন, তাই গ্রহণ করে' সন্তুষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য?

বুদ্ধিমান নবাব নাজীম সাহেব স্বীয় অনূঢ়া কন্যার এবম্বিধ প্রশ্নের কিছু নূতনত্ব অনুভব করিয়া মৃদুহাস্য সহকারে বলিলেন, "বৎসে! কুমারী কন্যারা যদিও শৈশবে ঘরের বাহির হয়ে' থাকে, বয়স কালে তারা অন্তঃপুরে পর্দ্দানসীন হয়ে থা'কতে বাধ্য হয়, তখন বাহিরের কোন

লোকজনকে দেখতে, বা কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা ব'লতে পারে না, সুতরাং তারা কোন লোকের ভাল মন্দ কোন কথাই জা'নতে পারে না, তখন তারা অজ্ঞাত কুলশীল কোন যুবকের চরিত্রের বিষয়ও জ্ঞাত হ'তে পারেনা, এজন্য পিতা, মাতা, আত্মীয়, অভিভাবকেরা তার ভালর জন্যই দেখে শুনে, ভাল মন্দ জেনে কোন সচ্চরিত্র, সৎকুলোদ্ভব, সজ্জনকে তার বররূপে মনোনিত করে' বিবাহ দিয়ে থাকেন, কারণ অন্তঃপুরবাসিনী কুমারী কন্যার পক্ষে নিজে নিজের বর নির্ব্বাচন প্রায় অসম্ভব ব্যাপার; তবে যে দেশে অন্তঃপুরে বাস ও অবগুণ্ঠন প্রথা নাই, সে দেশের স্ত্রীলোক মাত্রেই পুরুষের ন্যায় স্বাধীনতা, এমন কি স্বতন্ত্রতা পায়, যারা ইচ্ছানুরূপ সর্ব্বত্র যাতায়াত করতে পারে, সকলের সহিত অবাধে মিশতে পারে, তাদের পক্ষে স্বয়ম্বরা হওয়া বিচিত্র ব্যাপার নয়, কিন্তু তেমন স্ত্রী-স্বাধীনতার দেশে স্ত্রীলোকের চরিত্র যে অধিকাংশ স্থলেই পবিত্র থাক'তে পারে না, তা বলাই বাহুল্য।

নুরন্। না বাপজান! আমি স্ত্রীলোকের স্বাধীনতার পক্ষপাতিনী নই, অবরোধ প্রথার কথাই বলছি। বয়স্থা কুমারী কন্যা যদি কোন সুন্দর, সচ্চরিত্র, সদ্বংশজাত যুবকের প্রতি আসক্তা হয়ে' তাকেই পতিত্বে বরণ ক'রতে মনস্থ করে, তাহ'লে তার ইচ্ছার অনুমোদন করা পিতা, মাতা, অভিভাবকগণের কর্ত্তব্য কি না?

নবাব। হাঁ, তেমন স্থলে, এই যেমন গুলনেহারের কথাই ধর, গুল আজীমকে বাল্যাবধি ভালবেসেছে, তাকে সর্ব্বাংশেই নিজের যোগ্য বর মনে করে' তাকেই পতিত্বে বরণ ক'রতে শা কলন্দরের দরগায় যখন কসম করে' ফেলেছে, তেমন স্থলে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অজ্ঞাত অপরিচিত বিশেষতঃ দেশবৈরী, ষড়যন্ত্রকারী আফজল খাঁকে মনোনিত করা তার পিতার পক্ষে কোন মতেই বুদ্ধিমানের কাজ হয় নাই। কিন্তু এরূপ ঘটনা অতি বিরল।

নুরন্। আমিও তাই বলছিলাম, যদি কোন বয়স্থা কুমারী কন্যা কোন সুন্দর, সজ্জন, গুণবান, সদ্বংশজাত যুবককে দেখে তাকে দেহ মন, প্রাণ সমর্পণ. ক'রে থাকে, তাহ'লে তার সেই পুরুষ শ্রেষ্ঠকে পতিত্বে বরণ-কামনা পূর্ণ করা পিতা মাতা, আত্মীয়, অভিভাবকের পক্ষে কর্ত্তব্য কি না।

নবাব। হাঁ, তেমন স্থলে যদি পিতা মাতা আত্মীয় অভিভাবকেরা কোন বাধা জনক বিষয় দে'খতে না পান, তা হ'লে কুমারী কন্যার বর নির্ব্বাচন অনুমোদন ক'রতে পারেন।

নুরন্। তার পর আমার আর একটী সন্দেহ ভঞ্জন করুন। কোন পুরুষের কোন কারণে, ধরুণ,কারো প্রাণের অনুরোধে, একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করা সঙ্গত কি না।

নবাব। পুরুষের একাধিক স্ত্রী গ্রহণ আমাদিগের ধর্ম্মমতে আর মুসলমান সমাজের প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে দূষণীয় নয়, তবে "দুই সতীনের ঘর, খোদা রক্ষা কর," এই যে প্রবচন শু'নতে পাওয়া যায়, তার অর্থ সপত্নীদিগের মধ্যে ঈর্ষা, মনোমালিন্য, বিবাদ বিসম্বাদ ঘটে বলেই দুই সতীনের ঘর করনা প্রায় সুখের হয় না। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হিসাবে সুস্থ, সবল, সংযমী পুরুষের একাধিক স্ত্রী গ্রহণ অন্যায় নয়।

নুরন্। দুই সতীন যদি দুই বোন হয়?

নবাব। স্বার্থ এমনি জিনিস, দুবোনেও সতীন হ'লে ঝগড়া হয়।

নুরন্। যদি বোনের চেয়েও অধিক সই হয়, আর দুজনই নিঃস্বার্থ হয়, ঝগড়া ঝাঁটী না করে।

নবাব। তা হ'লে একাধিক স্ত্রী গ্রহণে কোন বাধা নাই।

এইবার নুরন স্বীয় পিতার উভয় পদে মস্তক রাখিয়া মুখ লুকাইয়া কাতরবাক্যে বলিলেন, "বাপজান আমি আজ চার বৎসর যাবৎ আজীম মিঞাকে দেখে মনে মনে তাঁকে আত্মসমর্পণ করেছিলাম, তার পর

আজীম এই বার জম্মু যাওয়াতে তাঁর সঙ্গে সেই খানা খাওয়ার রাত্রিতে দেখা করে তাঁকে রাজী করেছি, এখন আপনি অনুমতি দিন, এই আমার প্রার্থনা।"

নবাব নাজীম স্বীয় কন্যার কথায় বিস্ময়ান্বিত হইলেন, কিন্তু রাগ করিলেন না। তিনি তনয়ার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তুলিয়া বলিলেন, "তুমি কি আজীমকে স্বামী বলে' গ্রহণ করে বসেছ?"

নুরন্। (অবনত মস্তকে) হাঁ বাপজান। তিনিও আমার সকাতর প্রার্থনায় আমাকে ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ ক'রতে বাগদত্ত হয়েছেন।

নবাব। গুলকে এ কথা বলেছ কি?

নুরন্। আজও বলিনি, তার কারণ আপনার অনুমতি না পেয়ে বলা ভাল মনে করি নাই।

নবাব। আমি যদি অনুমতি না দিতাম?

নুরন্‌নেহার স্বীয় কটিতটে আবদ্ধ স্বর্ণমণ্ডিত কোষ হইতে একখানি পেশকব্জ নিষ্কোষিত করিয়া বলিলেন, "তা হ'লে এই মুহূর্ত্তেই আপনার সাক্ষাতে এই খানি বুকে বসিয়ে দিয়ে আপনার প্রদত্ত এ শরীর ত্যাগ ক'রতাম।"

নবাব শিহরিলেন, এবং বলিলেন, "তা আর ক'রতে হবে না, আমি মৃত মবারক আলীর মত নিজের জেদ বজায় রা'খতে চাই না" এই বলিয়া কন্যার মাথায় হস্ত দিয়া বলিলেন, "আমি মন খুলে দোয়া কচ্ছি, আমার প্রদত্ত শরীর তুমি সুখে ভোগ কর, আজীম ফিরে এলেই এবার গুল আর তোমার বিবাহ একত্রে দিব।"

নুরন্‌নেহার নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া যুক্তকরে পিতার পদে বারংবার সেলাম ও চুম্বন করিয়া হাস্যমুখে বিদায় হইলেন।

নবাব নাজীম বুঝিলেন, বয়স্থা কন্যার প্রার্থনা পূরণ করিয়া তিনি সদ্বিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন, নচেৎ মনঃক্ষুণ্ণা হইলে নুরনোর আত্মহত্যা

করা বিচিত্র কথা নয়। আজীমের প্রতি আসক্তি বশতঃই দিল্লীতে বিবাহ প্রসঙ্গে পীড়ার ভাণ করিয়া নুরন্ আমীর ওমরাহগণের যোগ্য পুত্রদিগকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি ইহাও বুঝিলেন, আজীমের যে মনোহর রূপ তাহাতে গুলনেহার নুরন্নেহারের ন্যায় সুন্দরী যুবতী স্ত্রীলোক মাত্রেই তাহার প্রতি আসক্ত হইবে। দিল্লী হইতে যে বাদশাজাদীকে অভ্যর্থনাসহ অভিগমন করিতে আজীম জম্মু গিয়াছে তিনিও সুন্দরী ষোড়শী যুবতী, আজীমকে দেখিয়া কি করেন বলা যায় না; তবে আজীম চরিত্রবান যুবক, নুরন্নেহারের বিশেষ অনুরোধে, বোধ হয় আত্মহত্যার ভয়ে তাকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ ক'রতে অগত্যা রাজী হয়ে থাকবে, কিন্তু বাদশাজাদী নিরতিশয় অভিমানিনী, আজীম সহজে রাজী না হ'লে তিনি অনুনয়ের পরিবর্ত্তে রাগ করিবেন, তা করুন, তাহাতে কিছু মাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না, ওয়াজেদ যদি রাজী হয়, তার সঙ্গে জাঁহানারার বিবাহ দেওয়াইয়া দিব।

মনে মনে এইরূপ অনেক কথা চিন্তা করিয়া সন্ধ্যা সমাগত দর্শনে নবাব নাজীম পুস্তক রাখিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রচ্ছন্ন দর্শন।

বলা বাহুল্য পথে পাঁচদিন আড্ডায় আড্ডায় অবস্থানের পর আজীম ও ওয়াজাদ আলী জম্মুতে উপস্থিত হইয়া রসদ এবং ভারবাহী বেগার, যান বাহন সংগ্রহ করিয়া তিন দিন প্রতীক্ষা করিবার পর দিল্লী হইতে সদল বলে বাদশাজাদী জম্মুতে দর্শন দিলেন। ওয়াজাদ পূর্ব্বপরিচিত আমীর ওমরা ও রাজকর্ম্মচারীদিগের সহিত কাশ্মীরের নূতন মন্ত্রী মির্জা আজীম উদ্দীন আহম্মদ সর্দ্দার বাহাদুরের পরিচয় করাইয়া দিলেন। আজীমের পরম সুন্দর চেহারা ও বিনয় সৌজন্যতায় সকলেই তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। নবাব নাজীম সাহেবের বাটীতে শাহজাদী ও বেগমদিগের পরিচারিকা ও প্রহরী সহকারে অবস্থানের ব্যবস্থা করা হইল। অন্যান্য লোকেরা যথাযোগ্য তাঁবুতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এই সময়ে পঞ্জাবে গ্রীষ্মের প্রকোপ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল। জম্মু পর্ব্বতমালার সানুদেশে অবস্থিত হইলেও মধ্যাহ্নে গ্রীষ্মের উষ্ণ নিশ্বাস তথায় অনুভূত হইত। দিল্লী হইতে সমাগত রাজ পরিজনেরা এই প্রদেশ অপেক্ষাকৃত অনুষ্ণ বোধ করিলেন। তাঁহারা সায়াহ্নের প্রাক্কালে মৃদুল মলয়ানিল সঞ্চারিত, বিহঙ্গগণের উল্লাস কূজন রঞ্জিত, বসন্তের প্রসূন সজ্জিত পত্র পল্লবাকীর্ণ শ্যামল মুর্ত্তিদর্শনে প্রফুল্লমনে নবাব নাজীম সাহেবের প্রাসাদ সংলগ্ন বিস্তীর্ণ উদ্যান মধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন।

আজীম উদ্দীন অভ্যাগতগণের অবস্থান ও আহারের ব্যবস্থা করিয়া

দিয়া বিশ্রামের জন্য স্বীয় পিতার পণ্যালয়ে উপস্থিত হইলেন। তথায় শ্রীনগর হইতে প্রেরিত দুই ভার উৎকৃষ্ট সুপক্ক আনার (দাড়িম্ব) দেখিতে পাইয়া পার্শ্ববর্ত্তী উদ্যান হইতে কতকগুলি কাগজীনেবু আনাইয়া আনারের শরবৎ প্রস্তুত করাইয়া পান করিয়া বিশেষ তৃপ্ত ও প্রীত হইলেন। দিল্লী হইতে সমাগত অভ্যাগতদিগের অতিথি-সৎকারের এই এক উপাদেয় সামগ্রী জ্ঞানে বেগম, বাদশাজাদী ও অন্যান্য পৌরজনের জন্য তদ্রূপ শরবৎ প্রস্তুত করাইয়া দুইটী বৃহৎ জলের কুঁজাতে ভরিয়া বাহক দ্বারায় মুরাদের সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন।

মুরাদ শরবৎ সহ নবাব নাজীম সাহেবের প্রাসাদের সমীপবর্ত্তী হইলে প্রহরী খোজাদিগের সর্দ্দার তাহা গ্রহণ করতঃ তাহাকে প্রতীক্ষা করিতে বলিয়া পরিচারিকা যোগে কুঁজা দুইটী উদ্যানবিহারিণী শাহাজাদীর সমক্ষে প্রেরণ করিল। শাহাজাদী জাঁহানারা ও অন্যান্য পুরাঙ্গনারা আগ্রহের সহিত আনারের উপাদেয় শরবৎ পান করিয়া আশাতিরিক্ত তৃপ্ত ও আনন্দিত হইলেন।

অনেক সময়ে অতি ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর সামান্য দ্রব্যও এমন প্রীতি ও স্মৃতিপ্রদ হয়, যে জীবনে কেহ তাহা ভুলিতে পারে না। আজীমের প্রেরিত শরবৎ বাদশাজাদী জাহানারা একাধিক বার পান করিয়া এত অধিক সন্তুষ্ট হইলেন যে তিনি পুরস্কার দানে মনস্থ করিয়া স্বীয় পরিচারিকাকে মুরাদের নিকট প্রেরণ করিলেন এবং কে এই উপাদেয় শরবৎ পাঠাইয়াছেন তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিতে অনুমতি করিলেন। পরিচারিকা উদ্যানের দ্বারদেশে প্রহরী খোজাকে শরবৎ আনয়নকারী লোকের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে মুরাদকে ডাকিয়া দিল। পরিচারিকা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল 'এ শরবৎ কে পাঠিয়েছেন' ?

মুরাদ বলিল, "আমার মালিক কাশ্মীরের নূতন মন্ত্রী মির্জ্জা আজীম উদ্দীন আহম্মদ সর্দ্দার বাহাদুর।"

পরিচারিকা বলিল, তুমি এইখানে খাড়া থাক, হুকুম হ'লে যাবে।

মুরাদ দ্বারের অদূরে পথের এক প্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া হুকুমের প্রতীক্ষায় রহিল।

শাহাজাদী জাহানারা দিল্লীতে অবস্থানকালীন কাবুলের আমীর মহম্মদ শা দুরাণী কর্তৃক কাশ্মীর আক্রমণ ও যুদ্ধে পরাজয়ের সংবাদে আজীমের বীরত্বের, বিশেষতঃ তৎকর্তৃক মালের কোটলার নবাবপুত্র আফজাল খাঁ ধৃত হইবার কথা শুনিয়াছিলেন। সেই আজীম মির্জা নিজের গুণগ্রামের পুরস্কার স্বরূপ কাশ্মীরের মন্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহাদিগের অভ্যর্থনার জন্য জম্মুতে আসিয়াছেন, এবং তিনিই অতিথি-সৎকারের জন্য এই শরবৎ পাঠাইয়াছেন। এমত স্থলে শাহাজাদী তাহাকে অন্য কোন আর্থিক পুরস্কার প্রদান সঙ্গত জ্ঞান না করিয়া পরিচারিকার প্রমুখাৎ স্বীয় সন্তুষ্টি জ্ঞাপক ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

পরিচারিকা মুরাদকে শাহাজাদীর প্রীতি ও ধন্যবাদের কথা বলিতেছিল, এমন সময় আজীমউদ্দিন সম্ভ্রান্ত আমীরদিগের ন্যায় অতি উৎকৃষ্ট মজলিনের উপর সাচ্চা জরির কাজ করা সুপরিচ্ছদ পরিধানে সেই দিকে আসিতেছিলেন। তিনি মুরাদের নিকট পরিচারিকার প্রমুখাৎ ধন্যবাদ স্বকর্ণে শুনিয়া মৃদু হাসিয়া আমীর জফর উদ্দৌলার শিবিরে ওয়াজেদ আলীর অনুসন্ধানের জন্য অগ্রসর হইলেন। পরিচারিকা আজীমকে দিব্য কন্দর্প মূর্ত্তি, অসামান্য সৌন্দর্য্যশালী, তরুণ যুবক দেখিয়া মুরাদকে জিজ্ঞাসা করিল "এ সুন্দর ভদ্র সন্তানটী কে, তুমি ব'লতে পার?"

মুরাদ। ইনিই কাশ্মীরের মন্ত্রী মির্জা আজীম উদ্দীন আহম্মদ সর্দ্দার বাহাদুর।

পরিচারিকা আজীম উদ্দীনের পরিচয় লইয়া তাঁহার বয়সের তারুণ্য দৃষ্টে অবাক হইয়া দ্রুতপদে উদ্যানের মধ্যে শাহাজাদী জাঁহানারার নিকট চলিয়া গেল।

এই সময়ে তপনদেব সুদীর্ঘ পথ পর্য্যটনে ক্লান্ত কলেবরে পশ্চিমাকাশ অনুষ্ণ অরুণরাগে রঞ্জিত করিয়া অস্তাচল-চূড়াবলম্বী হইতেছিলেন। তাঁহার শেষ স্বর্ণরশ্মিজালে অবনী উদ্ভাসিতা হইয়া এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। স্থাবর জঙ্গম দ্রুম লতা গোধূলীর উজ্জল আলোকে হাসিতেছিল। আজীমউদ্দীন কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া ওয়াজাদ আলীকে আমীর সাহেবের শিবিরের অভ্যন্তর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে দেখিয়া উদ্যানের পার্শ্ববর্ত্তী পথের প্রান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার দিব্যমূর্ত্তি গোধূলীর কনককান্তিযোগে অতি মনোহর লাবণ্যযুক্ত হইয়া ছিল।

এ দিকে শাহাজাদী জাঁহানারা স্বীয় পরিচারিকার প্রমুখাৎ শরবৎ প্রেরক আজীম সাহেবের অলৌকিক সৌন্দর্য্যের ও অতুলনীয় রূপরাশির প্রশংসা শুনিয়া কৌতুহলের বশবর্ত্তিনী হইয়া উদ্যানের অনুচ্চ প্রাচীর প্রান্তে লতাপত্রাবরণে লুক্কায়িতাভাবে অদূরে সেই কাম্য ও রম্যমূর্ত্তি আজীমকে দেখিতে লাগিলেন।

তাঁহার ঈষদুচ্চ, সবল, সুন্দর, তরুণ মূর্ত্তি দর্শনে সুন্দরী জাঁহানারা মন্ত্র-মুগ্ধার ন্যায় নিমেষশূন্য লোলুপনয়নে আজীমের আয়ত বঙ্কিম নয়ন, উন্নত তিলপুষ্পোপম নাসিকা, গোলাপ রাগরঞ্জিত ওষ্ঠাধর, ভ্রমর পাঁতির ন্যায় নাতিবর্দ্ধিত-গুম্ফ-শোভিত সুন্দর বদন মণ্ডলের, বিশাল বক্ষের, ক্ষীণ কটির মনে মনে শত প্রশংসা করিয়া সেই ললিত নন্দয়ন চারু মূর্ত্তিখানি নিজের প্রেম-কামনা-উদ্বেলিত শূন্য হৃদয়ে প্রীতির তুলিকায় অনুরাগ রঞ্জনে অঙ্কিত করিতে লাগিলেন।

ওয়াজাদআলী আজীমকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া তদীয় হস্তধারণে আমীর জফর উদ্দৌলার শিবিরাভিমুখে লইয়া চলিল। লতা যবনিকায় প্রচ্ছন্না জাঁহানারা ওয়াজাদআলীকে দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করতঃ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উদ্যান মধ্যস্থ লতা বিতানে মর্ম্মরাসন সমাসীনা স্বীয় বর্ষীয়সী পিতৃষ্বসার নিকট গমন করিলেন।

আজীম উদ্দীন ওয়াজাদ আলীর সহিত আমীর জফর উদ্দৌলার তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক বর্ষীয়ান, শুক্লশ্মশ্রু, প্রশান্ত মূর্ত্তি দর্শনে তাঁহাকেই আমীর সাহেব বলিয়া অভিবাদন ও বন্দনা করিলেন। .আজীম ইত্যগ্রেই ওয়াজাদ আলীর নিকট আমীর জফরউদ্দৌলার সবিশেষ পরিচয় পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন। ইনি আলমগীর বাদশাহের ভগিনীপতি, প্রায় সত্তর বৎসর বয়স্ক, আরবী ও পার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত, নীতিবিৎ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি। আজীমের স্বন্দর চেহারা ও আদব কায়দা দেখিয়া আমীর সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিলে আজীম পুনরারায় আদাব বাজাইয়া আসন গ্রহণ করতঃ নীরবে তাঁহার আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

আজীম ওয়াজাদ আলীর সহিত আমীর সাহেবের তাঁবুতে প্রবেশ করিলে জাঁহানারার পূর্ব্ব কথিতা পরিচারিকা তাঁবুর অদূরে মুরাদকে প্রতীক্ষিত দর্শনে ইঙ্গিত দ্বারা তাহাকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কার জন্যে অপেক্ষা কচ্ছো?”

মুরাদ। আমার মালীক আজীম সাহেবের জন্যে।

পরিচারিকা। তোমার নাম কি?

মুরাদ। লোকেত আমায় মহম্মদ মুরাদ বলিয়া ডাকে।

পরি। তা ছাড়া তোমার আরো কোন নাম আছে নাকি?

মুরাদ। রাখলেই আছে—

পরিচারিকা বুঝিল লোকটা রসিক। সে মৃদু হাস্য সহকারে বলিল “সে কি রকম, প্রকাশ করে’ বল।”

মুরাদ। এই যেমন আমার দোস্তেরা বলে ইয়ার, আশনারা বলে পিয়ার, দুশমুনেরা বলে সম্বন্ধী, আর কাজ কর্ম্মে ভুল চুক হ’লে মুনিব সাহেবও আদর করে’ গর্দ্দভ, বলদ, বাঁদর, কত নামেই ডাকেন।

পরিচারিকা। হাঁ তুমি নামজাদা লোক বটে। আচ্ছা, আজীম সাহেবের বাপ মা আছেন?

মুরাদ। হাঁ, কাশ্মীরে আছেন।

পরি। ভাই বোন কয়টী।

মুরাদ। এরা তিন ভাই, একটী বোন।

পরি। আজীম সাহেবের সাদী হয়েছি কি?

মুরাদ। না, আজও হয় নি।

অনন্তর পরিচারিকা স্মিতমুখী হইয়া উদ্যানের দিকে চলিয়া গেল।

মুরাদ স্বগত বলিতে লাগিল, "এতক্ষণে আসল মতলব বেরিয়ে পড়েছে। আজ আবার কি একটা কাণ্ড হয় দেখা যাক। সেবার জম্মুতে এসে নবাব নাজীম সাহেবের মেয়ে নুরন্ বিবিকে পটিয়ে গিয়েছেন। আমি সেদিন দোরে উকি মেরে সব দেখেছিলাম। সেই দুজনে গলায় গলায় ধরে' পায়রার মত মুখে মুখ দিয়ে ছিলেন। তা ওর যেমন চেহারা, নুরন্ বিবি কেন, যে কোন বিবিই দে'খলে পাগল হয়। শুনেছি বাদশাজাদী জাঁহানারা নাকি ভারী সুন্দরী। তার আজও বিয়ে হয়নি, এ মাগীত তাঁরই বাঁদী, ও যখন অত খুঁটিয়ে খবর নিলে, তখন একটা কাণ্ড না হয়ে আর যায়না। দেখা যাক, আজ আবার কি রগড় হয়।"

সন্ধ্যাসমাগত দর্শনে আমীর সাহেব নমাজ পড়িবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। আজীম ও ওয়াজাদ আলী তাঁহার অনুকরণে ভৃত্যের আনীত জলদ্বারা ওজু করিয়া তাঁহার পার্শ্বে একই জায়নমাজের উপর দণ্ডায়মান হইলেন।

মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বীদিগের নমাজের সময় উচ্চ নীচ, বালক বৃদ্ধ, এমন কি শত্রু মিত্র ভেদ জ্ঞান থাকে না। বাদশাহের সহিত ফকীরও একই জায়নমাজে নমাজ পড়িতে পারে। যাহা হউক সায়ংকালীন নমাজ বন্দনাদি সমাপ্ত হইলে ভৃত্যের আনীত শরবৎ ও নানাবিধ উপাদেয় মেওয়া ফলাদি দ্বারা তিন জনেই নাস্তা করিলেন। বৃদ্ধ আমীর

সাহেব শরবৎ পান করিয়া তারিফ করিলে ওয়াজাদ আলী ও তাঁহার প্রশংসার প্রতিধ্বনি করিল। কেবল আজীম উদ্দীন মনে মনে বুঝিলেন, এ তাঁহারই প্রেরিত শরবৎ।

আমীর জফর উদ্দৌলা আজীমের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় স্বরূপ জানিবার জন্য পার্সী কোন কোন গ্রন্থের দুই একটি বয়েত (পদ)—কোনটীর কিয়দংশ, কোনটীর এক চরণ উচ্চারণ করিয়া ক্ষান্ত হইলে আজীম তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া তদ্রূপ প্রত্যেক অসম্পূর্ণ কবিতার পদ সম্পূর্ণ আবৃত্তি করিলেন। আমীর প্রীত হইয়া তাঁহার সহিত সাহিত্য সম্বন্ধে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। শেখ সাদী কৃত গুলেস্তা বোস্তা, শাহানামা, হাতেমতাই, আরবী আলিফলায়লা হইতে কোরাণশরীফ যে কোনও প্রসঙ্গেই আজীম উদ্দীন স্বীয় উচ্চ শিক্ষার পরিচয় প্রদান করিলে আমীর সাহেব নিরতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহার শিক্ষকের নাম পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, আজীম ভক্তি যুক্ত বাক্যে বাবা আলমের নাম করিলে আমীর জফর উদ্দৌলা বলিলেন, "আমি তাঁরই সঙ্গে দেখা ক'রতে কাশ্মীরে যাচ্ছি। তিনি আমার এবং আমা অপেক্ষা প্রাচীনদিগের ওস্তাদ। জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা, মোগল সাম্রাজ্যের ভাবী ভাগ্য চক্র তিনি পরিজ্ঞাত আছেন।"

এই সময়ে একজন অন্তঃপুররক্ষক খোজা একখানি ক্ষুদ্র লিপি আমীর সাহেবের হস্তে দিয়া প্রস্থান করিল, এবং তাঁহার অব্যবহিত পরেই একজন ভৃত্য ওয়াজাদ আলীর হস্তে একখানি পত্র দিয়া উত্তর প্রতীক্ষায় দ্বারের বাহিরে দণ্ডায়মান হইল। ওয়াজাদ আলী সর্দার কামাল উদ্দীনের নিমন্ত্রণ পত্র বলিয়া আমীর সাহেবের নিকট বিদায় গ্রহণে প্রতীক্ষিত ভৃত্যের সহিত প্রস্থান করিল। আজীমও এই সময়েই প্রস্থান করা সঙ্গত জ্ঞানে সবিনয়ে বিদায় প্রার্থনা করিলে আমীর সাহেব বলিলেন, "আমি ওয়াজাদ আলীর নিকট তোমার গুণগ্রামের পরিচয় পেয়ে তোমাকে দে'খতে ইচ্ছা করেছিলাম, এক্ষণে তোমার সঙ্গে পরিচয় হওয়াতে আমি

যারপরনাই সন্তুষ্ট হয়েছি। আমার ইচ্ছা, তুমি আজ আমার এখানে আহার কর, তা হ'লেই আমি বিশেষ আপ্যায়িত হব।"

আজীম সবিনয়ে অভিবাদন পূর্ব্বক নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

আজীম উদ্দীন মনে মনে বাবা আলমের বয়সের কথা ভাবিতে লাগিলেন। তিনি আমার সাহেবের ন্যায় বৃদ্ধ এবং তাঁহা অপেক্ষাও প্রাচীনদিগের ওস্তাদ! তবে কি তাঁহার বয়স শতবৎসরেরও অধিক? আজীম নিজে কখনও তাঁহার বয়সের কথা জিজ্ঞাস করেন নাই। তাঁহাকে দেখিলে সত্তর বৎসরের অধিক বলিয়া বোধ হয় না। এই বর্ষীয়ান ফকীর কি কোন দৈব শক্তি প্রভাবে বয়োস্থাপদ করিতে পারিয়াছেন, অথবা চির কৌমার্য্যই এই দীর্ঘ জীবনের কারণ, আজীম তাহা সিদ্ধান্ত করিতে পারিলেন না।
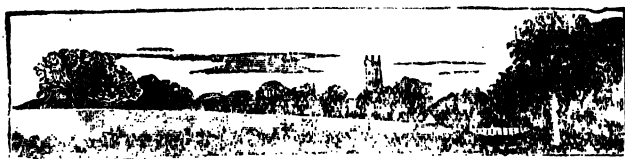
ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

শাহাজাদী জাঁহানারা।

অনন্তর আমীর জফর উদ্দৌলার সহিত আজীমের কাশ্মীর সম্বন্ধে, বাবা আলম ও নবাব নাজীম সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। প্রায় এক ঘণ্টার পর "খানা তৈয়ার হুয়া" বলিয়া একজন পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিলে আমীর সাহেব আজীমকে সঙ্গে লইয়া নবাব নাজীম সাহেবের প্রাসাদস্থ খাশ কামরায় প্রবেশ করিলেন। আজীম দেখিলেন ইতিপূর্ব্বে তিনি যে প্রকোষ্ঠে নবাব নাজীম সাহেবের সহিত খানা খাইয়া ছিলেন, এ সেই সজ্জিত গৃহ। তেমনই অন্তঃপুরে প্রবেশের দ্বারে চিক টাঙ্গান, তেমনই ফরাসের উপর দস্তরখান বিস্তৃত রহিয়াছে।

তাঁহারা ভোজনগৃহে প্রবেশ করিবা মাত্র আর এক জন পরিচারিকা আসিয়া আমীর সাহেবকে অন্দরে ডাকিয়া লইয়া গেল। তিনি আজীমকে ফরাসে বসিতে বলিয়া গেলেন। আমীর সাহেব স্বীয় বনিতা অর্থাৎ জাঁহানারার পিতৃস্বসার নিকট গমন করিলে স্বামী স্ত্রীতে আজীমের সম্বন্ধে কথাবার্ত্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। আমীর সাহেবের বেগম বলিলেন, "জাঁহানারা বাগানের লতা জড়ান প্রাচীরের আড়ালে লুকিয়ে আজীমকে দেখে ক্ষেপে উঠেছে, বাঁদীর দ্বারা তার লোকের কাছে খবর নিয়েছে,

আজীমের আজও বিয়ে হয়নি, তাই আমাদের সবাইকার দেখবার মতলবে এই নিমন্ত্রণের বাহানায় তাকে এখানে আনা।"

আমীর। সেই জন্যেই বুঝি ওয়াজাদকে কামালের তাঁবুতে বিদায় করা হয়েছে, কারণ জাঁহানারা তাকে ভাল বাসে না।

বেগম। ঠিক তাই, আচ্ছা আজীমের বিদ্যাবুদ্ধি স্বভাবচরিত্র কেমন কিছু জা'নতে পেরেছেন কি ?

আমীর সাহেব আজীমের বংশ পরিচয়, শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, বীরত্ব ও আদবকায়দার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া জাঁহানারার হঠাৎ এই স্বামী নির্ণয় ঈশ্বরের ইচ্ছা বলিয়া নিজেও তাহা অনুমোদন করিলেন।

আমীর সাহেব আজীমকে ফরাসে বসিতে বলিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশের অল্পক্ষণ পরে আজীম দেখিলেন, অন্তঃপুরের প্রবেশ দ্বারে যে যবনিকা (চিক) টাঙ্গান রহিয়াছে তাহার এক কোণ অপসারিত হইয়া একখানি অপ্সরা বিনিন্দিতা পরমা সুন্দরী যুবতীর মৃদুহাস্য স্ফুরিত মুখচ্ছবি দেখা দিল। আজীম বুঝিলেন, এরূপ কমনীয় কান্তিযুক্ত মুখশ্রী সম্ভবতঃ বিবি জাঁহানারার। তিনি দৃষ্টি মাত্রই মস্তক অবনত ও নয়ন সংযত করিলেন। তাঁহার মনে সেই স্থানে পূর্ব্বদৃষ্ট নুরন্‌নেহারের মূর্ত্তি উদয় হইল। আজীমের দৃষ্টি সংযত ও মস্তক অবনত দর্শনে চিকের অন্তরালস্থিতা সুন্দরীর লোলুপ আয়ত লোচনচকোর তদীয় মুখচন্দ্রের চন্দ্রিকা পানে বিভোর হইয়া উঠিল। একটী বারও নয়নে নয়নার্পণের সুযোগ না পাইয়া রমণী একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অচিরেই সরিয়া গেলেন।

ক্ষণকাল পরে আমীর সাহেব অন্তঃপুর হইতে ফিরিয়া আসিলেন। দস্তরখানের উপর রৌপ্য পাত্রে বিবিধ আহার্য্য দ্রব্য স্থাপিত হইল। উভয়ে ভোজনে প্রবৃত্ত হইলে আজীম বুঝিলেন, দ্বারস্থ চিকের অন্তরালে অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোকেরা দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদিগের আহার দর্শন করিতেছেন।

আমীর সাহেব বলিলেন, "আজীমউদ্দীন তোমার কি বিবাহ হয়েছে।"

আজীম বিনীত বাক্যে বলিলেন, "আজ্ঞে না, আজও হয় নি, কিন্তু আমি মৃত মন্ত্রী মবারক আলী সাহেবের কন্যাকে বিবাহ ক'র্‌তে প্রতিশ্রুত হয়েছি।

আমীর। মন্ত্রীর কন্যা কি খুব সুন্দরী?

আজীম। আজ্ঞে হাঁ, সুন্দরীও বটেন, আর বিশেষ কথা তিনি আমার পিসতুত ভগ্নী। আমাদিগের একই সৈয়দ বংশে জন্ম। বাল্যাবধি একত্র থাকাতে আমাদিগের মধ্যে ভালবাসা জন্মেছে।

যবনিকার অন্তরালবর্ত্তিনী পুরাঙ্গনাগণের মধ্যে নিঃশব্দে ফুস্ ফুস্ স্বরে কিছু কথাবার্ত্তার বিষয় আজীমের শ্রুতিগোচর হ'ল।

আমীর জফর উদ্দৌলা পুনরায় বলিলেন, "একাধিক স্ত্রী গ্রহণে কি তোমার আপত্তি আছে?"

আজীম ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া পরে অবনত মস্তকে বলিলেন, "আমাদিগের ধর্ম্মমতে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ নিষিদ্ধ না হ'লেও সাংসারিক সুখ শান্তির অনুরোধে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ যুক্তিযুক্ত বলে' বোধ হয় না, কারণ সপত্নীদিগের মধ্যে সদ্ভাব সম্প্রীতের পরিবর্ত্তে প্রায় বিবাদ বিসম্বাদই হ'তে দেখা যায়।"

আমীর সাহেব বলিলেন, "তোমার কথা সত্য, কিন্তু যদি কোন বয়স্থা অনূঢ়া, বিদুষী, সম্ভ্রান্ত বংশীয়া সুন্দরী তোমার ন্যায় সুন্দর মূর্ত্তি, সৎস্বভাব, সুশিক্ষিত, সদ্বংশজাত অনূঢ় যুবকের হস্তে আত্মসমর্পণ কর'তে লালায়িতা হয়, তেমন সময় তোমার পক্ষে কি কর্ত্তব্য মনে কর?"

আজীম এবারেও ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আমার বোধহয়, হঠাৎ দৃষ্টিতেই ভালবাসা জন্মিতে পারে না। কেবল ইন্দ্রিয় চরিতার্থের লালসায় যে ভালবাসা তাহা স্থায়ী হয় না, কারণ কামনার তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই সেরূপ হঠাৎ ভালবাসাও লোপ পায়। তেমন স্থলে নায়ক

নায়িকার উভয়ে উভয়ের চিত্তবৃত্তি, স্বভাব চরিত্রের বিষয় সবিশেষ পরিজ্ঞাত না হইয়া আজীবনের জন্য বিবাহ-বন্ধনে পরস্পর আবদ্ধ হওয়া সুবিবেচনার কাজ নয়।”

আমীর সাহেব বলিলেন, “তুমি যাহা বলিলে তাহা যে সমাজে স্ত্রী স্বাধীনতা প্রবর্ত্তিত এবং অবরোধ ও অবগুণ্ঠন প্রথা রহিত আছে তার পক্ষে, কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান সমাজ-পদ্ধতি অনুসারে পিতা, মাতা আত্মীয়, অভিভাবকেরা যখন বরের জন্য কন্যা, আর কন্যার জন্য বর মনোনীত করেন, তখন পরস্পরের স্বভাব চরিত্র জেনে দাম্পত্য প্রেম সংঘটন ও পরে বিবাহ বন্ধন প্রায় ঘটে না।”

আজীম। তা হ’লেই যে কোন অনূঢ়া কন্যা কাহারো জন্য লালায়িতা হ’লেই তাকে গ্রহণ করা যায় না, অন্ততঃ পিতা, মাতা, আত্মীয়, অভিভাবকগণের নির্ব্বাচনের জন্য প্রতীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

এবার আমীর সাহেব যুক্তিতে পরাস্ত হইয়া পরিষ্কার রূপে বলিলেন “শোন আজীম! যুক্তি তর্কের কথা নয়, আমি তোমাকে খোলাসা করেই বল্‌ছি। স্বর্গীয় আলমগীর বাদশাহের কন্যা জাঁহানারা পিতৃমাতৃহীনা, এক হিসাবে আমার স্ত্রীর কন্যা স্থানীয়া। শাহাজাদীর বয়স প্রায় সতের বৎসর। এমন পরমাসুন্দরী কন্যা প্রায় দেখা যায় না। বিদ্যাবুদ্ধি স্বভাব চরিত্রেও অতুলনীয়া। যোগ্য সুপাত্র অভাবে আমরা এ পর্য্যন্ত তাঁর বিবাহ দিতে পারি নাই। শাহাজাদী তোমায় আজ হঠাৎ দেখেছেন, দেখে তোমাকেই তাঁর উপযুক্ত পাত্র বলে মনোনীত করেছেন, এখন বল দেখি, তুমি তাঁকে ধর্ম্মপত্নী রূপে গ্রহণ ক’রতে রাজী আছ কি না?”

আজীম অল্পক্ষণ মৌনাবলম্বনের পর বলিলেন, “জনাব! অসমান সম্বন্ধ প্রায় সুখের হয় না। বাদশাজাদী মহা সম্ভ্রান্ত বংশীয়া, আর আমি তাঁর ক্ষুদ্র প্রজা ও চাকর, এমত স্থলে স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ অর্থাৎ স্বামীস্ত্রীর মধ্যে প্রভু ও সেবিকা ভাবের সম্ভাবনা বিরল, এ বিষয়ে আমি আমার

পিতা আর বাবা আলমের অনুমতি ও অভিমত না জেনে কিছুই হঠাৎ ব'লতে চাই না। আপনি আমার মালিক ও পিতৃস্থানীয়, আপনার আজ্ঞার অন্যথাচরণ করা আমার পক্ষে ধৃষ্ঠতা, তথাপি কিছুদিন আমাকে সময় দিন, কাশ্মীরে পৌঁছিলেই এ কথার মীমাংসা হবে।"

আমীর সাহেব আজীমউদ্দীনের সদ্বিবেচনায় ও বিনীত বাক্যে নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আজীম! তুমি বয়সে তরুণ হ'লেও জ্ঞানে প্রবীণ, তোমার ন্যায় পুত্রলাভ সৌভাগ্যের বিষয়। ভাল, সময় প্রতীক্ষা করাই সদ্‌যুক্তি। কথায় বলে,—

"ভাবিয়া করিও, করিয়া ভাবিও না।"

আমার বিবেচনায় তোমার ন্যায় সচ্চরিত্র, সুশিক্ষিত, সদ্‌জ্ঞানী ব্যক্তির সহিত বাদশাজাদীর সাক্ষাৎ করে' নিজের আকিঞ্চন, কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্যের নির্দ্ধারণ করাও দোষাবহ নয়। মানুষকে আপন জ্ঞান ক'রলেই আপন হয়। তুমি আজ হ'তে আমাদের আপনার হ'লে। আমরা কয়েক দিন জম্মুতে বিশ্রাম করে' পরে কাশ্মীরে যাব। তুমি স্বচ্ছন্দে আমার এখানে যাতায়াত ক'রবে, তা হ'লেই আমরা ক্রমশঃ পরস্পর পরিচিত, আত্মীয় ও আপন হব।

আজীম "যে আজ্ঞা" বলিয়া আহারান্তে বিদায় গ্রহণ করিবার সময় অন্তঃপুরের দ্বারস্থিত চিকের প্রান্ত পূর্ব্ববৎ অপসারিত হওয়াতে পূর্ব্বদৃষ্ট সুন্দর মুখখানির এক আগ্রহপূর্ণ তীক্ষ্ণ কটাক্ষ তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইল। আজীমের অধরে ব্রীড়া-বিজড়িত মৃদু হাস্য প্রকটিত হইবামাত্র তিনি অধর চাপিয়া নয়ন দ্বারাই সুন্দরীকে অভিনন্দিত করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং দ্বারে প্রতীক্ষিত মুরাদের সহিত স্বীয় পিতার পণ্যশালা অভিমুখে গমন করিলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন, আমি ত্রিসঙ্কটে পড়িলাম, গুলনেহার, নুরন্‌নেহার, আর জাঁহানারা তিনজনই সুন্দরী, তিন জনই দেখ্‌ছি. আমায় ভাল

বাসে, এখন আমি কি করি, তিন জনকেই কি নেকা করা সঙ্গত ? যা হোক, বাবা আলমের উপদেশ ভিন্ন কিছু ক'রব না, সুতরাং ততক্ষণ জাঁহানারাকে আশান্বিতা বা হতাশ কিছুই করা উচিত নয়। যতদুর সম্ভব দূরে থাকাই কর্ত্তব্য, বেশী মেশামিশি বা একবারেই ঔদাস্য না দেখিয়ে দেখা যাক ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে। তবে ওয়াজাদ আলী ভিতরের রহস্য কিছুই জানতে না পারে, এরূপ ভাবে চ'লতে হবে।'

একত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

গুপ্তপত্র।

আজীম ও ওয়াজাদ আলী দিল্লী হইতে সমাগতা শাহাজাদী জাঁহানারা ও তৎ সমভিব্যহারী অভ্যাগতগণের অভ্যর্থনার জন্য জম্মুযাত্রা করিবার কিয়দ্দিবশ পরে একদিন অপরাহ্ণে নুরন্‌নেহার গুলনেহারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। এই সময়ে জম্মু হইতে আজীমের তথায় নিরাপদে পৌছার পত্র আসিয়াছিল। উভয় সখীতে সেই পত্র পড়িয়া শাহাজাদী জাঁহানারার সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন। নুরন্‌নেহার বলিলেন, "আমার ভাইজান গত ৩ মাস দিল্লীতে ছিল, তার ইচ্ছা, জাঁহানারার পাণীগ্রহণ করে, কিন্তু শাহাজাদী তার উপর রাজী নয়। এবারও সেই মতলবেই আজীম মিঞার সঙ্গে সে জম্মু গিয়েছে, যদি কোন গতিকে পথে দেখা সাক্ষাৎ ক'রে মতলব হাঁসিল ক'রতে পারে।"

গুল। শাহাজাদীর বয়স কত?

নুরন্। আমারই সমান, ঠিক সতের বছর।

গুল। দেখতে শুনতে কেমন?

নুরন্। খুব সুন্দরী, যেন একখানি ছবি, অথবা হিন্দুদের প্রতিমার মত, যেমন রং, তেম্‌নি নাক, মুখ, চোক। একটু খর্ব্বাকৃতি, আর একটু ছিপছিপে ধরণের।

গুল। এত দিন পর্য্যন্ত বিয়ে হয়নি কেন?

নুরন্। তার মনের মত বর যোটে নাই।

গুল। আজীমকে দেখতে পেলে কি করে বলা যায় না।

নুরন্। হাঁ, তা বটে, আজীম মিঞার যে সুন্দর চেহারা, জাঁহানারা দেখতে পেলে কি করে বলা যায় না।

এই সময়ে গুলনেহার একখানি পুস্তকের অভ্যন্তর হইতে এক খানা ভাঁজ করা গোলাপী রংএর কাগজ বাহির করিয়া বলিলেন, "আজীম সেবার জম্মু হ'তে ফিরে আসবার পর তার জেবে এখানা পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু কার লেখা, আর কাকে লেখা, বু'ঝতে পারি নাই। লেখাটী যে কোন নায়িকার তার আর সন্দেহ নাই। আমি পড়ছি, শোন—

অনেক সাধের ধন চাতকীর নব ঘন,
সঁপেছি জীবন মন প্রাণ তোমারে।
বাসনা বসন হই হিয়াতে মিশায়ে রই,
মরমের কথা কই প্রাণ তোমারে।
অধরে অধরে থাকি আদরে মধুর ডাকি
নয়নে নয়নে রাখি প্রাণ তোমারে।
চন্দনে স্নেহে ছানিয়ে রাখি তনুতে লেপিয়ে
অঞ্জন করিয়ে পরি আঁখিতে তোমারে।
স্মৃতির ফলকে আঁকি অনুরাগ রাগে,
নিশীথে নিভৃতে হেরি মূরতি সোহাগে,
জাগে চিত্তপটে অতুল চন্দ্রমা,
মনে করি ধরি ধরি সখা হে তোমারে।
প্রীতির অশ্রুনীরে চরণ পাখালিব
পূজিব ভকতি-পুষ্প উপচারে।
দিব নৈবেদ্য বলী জীবন যৌবন,
পরম ইষ্ট পতি দেব তোমারে।

দিলে দরশন সুপ্রসন্ন হয়ে যদি
কাতরা চির বিরহিনী অবলারে।
লহ লহ অর্ঘ্য সেবিকায় চরণে,
কায়মনোবচনে সেবিব তোমারে।
ডুবিব কামনা করি মানস সলিলে,
নারী জনম যেন লভি আর বারে।
জীবনে মরণে নাথ ইহ পরকালে,
পাই যেন জনমে জনমে তোমারে॥"

নুরন্‌নেহার বুঝিলেন, এ তাঁহারই প্রেম সঙ্গীত, যাহা মজলিনের পাগড়ীর ভাঁজের মধ্যে ভরিয়া দিয়াছিলেন। তিনি ইহাও বুঝিলেন, যে আজীম পাগড়ী পরিধানের সময়ে পত্রখানি পড়েছিলেন, তার পরে জেবে রেখেছিলেন। গুলনেহারকে বলিলেন, "তাইত, পত্রখানি সুধু কোন বিরহিণী নায়িকার নয়, কোন পরিণীতা নায়িকার। তবে কে কাকে লিখেছে জানা যাচ্ছে না।"

গুল। হাঁ, কোন পরিণীতার পত্রই বল, আর প্রীতি গীতিই বল, আজীমের জেবে এখানা এলো কি করে'?

নুরন্। আজীম মিঞাকে জিজ্ঞাসা কর নি?

গুল। না, তা করা হয় নি। সে জম্মু হ'তে ফিরে আসবামাত্রই সেই লাঠী মারা বিভ্রাটে তখন বেহোস হয়েছিল। তারপর কাবুলিদের সহিত যুদ্ধ ক'রতে যায়, তার পরে আবার এই জম্মু যেতে হয়েছে, এবার ফিরে এলে আর তাকে কোথাও যেতে দেব না। অমন চাকরীর দরকার নাই। না হক হয়রান হয়ে লাভ কি, খাওয়া পরার জন্যেত ভাবতে হবে না?

নুরন্। তবু একটা ইজ্জত।

গুল। ইজ্জত ত ভারী, তাবেদারের তাবেদারী। আমার যা আছে তাই বসে খেলে ফুরায় না, দুটীতে বেশ ফুর্ত্তি করে খাব প'রব, আমোদ

আহ্লাদ ক'রব, না আজ লড়াই, কাল জম্মু, পরশু দিল্লী, এই টানা পোড়েন করে' বেড়াবে। আমার আর কে আছে সই, কার কাছে বসে' দিন কাটাই বল। যার জন্যে, ভাই গেল, বাপ গেল, তাকে ছেড়ে আর কতদিন এ ভাবে থাকা যায়।

নুরন্‌নেহার বলিলেন, "তা ভাই পুরুষ মানুষ, ওদের বসে থাকলে চলবে কেন? আমি শুধু পয়সার হিসেবে বলছি না, পয়সা থাকলেও ওরা কি আমাদের মত চুপ ক'রে ঘরে বসে' থা'কতে পারে? আজ শিকার খেলবে, কাল কুস্তী ল'ড়বে, কোন দিন হয়ত একটা লড়াই দাঙ্গাই ক'রবে। আমরা যেমন রূপের গর্ব্ব করি, পুরুষেরাও তাদের গুণের, বিদ্যার, বীরত্বের গর্ব্ব ক'রতে ভাল বাসে। আজীম মিঞার আর বয়স কি, এরই মধ্যে ওঁর কত নাম, কত সম্ভ্রম দেখছ? বাদশাহের সরকার হ'তে সর্দ্দার বাহাদুর খেতাব, আর খেলাত পাওয়া, আর এরই মধ্যে কাশ্মীরের মন্ত্রী হওয়া কম পৌরষের, কম ভাগ্যের কথা নয়।"

গুলনেহার বলিলেন এ সবই সত্য, কিন্তু তাকে এক দণ্ডও আর আমার ছেড়ে থা'কতে ইচ্ছে হয় না। এই দেখছ কার এক প্রেম পত্রিকা ওর জেবে এলো কি করে' আবার এই জম্মু গিয়েছে, কি যে একটা ফ্যাসাদ করে' বসে, হয়ত বাদশাজাদী যদি জেদ করে' ধরেই বসে, তা হলেই ত আমি গেছি।"

নুরন। তা ক্ষতি কি, অমন বাদশাজাদী সতীন হবে?

গুল। সতীন হবে কি আমার মরণ হবে। আমি সব সইতে পারি কিন্তু স্বামীর উপর ভাগ বসান সইতে পারি না।

নুরন্‌নেহার বুঝিলেন, সইএর নিকট তাঁহার আশার ফল কিরূপ হইবে। তিনি হৃদয়োদ্ভূত নৈরাশ্যের দীর্ঘ নিশ্বাসটী কষ্টে চাপিয়া সে দিনের মত বিদায় গ্রহণ করিলেন। গুলনেহার সইকে বিদায় দিয়া আজীমকে পত্র লিখিতে বসিলেন, কারণ পরদিন প্রত্যুষে নবাব নাজীম

সাহেব ও বাবা আলমের পত্র জম্মুতে প্রেরিত হইবে। মনের আবেগে বিরহিণী অনেক কথা লিখিলেন, এবং সই নুরন্নেহারের সহিত সন্দর্শনের কথাও লিখিলেন।

নুরন্নেহার বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া আজীমকে একখানি পত্র লিখিতে বসিলেন। এবারও তিনি এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিলেন, যে দৈবাৎ তাহার পত্রখানি তাঁহার ভ্রাতা কিম্বা অপর কাহারও দৃষ্টিগোচর হইলেও কাহার পত্র তাহা আজীম ভিন্ন অন্যে যেন সহসা বুঝিতে না পারে। নুরন্নেহার এবার আর প্রণয়ের চির প্রবর্ত্তিত পদ্ধতি অনুসারে প্রাণাধিক, প্রিয়তম প্রভৃতি পাঠ না লিখিয়া ভদ্র রীত্যনুগত সম্বোধন করিলেন।

মেহেরবান জনাবমন্।

আপনার প্রিয়তমার সহিত সন্দর্শনে নিরাপদে গন্তব্য স্থানে উত্তীর্ণ হইবার সংবাদ অবগত হইলাম। মজ্লিনের শিরস্ত্রানের স্তর মধ্যে যে আবেগপূর্ণ প্রীতিগীতি সংস্থিত ছিল, তাহা আপনার অঙ্গরক্ষা হইতে তাঁহার হস্তগত হইয়াছে, তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে উহা কাহার নিমিত্ত এবং কাহার লিখিত তাহার উপলব্ধি হয় নাই। হায়! প্রচ্ছন্ন প্রেম কি লাঞ্ছনাজনক! চুরি না করিয়াও চোরের ন্যায় সশঙ্কিত হওয়া কি দুর্ভাগ্য! একবার মনে হয়, লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া প্রীতির উৎস বহাইয়া দি, কিন্তু সাহসে কুলায় না, কি জানি সফলতার পরপারে যদি উত্তীর্ণ হইতে না পারি? কর্ণধার যদি কাণ্ডার ত্যাগ করিয়া ক্ষুদ্র তরণীখানি নৈরাশ্যসাগরে ভাসাইয়া দেন। যাহা হউক ভবিতব্যতার প্রতি নির্ভর করিয়া অদ্যাপিও কূলে প্রতীক্ষা করিতেছি, দেখি সারথী এ জীবনরথে চরণার্পণ করেন কি না।

আপনার সৌভাগ্যবর্ম্মে আর এক অভিনব প্রীতি প্রসূনের বিকাশ সম্ভাবনায় সখী উদ্বেলিতা। মধুপ একাধিক বিকশিতা নলিনীর

পরিমল পানে উৎসুক হইলেও আদরিণী সপত্নী-ভয়ে শঙ্কিতা, সুতরাং এক্ষেত্রে শাল্মলীর আশা আকশ-কুসুম মাত্র। আপনি ভাগ্যবান, পরম রূপবান, তজ্জন্যই স্বর্গের অপ্সরীরাও যৌবন-কুসুম আকিঞ্চন-চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া আপনার চরণ পূজা করে। আর কি বলিব, স্মরণ রাখিবেন, অনুগ্রহ রাখিবেন। আপনার প্রসন্নতাই এ আশালতার সুরভি পুষ্প। নিবেদন ইতি।

পত্রখানি লিখিয়া গালাদ্বারা মোহর করিয়া সরকারী পত্রের ন্যায় শিরোনামা লিখিয়া একজন বিশ্বস্ত ভৃত্যের দ্বারা পত্রবাহক অশ্বারোহীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন; বহির্দ্দৃষ্টিতে বোধ হইল যেন উহা কোন রাজকার্য্য বিষয়ক পত্র, প্রধান মন্ত্রী মির্জা আজীম উদ্দীন আহাম্মদ সর্দ্দার বাহাদুরের নিকট প্রেরিত হইতেছে।

দ্বাত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

বাঘ শিকার।

জম্মুতে অবস্থান কালীন আজীম উদ্দীন সরকারী হস্তী লইয়া ওয়াজাদ আলী ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্মচারীদিগের সহিত শিকার করিতে লাগিলেন। শিকার উপলক্ষে সকলের সহিতই তাঁহার বিশেষ পরিচয় ও সৌহৃদ্য জন্মিল। মুরাদ অবশ্যই ধনুর্ব্বাণ সহ আজীমের অনুগমন করিত। হস্তী ও লোকজনের আগমনে সন্ত্রাশিত আরণ্য কুক্কুটেরা উড্ডীয়মান হইলে মুরাদ তাহাদিগকে বাণবিদ্ধ করিয়া ভূতলশায়ী করিত এবং দর্শকেরা সকলেই একবাক্যে তাহার অব্যর্থ সন্ধানের বিস্তর প্রশংসা করিত।

আজীমের পিতা একবার কাশ্মীরের উত্তর প্রান্তবর্ত্তী উচ্চ পর্ব্বতমালা লঙ্ঘন করিয়া লাদাক নামক প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন। তথায় চীন দেশীয় এক ঊর্ণা বিক্রেতার নিকট তিনি একটী বন্দুক ১০ আশরফী মূল্যে ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলেন। ঐ বন্দুকে বারুদ ও টুপীর প্রয়োজন হইত না। কুন্দার সহিত বায়ু সংগ্রহের একটী রবারের ন্যায় স্থিতিস্থাপক দ্রব্যের যন্ত্র সংবদ্ধ ছিল, তদ্‌যোগে বায়ুকক্ষের প্রচাপনে আকর্ষিত হইয়া কাগজের আধারস্থিত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ গুলি বায়ুবেগে এরূপ সবলে প্রক্ষিপ্ত হইত যে সহস্র গজ দূরবর্ত্তী হস্তী ব্যাঘ্রাদি লক্ষিত ও আহত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইত। আজীম তাঁহার পিতার নিকট হইতে এই বন্দুকটী

চাহিয়া আনিয়াছিলেন। হস্তীদ্বারা বিদ্রাবিত চকিত মৃগযূথ উল্লম্ফনে পলায়ন কালীন আজীম অন্যান্য শিকারীদিগকে মৃগয়ায় অবসর দিয়া প্রতীক্ষা করিতেন। যখন লক্ষ্য স্খলিত হওয়াতে কোন হরিণ পলায়নের জন্য ধাবিত হইত, সেই সময়ে আজীম বন্দুকের অব্যর্থসন্ধানে তাহাকে ধরাশায়ী করিতেন। এইরূপে প্রত্যহই অনেকগুলি হরিণ মারিয়া রাজপরিজন ও আমীর উমরাহ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে উপহার দেওয়াতে এবং তৎসহ মুরাদের তীরবিদ্ধ বন্য কুক্কুট ও তিত্তির প্রভৃতি পাইয়া সকলেই আজীমের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

একদা কোন দূরবর্ত্তী নিবিড় অরণ্য মধ্যে ব্যাঘ্রের অবস্থানের সংবাদ পাইয়া শিকারীরা অসিহস্তে পদব্রজে বাঘ মারিতে মনস্থ করিয়া হস্তিপৃষ্ঠে যাত্রা করিলেন। চারিটী হস্তীদ্বারা চতুর্দ্দিকের বন বিদলিত করাইয়া ব্যাঘ্রকে ব্যতিব্যস্ত করা হইল। ব্যাঘ্রের গর্জ্জনে হস্তী একরূপ উচ্চ তীব্র ধ্বনি করাতে শিকারীরা ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া নিষ্কোষিত অসি হস্তে সতর্কভাবে চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া দণ্ডায়মান হইল। অনুগামী সাহসী লোকেরা বল্লম হস্তে প্রস্তুত হইল। একটী ঝোপের মধ্যে এক প্রকাণ্ড বাঘ বসিয়া লাঙ্গুল দ্বারা ভূমি প্রহার করিতেছিল। তাহার গর্জ্জনে ও বিকট কটাক্ষ দর্শনে অনেকের মনেই ভয়ের সঞ্চার হইল। যে স্থানে ওয়াজাদ আলী ছিলেন, তাহার অদূরেই আজীম ও মুরাদ অসিহস্তে দণ্ডায়মান ছিলেন। ব্যাঘ্রকে উত্তেজিত করিবারজন্য মুরাদ একটী উপলখণ্ডের লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিবামাত্র ব্যাঘ্র কুপিত হইয়া এক ভীষণ গর্জ্জন করতঃ উল্লম্ফনে ওয়াজাদ আলীর প্রতি ঝাপাইয়া পড়িল। সতর্ক ও সাহসী শিকারী হইলে অসির আঘাতে বাঘের হয় মুণ্ড, নয় পদচ্ছেদন দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে পারিত, কিন্তু ওয়াজাদ আলী অসির আঘাত করিতে না পারিয়া ভয়ে ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। ব্যাঘ্র মুখ ব্যাদন পূর্ব্বক যেমন ওয়াজাদ আলীকে কবলে ধারণ করিতেছিল, অমনি

আজীম এক লম্ফে নিকটস্থ হইয়া ক্ষিপ্রহস্তে অসির একই আঘাতে ব্যাঘ্রের কটি ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। বাঘ ভীষণ চীৎকার করিয়া দ্বিখণ্ডিত ভাবে ওয়াজাদ আলীর উপর পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিল। ওয়াজাদ আলী মূৰ্চ্ছিত হইয়াছিলেন, বাঘের নখরে তাঁহার জঙ্ঘায় আঁচড় লাগিয়া ক্ষত হইতেছিল। মুরাদ তাঁহাকে জাপটাইয়া ধরিয়া সরাইয়া লইল এবং স্বীয় স্কন্ধস্থিত চৰ্ম্মনির্ম্মিত ক্ষুদ্র জলাধার হইতে জল তাহার চক্ষু ও মুখে দিয়া বহুক্ষণে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিল।

শিকারীরা ওয়াজাদ আলীর মৃত্যু আশঙ্কায় এতক্ষণ স্তম্ভিত হইয়াছিল। আজীম কর্ত্তৃক ব্যাঘ্রকে দ্বিখণ্ডিত ও নিহত দর্শনে সকলেই হর্ষধ্বনি সহকারে আজীমকে সাবাস সাবাস, খুব বাহাদুর প্রভৃতি বাক্যে প্রশংসা করিতে লাগিল। মুরাদ আরণ্য এক প্রকার বৃক্ষের পত্র ও ত্বক শিলাখণ্ডে পিষিয়া ওয়াজাদের জঙ্ঘার ক্ষত স্থানে প্রলেপ দিয়া স্বীয় পাগড়ী ছিন্ন করিয়া তদ্দ্বারা পটী বাঁধিয়া দিল। তাহার পর মৃত বাঘকে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় হস্তিপৃষ্ঠে ঝুলাইয়া দিয়া শিকারীর দল জম্মুতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

আজীম ও মুরাদ ওয়াজাদ আলীর সহিত হস্তীতে আরোহণ করিলেন এবং হস্তীটী আমীর জফর উদ্দৌলা সাহেবের শিবিরের সম্মুখে উপস্থিত হইলে আজীম ও মুরাদ ওয়াজাদ আলীকে ধরিয়া নামাইলেন। ব্যাঘ্রটা আমীর সাহেবের সম্মুখে স্থাপিত হইলে তাঁহার আদেশে মুরাদ মাপিয়া বলিল (মস্তক হইতে লাঙ্গুল পৰ্য্যন্ত) "সাত হাত এক বিলস্ত" অর্থাৎ সাত হাত এক বিঘত। সেই প্রকাণ্ড গোখাদক বাঘ দেখিতে দলে দলে সৈনিক ও অন্যান্য লোকেরা আসিয়া আজীম মিঞার ভূয়সী প্রশংসা করিল। পরিশেষে পুরনারী বেগম ও শাহাজাদী বাঘ দেখিতে ইচ্ছা করিলে রাজানুচরেরা বাঘটী প্রাসাদের এক প্রান্তে লইয়া গেল। সকলেই সেই ভীষণদশন প্রকাণ্ড বাঘ দেখিয়া অবাক হইয়া আজীমের

বীরত্বের শত সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে ওয়াজাদ আলীর কাপুরুষতা ও ভীরুতার নিন্দাও করা হইল। শাহাজাদী বাঘের নখরগুলি রাখিতে ইচ্ছা করিলেন। আমীর সাহেব চর্ম্মকার দ্বারা ব্যাঘ্রের চর্ম্মটী ছাড়াইয়া বিশেষ নৈপুণ্যের সহিত সেলাই করিয়া শুষ্ক ও পাকা করিতে দিলেন এবং রাত্রিতে আজীমকে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন। ওয়াজাদ আলী জঙ্ঘার ক্ষতের ব্যাথায় কাতর হইয়া শিবিরে হকীম সাহেবের চিকিৎসার অধীন হইলেন। আজীমের যত্নে তাঁহার শুশ্রূষারও কোন ত্রুটী হইল না।

ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নিমন্ত্রণ।

যথা সময়ে আজীম উদ্দীন নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ উপস্থিত হইলে আমীর সাহেব কিঞ্চিৎ অগ্নিমান্দ্যের কথা বলিয়া একজন প্রতীক্ষিতা কিঙ্করীর সমভিব্যাহারে তাঁহাকে অন্তঃপুরে আহার করিতে পাঠাইলেন। আজীম উদ্দীন কিঙ্করীর সহিত অন্তঃপুরে এক সুসজ্জিত গৃহে নীত হইয়া দেখিলেন এক বর্ষীয়সী মহিলা একখানি সোফাতে বসিয়া আছেন, তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে এক অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী তরুণী এক উৎকৃষ্ট আসনে সমাসীনা রহিয়াছেন। কিঙ্করীরা তালবৃন্ত ও চামর হস্তে ব্যজন করিতেছে। তাঁহারা যেন তাঁহারই জন্য প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। কিঙ্করী আজীমের সহিত অদূরে দণ্ডায়মান হইয়া মৃদুস্বরে তাঁহাকে বলিল, "ইনি আমীর সাহেবের বেগম।" আজীম বেগম সাহেবার পরিচয় শ্রুত মাত্র অবনত মস্তকে তাঁহাকে সবিনয়ে অভিবাদন করিলে তিনি স্মিতবদনে আজীমকে আসন গ্রহণে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, "বৎস! তুমি আমাদিগের পুত্র স্থানীয়। পুত্রের নিকট মাতার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে বলিয়াই তোমাকে এখানে আনাইয়াছি, তুমি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর।"

আজীম বিস্ময়ান্বিতভাবে সম্ভ্রমের সহিত আসন গ্রহণ করিলে বেগম সাহেবা বলিতে লাগিলেন, "দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদিগের কোন সন্তান সন্ততি নাই। আমার পশ্চাতে যিনি বসে রয়েছেন, ইনি আমার ভ্রাতষ্পুত্রী, স্বর্গীয় আলমগীর বাদশাহের সর্ব্ব কনিষ্ঠা কন্যা জাঁহানারা।"

আজীম শাহাজাদী জাঁহানারার নাম শুনিয়া দণ্ডায়মান হইয়া অতি বিনীত ভাবে তাঁহাকে অভিবাদন করিলে শাহাজাদী মৃদু হাসির সহিত এক বিলোল কটাক্ষ তাঁহার উপর নিক্ষেপ করতঃ প্রতিনমস্কার জানাইলেন। অনন্তর আজীম উপবেশন করিলে বেগম সাহেবা পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "জাঁহানারার মাতা অকালে মৃত্যুমুখে পতিতা হওয়াতে আমি অতি শৈশব হইতে ইহাকে লালনপালন করেছি, সুতরাং জাঁহানারা এক হিসাবে আমাদেরই কন্যা, এবং আমাদের অন্য পুত্র কন্যা অভাবে সমস্ত অপত্য স্নেহের আবেগ ইহারই উপর অর্পিত। যতদূর সুশিক্ষিতা, বিনীতা, সদ্গুণবতী বাদশাজাদীর হওয়া উচিত তৎপক্ষে আমীর সাহেব ও আমি যত্নের ত্রুটী করিনাই। এইরূপ আদর যত্নে লালনপালনে ষোল বৎসর পার হ'য়ে সবে সতেরতে প'ড়েছে, এ পর্য্যন্ত যোগ্য পাত্র অভাবে ইহার বিবাহ দিতে পারি নাই, সেই জন্য বিশেষ চিন্তিত ছিলাম। সংপ্রতি তোমার সহিত আমীর সাহেবের পরিচয় হওয়াতে তাঁহার মুখে তোমার সদ্গুণের আর সচ্চরিত্রের প্রশংসা শুনে, এবং তোমার সেই আনারের শরবৎ পাঠানের দিন বাগানের সম্মুখে তোমায় দেখে জাঁহানারা নিজেই তোমার প্রতি আসক্তা হয়েছে। আমীর সাহেবও তোমাকেই শাহাজাদীর যোগ্য পাত্র মনে করে আজকার এই বাঘ মারার বাহাদুরী দ্বারা নবাবপুত্র ওয়াজাদ আলীর প্রাণরক্ষার পুরস্কার স্বরূপ তোমাকে আমীর উল্ উমরা খেতাব ও জায়গীর দিতে দিল্লীতে বিশেষ অনুরোধ করেছেন। তোমাকে এরূপ উচ্চ সম্মানের উপাধিতে ভূষিত করাতে আমাদিগের নিজেরও কিঞ্চিৎ স্বার্থ আছে, অর্থাৎ বাদশাহ আলমগীরের পরমাসুন্দরী কন্যার যে পাণি-গ্রহণ ক'রবে তার মান সম্ভ্রম, পদবী জায়গীর থাকা আবশ্যক। এক্ষণে আমার বক্তব্য শেষ হয়েছে, তুমি জাঁহানারার সহিত পরিচিত হও ও পরস্পর পরস্পরের রূপেগুণে, প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হও, তাহ'লেই আমরা সন্তুষ্ট হব।"

বেগম সাহেবা এই সুদীর্ঘ বক্তৃতার পর গাত্রোত্থান করিয়া গমনোদ্যত হইলেন। আজীম এবং জাঁহানারাও তাঁহার সম্মানের জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। বেগম সাহেবা চলিয়া গেলেও কেহই আসন গ্রহণ না করিয়া লজ্জায় স্মিতবদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। নিমন্ত্রিতকে আদর অভ্যর্থনা করা গৃহকর্ত্রীর কর্ত্তব্য জ্ঞানে শাহাজাদী লজ্জাকে লোচন কোণ হইতে বদনে, তথা হইতে হৃদয়ে বিতাড়িত করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "বসুন জনাব"—

আজীম উদ্দীন আদেশ পালন জন্য সম্ভ্রমের সহিত আসন গ্রহণ করিলে শাহাজাদী জাঁহানারা কিঙ্করীদিগকে জলযোগের সামগ্রী আনিতে ইঙ্গিত করিয়া নিজেও আসন গ্রহণ করিলেন। এক পার্শ্বে একখানি অর্দ্ধ অঙ্কিত চিত্র দেখিয়া আজীম বুঝিলেন, উহা তাঁহারই চিত্র অঙ্কিত হইতেছে। তিনি চিত্র দর্শনে মৃদু হাসিলেন। জাঁহানারা তাঁহার মৃদু মধুর হাস্য দর্শনে তাহার কারণ বুঝিতে পারিয়া চিত্রখানি স্বয়ং আনয়ন করিয়া আজীমের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন, "এখন আসলই সম্মুখে, ও নকলে আর প্রয়োজন কি?"

আজীম উদ্দীন নকলের যে যে স্থানে আলোক ও ছায়ার ব্যতিক্রম হইয়াছিল তাহা প্রদর্শন করিলে শাহাজাদী তাহার চিত্রকার্য্যে পটুতা উপলব্ধি করিয়া তুলী ও বর্ণক পাত্র আনয়ন করিলেন। আজীম তুলীর সামান্য কতিপয় টান দিয়া চিত্রের এমন পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন যে উহা যেন জীবন্তবৎ হইল। শাহাজাদী দেখিয়া অবাক হইলেন।

অনন্তর মেওয়া, মিষ্টান্ন, ও আঙ্গুরের মিষ্ট আসব দ্বারা জলযোগের পর শাহাজাদীর ইঙ্গিতে এক পরিচারিকা সরদ যন্ত্র আনয়ন করিল।

আজীম উদ্দীন যন্ত্রটী পরীক্ষা করিয়া উহার প্রশংসা করিলেন এবং শাহাজাদীর অনুরোধে সময়ের উপযোগী কেদারা রাগিণী আলাপ করিয়া পরে গত বাজাইতে লাগিলেন। তিনি সরদে সিদ্ধহস্ত ছিলেন; এবং যন্ত্রটীও অতি সুনাদক হেতু এমন নৈপুণ্যের সহিত বাজাইলেন, যে বাদ্যের মধুর নিক্কণে শাহাজাদী অবাক হইয়া তাঁহার মুখপানে অনিমিষ নয়নে

চাহিয়া সেই সঙ্গীত সুধাপানে বিভোর হইয়া উঠিলেন। কখনও বা রাগিণীর মেঘমন্দ্র নাদে প্রকোষ্ঠ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, কখনও বা অতি দূরবর্ত্তী অলিগুঞ্জনের ন্যায় অনুরণন তাহার লোলুপ শ্রুতিবিবরে সুধা ঢালিয়া দিতে লাগিল। প্রায় এক ঘণ্টা কাল এইরূপ নৈপুণ্যের সহিত আত্মহারা ভাবে বাদনের পর যন্ত্রটী শাহাজাদীর হস্তে দিলে তিনি বলিলেন, "জনাব! আমি আর কি বাজাব, দিল্লীতে অনেক ওস্তাদের বাদ্য শুনেছি, কিন্তু আপনার অদ্ভুত সাধনার তুলনা নাই।"

অনন্তর "খানা তৈয়ার হুয়া" এক কিঙ্করী আসিয়া বলিলে জাঁহানারা আজীমকে সঙ্গে লইয়া ভোজনগৃহে প্রবেশ করিলেন এবং উভয়ে একত্র আহার কালীন শাহাজাদী বলিলেন, "লজ্জা ক'রবেন না, আপনাকে আর পর ভাবি না, আপনিও আপনার ভেবে নিঃসঙ্কোচে আহার করুন।"

আজীম শিষ্টাচার সহ বলিলেন, "আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। আপনি অধীশ্বরী, আমি তাবেদার।"

জাঁহানার বাধা দিয়া বলিলেন, "সে কি! প্রভেদ, মান, অভিমান আমার নাই। যাঁর পায় আত্মসমর্পণ করেছি, যাঁকে জীবনের অধিনায়ক ক'রব বলে আশা করেছি, তাঁর কাছে আমার আর মান, সম্ভ্রম, লজ্জা কি বলুন। শিষ্টাচার, আদবকায়দা যতক্ষণ পর থাকা যায়।"

আজীম বলিলেন, "হুজুর শাহাজাদী, আর আমি সামান্য তাবেদার, প্রীতি সমানে সমানে অর্থাৎ সমান অবস্থাপন্ন লোকের মধ্যেই ভাল হয়।"

জাঁহানারা। তবে কি আপনি আমার প্রীতির প্রতিদান দিতে প্রস্তুত নন?

আজীম। আমার হৃদয় একজন অনেক দিন থেকে অধিকার করে' বসেছে, তার পর আরও একজন আমায় না পেলে প্রাণ দিতে উদ্যত, তার পর আপনার এরূপ অনুগ্রহ, আমি কোন্ দিক রক্ষা করি বলুন?

জাঁহানারা। প্রথম জন ত বিবি গুলনেহার, দ্বিতীয় প্রাণত্যাগে উদ্যতা কি নুরন্‌নেহার?

আজীম কিছুই বলিতে পারিলেন না, মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক অধোবদনে রহিলেন, তদ্দর্শনে শাহাজাদী বলিলেন, "তাহ'লে বোঝার উপর শাকের আঁটি, আমিও একজন সেবিকা হলেম।"

আজীম হাসিয়া বলিলেন, "একটা বলদ তিন তিনটে ঘানী টা'নতে পা'রবে কেন? তার পর আপনারা তিন সতীনে তিন দিক থেকে ঈর্ষার আগুন জ্বেলে কেবল গাল ফুলিয়ে ফুঁদিতে থাকবেন, আর আমি মাঝে পড়ে' জ্বলে' পু'ড়ে ম'রব।"

জাঁহানারা! না, তা না, ঝগড়া কোন্দল নীচ মনের কাজ, তা হবে না। তবে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষ ভাগ্যবান, তার পর আপনি পুরুষের মধ্যে ভাগ্যবান। এই ওয়াজাদ আলী আমার দয়ার জন্য লালায়িত, কিন্তু আমি আপনার বাঁদী হ'তে ইচ্ছা ক'রে আপনাকে কত খোশামদ কচ্ছি, আপনি কি আমায় পায় স্থান দেবেন না? বাদশা আলমগীরের কন্যা কি আপনার সেবিকার যোগ্য হবে না? আজীম সাহেব, প্রিয়তম! অমত করবেন না, আমায় গ্রহণ করুন, আপনি অবহেলা করিলে আমি হতাশে ওআক্ষেপে মারা যাব। বল নাথ, অবলা দাসী বধ করা কি তোমার উচিত কাজ হবে? আমি যে আত্মহারা হয়েছি। যদি তোমার পায় ধ'রলে রাজী হও, আমি তাতেও প্রস্তুত আছি। প্রণয়ীর কাছে মান অপমান অতি তুচ্ছ।"

জাঁহানারা আর বলিতে পারিলেন না। তাঁহার কণ্ঠ বাষ্পবেগে অবরুদ্ধ হইল, নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল, তিনি অবশাঙ্গিনী হইয়া আজীমের গায় ঢলিয়া পড়িলেন। আজীম আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না, তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করতঃ অধরে অধরে মিলিত হইলেন। এইভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হইবার পর শাহাজাদী কিছু শান্ত হইলে আজীম উদ্দীন আহারাদি শেষ করতঃ বিদায় গ্রহণ করিয়া গৃহে ফিরিলেন।
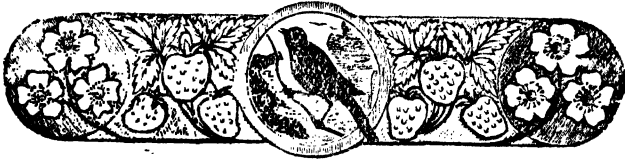
চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কাশ্মীর যাত্রা।

ওয়াজাদ আলীর কথঞ্চিৎ ক্ষত আরোগ্য হইতে যে কয় দিন অতিবাহিত হইল, তাহার পরেই রাজ পরিজনেরা লোকজন সহকারে জম্মু হইতে কাশ্মীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আজীম উদ্দীন রাজপ্রদত্ত সর্দ্দার বাহাদুরের পরিচ্ছদ পরিধান করতঃ কটিতটে অসি ঝুলাইয়া আফজল খাঁর উচ্চ আরবী ঘোটকারোহণে আমীর জফর উদ্দৌলা ও ওয়াজাদ আলীর শিবিকার সহিত চলিলেন। শাহাজাদী জাঁহানারা ও পৌরাঙ্গনারা আজীমের এই বীরবেশে ঘোটকারোহণ দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া প্রশংসা করিলেন। দৈনিক এক আড্ডার অধিক গমন করা হইত না। প্রাতে সকলে নাস্তা করিয়া যাত্রা করিতেন, পথে মুরাদের শিকার করা মুর্গী ও হরিণ দ্বারা কোন নির্ঝরের নিকটে আহার করিয়া বিশ্রামের পর অপরাহ্ণ সময়ে আড্ডায় পৌঁছিয়া অবস্থান করা হইত। আজীম উদ্দীনের সুব্যবস্থায় কাহারও কোন বিষয়ের অভাব অসুবিধা হইত না। আড্ডায় অশ্বগণের ঘাস, জালানী কাঠ ও খাদ্য সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা পূর্ব্বদিন করা হইত। আড্ডায় শিবির সন্নিবেশ জন্য বহুস্থান পরিষ্কৃত করা হইত। দুই দিবস পরেই আরণ্য কুসুম কানন ও নানা প্রকার মেওয়ার বৃক্ষের ও লতার উদ্যান শোভা পাইতে লাগিল। এই সময়েই পার্ব্বত্য প্রদেশে বসন্ত ঋতুর পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল।

প্রকৃতি দেবী পর্ব্বত গাত্রে বিটপলতিকায় পুষ্প প্রস্ফুটিত করিয়া হাস্যময়ী হইয়াছেন। বন-বিহঙ্গেরা মধুর কূজনে প্রকৃতির স্তুতি গান করিতেছে। পর্ব্বত নিঃসৃতা নির্ঝরিণীনিকর ঝর ঝর হর্ষ নাদে যেন বিশ্বস্রষ্টার জয়ধ্বনি করিতেছে। অলিগণ গুন গুন গুঞ্জনে পুষ্পের মধুপানে উল্লাসে বিহার করিতেছে। মধ্যাহ্ন সময়ে ঝিল্লীর ঐকতানিক নিক্কণে শৈলকন্দর রণিত হইতেছে। শাহাজাদী এই সকল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শনে কাশ্মীর যথার্থই ভূস্বর্গ জ্ঞানে মনে মনে পরম প্রীতি লাভ করিতে লাগিলেন। বরামুল্লা গিরি সঙ্কট পার হইয়া সকলেই শীতানুভব করিতে লাগিলেন। সমভূমির গ্রীষ্মের প্রকোপ সকলেই বিস্মৃত হইল।

একদা এক অনুচ্চ বিস্তৃত পঞ্চশৃঙ্গ শৈলময় আড্ডায় শিবির সন্নিবেশ সময়ে পর্ব্বতের উপরের শৃঙ্গে পৌরাঙ্গনাগণের, চতুর্দ্দিকে আমীর উমারাহগণের, তাহার পর অনুগামী লোকজনের ও সৈনিক দিগের শিবির ক্রমে নিম্নে নিম্নে সংস্থিত হইল। রাত্রির ভোজনের পর আমীর সাহেব ও আজীম উদ্দীন সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় দণ্ডায়মান হইয়া চতুর্দ্দিকে ক্রমে নিম্নে বহুল শিবির নিঃসৃত আলোকমালা দর্শনে প্রীত হইলেন। মৃদুল নৈশ সমীরে বহমান কুসুম-গন্ধে সর্ব্বত্র আমোদিত হইয়াছিল। রাত্রি দেড় প্রহর পরে পঞ্চমীর চন্দ্র উদয় হইয়া শৈল মালার গাত্রে জ্যোৎস্নাম্বর বিস্তৃত করিয়া দিল। আমীর সাহেব ও আজীম শীতানুভব করিয়া স্ব স্ব শিবিরে প্রবেশ করিলেন। অনুগামী লোকেরা কোন স্থানে ঢোলক তম্বুরা, কোন স্থানে খঞ্জরী বাজাইয়া গান বাদ্য করিতেছিল। আজীমের তাঁবুর সম্মুখে মুরাদ অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া বসিয়া বংশী বাদন করিতেছিল। আজীম ধীরপদে শিবিরে প্রবেশ পূর্ব্বক আবশ্যকীয় দৈনিক হিসাবপত্র ও রোজ্‌নামচা লিখিয়া শয্যায় বসিয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন। মুরাদের বংশীনাদে তাঁহারও ক্ষণকাল সঙ্গীত আলোচনায় প্রবৃত্তি হইল। তিনি আসবাধার হইতে

আসব ঢালিয়া কিঞ্চিৎ পান করিলেন এবং স্বীয় প্রিয় বীণা যন্ত্রটী বাহির করিয়া তাহার সুর মিলাইলেন। মুরাদ বংশী বাদনে ক্ষান্ত দিয়া আর এক কল্‌কে তাওয়াদার তামাক সাজিয়া দিয়া পশ্চাদ্দিকের ক্ষুদ্র তাঁবুতে শয়ন করিতে গেল।

আজীমের শিবিরের দ্বার মুক্ত ছিল। অভ্যন্তরে উজ্জ্বল বর্ত্তিকার সম্মুখে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির আলোক ছিল। শাহাজাদীর তাঁবুর ঠিক নিম্নেই আজীমের তাঁবু ছিল। উপরে দণ্ডায়মান হইলেই নীচের তাঁবুর ভিতর পর্য্যন্ত দেখা যায়। আজীম ক্রমে দুই তিন ঢোক আসব সেবনে প্রফুল্ল মনে শয্যায় বসিয়া বীণা বাজাইতে লাগিলেন।

এই সময়ে রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছিল। শিবির সমস্তই নিস্তব্ধ। আজীমের বীণাধ্বনিতে শাহাজাদী জাঁহানারা স্বীয় তাঁবুর দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিলেন, আজীম একাকী নিবিষ্ট মনে এমন চমৎকার বাজাইতেছেন যে তেমন মধুর বাদ্য তিনি জীবনে কখনও শ্রবণ করেন নাই। একে কুসুমবাসিত চন্দ্রালোকিত রজনী, তায় সুন্দরমূর্ত্তি কাম্য নায়কের মনোমুগ্ধকর বীণাবাদনে যুবতী জাঁহানারা লালসা দূতীর চটুল বচনে বিহ্বলা হইয়া একখানি জোৎস্না বর্ণের আলোয়ান গায় দিয়া ধীরপদে নিম্নে অবতরণ করিলেন, এবং নিঃশব্দে আজীমের তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বীণা-বাদন শুনিতে লাগিলেন। আজীম বীণাবাদনে এমন তন্ময় হইয়াছিলেন যে ক্ষণকাল জাঁহানারার আগমন লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। একবার অকস্মাৎ সম্মুখে দৃষ্টিপাত হওয়াতে বনদেবীর ন্যায় পরমা সুন্দরী শাহাজাদীর কমনীয় মুখচ্ছবি দর্শনমাত্র চমৎকৃত হইয়া বীণা হস্তেই দণ্ডায়মান হইলেন এবং বলিলেন, "আপনি ?"

জাহানারা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আপনার মধুর বীণাধ্বনি আমায় আকৃষ্ট ক'রে এনেছে।"

আজীম ব্যস্ত সমস্ত হইয়া প্রণয়িনীকে হাতে ধরিয়া শয্যায় বসাইলেন এবং এক স্ফটিক করঙ্কে আসব ঢালিয়া তাঁহার হস্তে দিলেন। জাঁহানারা আজীমকে তাঁবুর দ্বারের পর্দ্দা ফেলিয়া দিতে বলিলেন। আজীম পর্দ্দার বন্ধন খুলিতে গেলেন। জাঁহানারা আজীমের পানপাত্র প্রায় শূন্য দর্শনে তাহা আবার পূর্ণ করিলেন এবং উভয়ে এক সঙ্গেই আসব পানে তৃপ্ত হইলেন। জাঁহানারা বলিলেন, প্রিয়তম! এত সময়ের উপযোগী রাগিণীতে বীণায় একটী গত বাজাও, তোমার বাদ্যের মত চমৎকার বীণা আমি আর কখনও শুনি নাই।

আজীম বলিলেন, এ সময়ে পরজ বাজান যায়, কারণ বেহাগের সময় বোধ হয় অতীত হয়েছে। আপনি পরজ ভাল বাসেন কি?

জাঁহানারা। ভালবাসার স্থলে আপনি অপেক্ষা তুমি শু'নতে মিষ্টি নয় কি? আপনি, আজ্ঞা ছেড়ে তুমি বল, আমাকে কি এখনও পর পর ভাব?

আজীম প্রণয়িনীর অধরে চুম্বন করিয়া বলিলেন, "তাই হবে, তোমার সহিত মনের কপাট খুলেই ব্যবহার ক'রব, আর তুমি আমার পর নও।"

অনন্তর আজীম বীণা বাজাইতে লাগিলেন, এবং জাঁহানারা গুন গুন সুরে পরজের রাগিণী বিকাশ করিতে লাগিলেন। আজীম বলিলেন, তুমি একটী গজল গাও, আমি বীণায় সঙ্গত করি।"

পুনরায় উভয়ে আসব পানে উৎফুল্ল হইয়া শাহজাদী বলিলেন, "গলা খুলে গাওয়া যাবে না, তবে চাপা গলায় গাওয়া যাক, কারণ এত রাত্রে স্ত্রীলোকের সরু গলা শুনে পাছে কেউ কৌতুহলের বশবর্ত্তী হয়ে লুকিয়ে দে'খতে আসে। খোদা যদি দিন দেন, তোমায় প্রাণ খুলে গলা ছেড়ে গান শোনাব।"

পরজ—পোস্ত।

ইয়ার থা গুলজার থা ময়থি ফিজাথি মঁয় ন থা।
লায়েকে পাবুস জানা ক্যাহেনা থি মঁয় ন থা!
হাথ কেঁউ বাঁধো মেরে ছল্লা আগর চোরী গয়া,
ইয়া সরাপা শোথিয়ে হুস্নদেহেনা থি মঁয় ন থা
হমনে পুছা উন্সানম্সে ক্যাহুয়া হুস্ন সবাহ্,
হঁসকে বোলা উয়ঃ সানম শানে খোদা থি মঁয় ন থা।
বেখুদীমেঁ লেলিয়া বোসা খতা কিজিয়েগা মাফ,
এদিলে বেতাব কি সারি খতা থি মঁয় ন থা॥

আজীম উদ্দীন শুনিয়া নিরতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া প্রণয়িনীর গণ্ডে চুম্বন করিলেন, এবং উভয়ে হৃদয়ে হৃদয়ে প্রাণে প্রাণে মিলিত হইয়া আহ্লাদের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন। শাহাজাদী বলিলেন, "কাশ্মীরে পৌঁছিয়া যত শীঘ্র সম্ভবে আমার পাণি-গ্রহণ করে একাকিনী থাকার কষ্ট হ'তে উদ্ধার কর।"

আজীম বলিলেন, "ইনশাল্লা, গুলকে ব'লে এক সঙ্গেই তোমাদিগকে সাদী করব।"

অতঃপর উভয়ে আর এক এক পাত্র আসব পান করিয়া গাঢ় আলিঙ্গনের পর বিদায় হইলেন। জাঁহানারা আলোয়ান আবৃতা হইয়া নিজ শিবিরে প্রস্থান করিলেন। আজীম দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে শিবিরে প্রবিষ্টা দেখিয়া আসিয়া শয়ন করিলেন।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বিবাহের মন্ত্রণা।

পথে আট দিন অতিবাহনের পর সকলে কাশ্মীরে পৌঁছিলে নবাব নাজীম, বাবা আলম, আমজাদ আলী মিঞা এবং নগরের বহু ভদ্র বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সমাগতদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। পথ শ্রান্তির পর তৃতীয় দিবসের অপরাহ্নে শাহাজাদী জাঁহানারা পূর্ব্ব পরিচিতা নবাব-পুত্রী নুরন্নেহারকে সঙ্গে লইয়া রক্ষক বেষ্টিত শিবিকারোহণে গুল্‌নেহারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। গুলনেহার অতীব সৌজন্যের ও বিনয়-নম্রতার সহিত বাদশাজাদার সংবর্দ্ধনা ও সমাদর করিলেন। জাঁহানারা দেখিলেন গুলনেহার যথার্থই পরমাসুন্দরী। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ভ্রূ, কপাল, কপোল, ওষ্ঠাধর এবং অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমস্তই অনিন্দ্যসুন্দর এবং কেমন এক অপূর্ব্ব অলৌকিক কান্তি ও লাবণ্যযুক্ত যে দেখিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা করে। গুলনেহারও জাঁহানারাকে একটী কাঞ্চন প্রতিমার ন্যায় অতিশয় সুন্দরী, প্রফুল্ল-বদনা ও সমবয়স্কা দর্শনে আনন্দিতা হইলেন। জাঁহানারা চির-পরিচিতার ন্যায় অবাধে কথাবার্ত্তা বলিয়া গুলনেহারকে সখী সম্বোধন করিলেন। তিনি বলিলেন, "সখি! কাশ্মীর ভূস্বর্গ নামে প্রসিদ্ধ, আর তুমি এই ভূস্বর্গের দেবী।"

গুল। আর তুমি সেই দেবীর দেবী। আজ আমাদের পরম সৌভাগ্য বশতঃ স্বয়ং দয়া করে এসে দেখা দিলে, জানিনা কি দিয়ে তোমার পূজা ক'রব।

জাঁহানারা গুলনেহারকে আদরে বক্ষে ধরিয়া আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া বলিলেন, "সই! ভালবাসাই প্রীতির পূজা, এ দেবী তাই চান।"

নুরন্। এখন দেবীর একটা দেবা জুটলেই আমরা সুখী হই।

জাঁহানারা। তা তুমি দেবীরও তো একটা দরকার, না ঘরে ঘরেই সেরে নেবে?

নুরন্। ভাগ্যে তোমার ভাজেরা হুশিয়ার, কাছে ঘেন্‌তে দেয়নি, নইলে ভাই ভাতারী কে হত দেখতাম। তবে আমার ভাইজান, তিনি যার জন্যে ক্ষেপেছেন, সে যদি আমার ভাজ হ'ত, তাহ'লে তোমারও দেবা জুটে যেত, তিনিও বত্তে যেতেন।

জাঁহানারা একটু মুখ ভারী করে বলিলেন, "তুমি বোধ হয় জান, বেল পাকলে কাকের কেবল আশাই সার হয়।"

গুলনেহার পানপাত্রে আঙ্গুরের সুমিষ্ট আসব ঢালিয়া জাঁহানারাকে বসিতে বলিলেন। তখন তিন জনেই বসিয়া পান করিলেন। নুরন্‌নেহার মনে মনে বুঝিলেন, তাঁহার ভ্রাতার শাহাজাদী-প্রাপ্তি-কামনা দুরাশা মাত্র!

এমন সময় আজীম উদ্দীন হঠাৎ তথায় উপস্থিত হইলে গুলনেহার শাহাজাদীর কথা বলিলে, আজীম হাসিয়া বলিলেন, "তা যখন হঠাৎ এসে দেখে ফেলেছি তখন শাহাজাদী কি আমায় দেখে আর ঘোম্‌টা টেনে দেবেন? জাঁহানারা নুরন্‌নেহারকে বলিলেন, "বল না নুরী,—

"দি তো ঘাটে পথে দি, দি তো পর পুরুষকে দি,
তুমি আমার আমি তোমার তোমায় দেবো কি?"

আজীম। আদব শাহাজাদী সাহেবা!

জাঁহানারা। তসলিম, আমীর উল উমরা সাহেব!

গুলনেহার বলিলেন, "তোমাদের ও কি হেঁয়ালী তাতো বুঝতে পাচ্ছি না।"

জাঁহানারা বক্ষের অভ্যন্তর হইতে একখানি লেফাফা বাহির করিয়া তন্মধ্য হইতে দিল্লীর দরবারের ফর্ম্মান আজীমের হস্তে দিলেন। আজীম পড়িলেন।

ইজ্জত আসার তখ্‌ত হিন্দু স্থানের খাদীম সৈয়দ আজীম উদ্দীন আহম্মদ সাহেব কাবুলী আততায়ী রোস্তম আখতার ওরফে মহম্মদশার কাশ্মীর আক্রমণের যুদ্ধে যে বীরত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক জয়লাভ দ্বারা কাশ্মীর-রাজ্য রক্ষা করিয়াছেন, এবং দেশবৈরী ষড়যন্ত্রকারী মালের কোটলার নবাবপুত্র আফজল খাঁকে কয়েদ করিয়া যে বাহাদুরী প্রকাশ করিয়াছেন, এবং শাহাজাদী ভগিনী জাঁহানারা বিবি সাহেবার অভ্যর্থনাকালীন জম্মুতে এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্রের শরীর দ্বি খণ্ডিত করতঃ তাহার মুখ হইতে কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তা নবাব নাজীমের পুত্র ওয়াজাদ আলীর প্রাণ রক্ষা করিয়া যে জোয়ামদ্দ দেখাইয়াছেন তাহার পুরস্কার স্বরূপ উক্ত সৈয়দ আজীম উদ্দীন আহম্মদ সাহেবকে দিল্লীর দরবারের আমীর উল্‌ উমরা নিযুক্ত করা হইল এবং কাশ্মীরের অন্তর্গত লাদাক প্রদেশ তাঁহাকে জায়গীর প্রদান করা হইল। তিনি উহা পুত্র পৌত্রাদি পুরুষানুক্রমে ভোগ দখল করিতে থাকিবেন। তারিখ ১৫ রবিউল আউয়েল, সন ১০১৮ হিজরী।

সহি পঞ্জা।

সুলতান বাহাদুর শাহ—কলমে খোদ।

দরবার দিল্লী।

গুলনেহার আজীমের হস্ত হইতে ফর্ম্মান খানি লইয়া দেখিলেন অতি উজ্জ্বল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ পার্সী অক্ষরে দশ ছত্রে লিখিত, চতুর্দ্দিকে সোণার জলের লতাঙ্কিত, সুলতান বাহাদুর শাহের পঞ্জা (হস্তের ছাপ) উৎকৃষ্ট রক্তবর্ণে মুদ্রিত। গুলনেহার অতীব সন্তুষ্ট হইয়া শাহাজাদীর হস্ত ধারণে

সকৃতজ্ঞ বাক্যে বলিলেন, "সই! বুঝতে পেরেছি, আজীমের এ পদ গৌরব আর জায়গীর লাভ তোমার সদয় সুপারেশের ফল, সেই কারণেই তোমার ভ্রাতা বাদশা সেলামত এ ফর্ম্মান তোমার মারফতেই পাঠাইয়াছেন। তোমার এই নিঃস্বার্থ অনুগ্রহের জন্য তোমায় শত ধন্যবাদ।"

জাঁহানারা। সুধু মুখের কথায় কি চিঁড়ে ভিজে সই? আমায় কিছু বখ্‌শীশ দাও।

গুল। আমিই তোমার হলেম, আর কি আছে যে তোমায় দেবো!

জাঁহানারা। তথাস্তু, তাহ'লে আজীম সাহেবকে সহকারে তোমায় পেলেম?

গুলনেহার কি বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না, আজীমের মুখপানে চাহিলেন।

আজীম উদ্দীন বলিলেন, "শাহাজাদী অধীশ্বরী, তিনি এর পূর্ব্বেই এ কেল্লা দখল করেছেন, তবুও তোমার অনুমতি ভিক্ষাস্বরূপ বখ্‌শীশ চাইতে এসেছেন।"

গুলনেহারের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। জাঁহানারা তাঁহাকে গলায় জড়াইয়া ধরিয়া মধুর বাক্যে বলিলেন, "সই! ভগিনি! আক্ষেপ কি, আমরা দুজনে মিলেই আজীম সাহেবের সেবা ক'রব। একই সুখ-সরোবরে দুটী পদ্ম ফুটলে ভ্রমর কি তার একটীকে নিরাশ করে? তুমিই কর্ত্রী হবে, আমি তোমার অনুচরী সহচরী সেবিকা হয়েও সুখী হব।"

গুলনেহার বলিলেন, "খোদা তালার যা মর্জি তাই হবে!"

আজীম গুলনেহারকে বক্ষে ধারণ করিয়া বলিলেন, "গুল! খোদার কসম্, আমার ভালবাসার কিছুমাত্র অন্যথা হবে না।"

গুল। তবে সাদীর ব্যবস্থা কর, সমস্ত কাশ্মীর আর দিল্লীতে নিমন্ত্রণ কর। যতদূর সম্ভব ধূম ধাম, নাচ রঙ্গ, ভোজন ও বাজীর আয়োজন কর।

জাঁহানারা বলিলেন, "তুমি যেমন ইচ্ছা ক'রবে তাই হবে।"

নুরন্নেহার দেখিলেন, তাঁহার মনের কামনা প্রকাশ করিবার সুযোগও ঘটিল না। তিনি নৈরাশ্যভরে ম্রিয়মান ও ম্লান হইলেন। আজীম তাহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিলেন।

অনন্তর জলযোগের পর জাঁহানারা বিদায় হইয়া নুরন্নেহারের সহিত চলিয়া গেলেন।

আজীমও বিবাহের ব্যবস্থার জন্য স্বীয় পিতার নিকট গমন করিলেন।

নুরন্নেহার সেই রজনীতে একাকিনী শয়ন করিয়া নিজের অদৃষ্টের এবং আজীম উদ্দীনের প্রীতির বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, আজ বিদায় গ্রহণকালীন আমার মনের ভাব বু'ঝতে পেরে প্রিয়তম যে সস্নেহ দৃষ্টিনিক্ষেপ করেছেন, তাতে তাঁর ভালবাসার ত কিছু বৈলক্ষণ্য দেখলেম না; তবে মুখ ফুটে কিছু ব'লতে তিনিও পারেন নি, আমিও পারি নাই, এখন আমার নসীব। বাপজান ত অনুমতি দিয়েছেন, এই এক সঙ্গেই আমারও বিবাহের কথা উত্থাপন করিলে ক্ষতি কি? বাপজান আজীম সাহেবের পিতার কাছে এ কথা ব'লতে দোষ কি? তবে সই গুলনেহারের আপত্তি, তা জাঁহানারার বেলায় যখন তত জেদ করেন নি, আমার বেলায়ই কি বেঁকে ব'সবেন? তার পর জাঁহানারা যদি আপত্তি করে, আর তাতেই আমার আশা ভঙ্গ হয়, তবে আর লজ্জায় মুখ দেখাতে পা'রব না। ভাগ্যে যা আছে হোক, চুপ করেই থাকা যাক, দেখি পরমেশ্বর আর প্রাণেশ্বর কি করেন। এইরূপ বহুক্ষণ চিন্তার পর নবাবপুত্রী ক্রমে নিদ্রিতা হইলেন।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বিবাহের উদ্যোগ।

ইহার পর দিন আজীম উদ্দীম বাবা আলমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নুরন্‌নেহার ও জাঁহানারা ঘটিত প্রণয় বৃত্তান্ত ও বাদশাহ বাহাদুর শাহের ফর্ম্মান অনুসারে তাঁহার আমীর উল উমরা খেতাব ও লাদাক প্রদেশ জায়গীর প্রাপ্তির বিষয় আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলে বাবা আলম ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন "ঈশ্বরেচ্ছায় যাহা ঘটিবে তাহাতে মানুষের হাত নাই। তোমার বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইবে কিন্তু শাহাজাদীর বিবাহ উপলক্ষে এক মহা বিভ্রাট ঘটিবে। যদিও তাহাতে তোমার কোন ভয় নাই, তথাপি বিবাহের দিন সতর্ক থা'কবে, যাও আমিও সে দিন উপস্থিত থা'কব।"

আজীম কখনও মুরাদকে সঙ্গে না লইয়া কোথাও যাতায়াত করিতেন না। মুরাদকে বাবা আলমের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া নবাব নাজীম সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তখন নবাব নাজীম তাঁহার পুত্রের প্রাণ রক্ষার জন্য আজীমকে বিশেষ ধন্যবাদ দিলেন। নুরন্‌নেহারের প্রমুখাৎ তাঁহার বিবাহের কথা শ্রুত হইয়া যদিও আন্তরিক নৈরাশ্য বশতঃ অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তথাপি ইহাতে আজীমের কোন দোষ নাই তাহা বুঝিতে পারিয়া কথায় কোনরূপ বিরাগ প্রকাশ করিলেন না। আজীম অতি বিনীত বচনে জন্মুতে

প্রথমবার গমন কালীন তাঁহার প্রতি নুরন্নেহারের প্রীতি-প্রকাশের কথা, এবং এ যাত্রায় আমীর জফর উদ্দৌলা, তাঁহার বেগম এবং স্বয়ং শাহাজাদী জাঁহানারার ঐকান্তিক আগ্রহের বিষয় এবং দিল্লীর বর্ত্তমান বাদশাহ বাহাদুর শাহের পঞ্জা ও স্বাক্ষরযুক্ত ফর্ম্মান শাহাজাদীর মারফতে প্রাপ্তি এবং তাহাতে তাঁহাকে খেতাব ও জায়গীর দানের কথা এরূপ অকপটে বলিলেন যে তাহাতে নবাব নাজীম সাহেব তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট না হইয়া বরং প্রীত হইয়া বলিলেন, "খোদাতালা তোমার উপর মেহেরবান, কারণ তুমি অতি সচ্চরিত্র, তোমার এ সৌভাগ্য তোমার যোগ্যতা ও সজ্জনতারই পুরস্কার। যাও, আমি তোমার বিবাহে উপস্থিত থাকিব, এবং যাহাতে সুসম্পন্ন হয় তাহার ব্যবস্থা করিব। তবে ওয়াজাদ আলী আর নুরন্নেহারের আশা ভঙ্গ, তা খোদার মর্জ্জী যা আছে তাই হবে।"

আজীম উদ্দীন নবাব নাজীম সাহেবকে নিতান্তই সদ্বিবেচক ও সজ্জন বলিয়াই জানিতেন, তথাপি অদ্যকার এইরূপ সদ্বিবেচনার ও সদয় সহানুভূতির জন্য আন্তরিক ভক্তি সহকারে তাঁহাকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ ও আদব জানাইয়া গুলনেহারের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ তাহাকে সবিশেষ বলিলেন। অদ্য গুলনেহার অপরাহ্লে শাহাজাদী জাঁহানারার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন, তখন আজীমের ভগ্নী আজনবীকে ও হাসিনা এবং আমীনাকে সঙ্গে লইয়া যইেবেন এইরূপ পরামর্শ স্থির হইলে, আজীমও সেই সময়ে আমীর জফর উদ্দোলা সাহেবের সহিত বিবাহ সম্বন্ধে পরামর্শ ও উপদেশ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত যাইবেন, ইহা বলিয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন।

অপরাহ্নে আজীম স্বীয় ভগ্নী আজনবীর সহিত গুলনেহারের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন তিনি যাওয়ার জন্য সজ্জিতা হইয়া তাঁহাদিগের প্রতীক্ষা করিতেছেন। সকলে একত্র হইয়া যাত্রা করিলেন এবং গুলনেহার

আজনবী ও হাসিনার সহিত শাহাজাদীর নিকট অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, এবং আজীম ও মুরাদ আমীর সাহেবের প্রাসাদে গমন করিলেন।

শাহাজাদী গুলনেহারকে দেখিয়া অতিমাত্র প্রীত হইলেন। গুলনেহার জাঁহানারার সহিত আজনবীর পরিচয় করিয়া দিলেন। আজনবী শাহাজাদীকে আদাব করিতে উদ্যত হইলে তিনি তাহাকে আলিঙ্গন দ্বারা আপ্যায়িত করিলেন। তিনি দেখিলেন আজনবী অলৌকিক সৌন্দর্য্যশালিনী কিশোরী। তাহার বয়স অনুমান চতুর্দ্দশ বৎসর, বর্ণ রক্তাভ শ্বেত, মস্তকের কেশপাশ স্বর্ণকান্তিবৎ ও কুটিল, চক্ষুর মণিদ্বয় ঈষৎ নীলাভ, ওষ্ঠাধর জবা পুষ্পের ন্যায় আরক্তিম, সর্ব্বাঙ্গ অনিন্দ্য সুন্দর, চেহারা পরীর ন্যায়। জাঁহানারা অবাক হইয়া সেই স্ফোটনোন্মুখ শ্বেত কুসুমকোরকের ন্যায় কিশোরীর অসামান্য সৌন্দর্য্য অনিমিষ নয়নে দেখিয়া বুঝিলেন, কাশ্মীর যথার্থই ললনা-সৌন্দর্য্যের একমাত্র স্থান। তিনি স্মিতবদনে আজনবীর কর্ণের নীলকান্ত মণির সুন্দর কুণ্ডলের, কণ্ঠে মুক্তার মালার, বৃহৎ কবরীতে গোলাপ কোরকের, তদীয় সুপরিচ্ছদ ভূষিত নাতি খর্ব্ব, নাতি স্থূল দেহ যষ্টির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাহাদিগকে লইয়া স্বীয় পিতৃস্বসার সহিত সাক্ষাৎ ও পরিচয় করাইয়া দিলেন।

এ দিকে আজীম উদ্দীন আমীর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অবনতবদনে ও বিনীত বচনে তাহার বিবাহ সম্বন্ধে উপদেশ প্রার্থনা করিলে তিনি দিল্লীতে যাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে তাহার ভার গ্রহণ করিলেন। ইত্যবসরে বাবা আলম শা তথায় উপস্থিত হইলেন।

তাঁহাকে সমাগত দর্শন মাত্র আমীর সাহেব দণ্ডায়মান হইলেন এবং ভক্তিসহকারে বন্দনা করিয়া তাঁহাকে আসনে বসাইলেন এবং তাঁহার অনুজ্ঞানুসারে সম্মানযোগ্য দূরে উপবেশন করিলেন। কথা প্রসঙ্গে আজীম উদ্দীনের বিবাহের কথা উত্থিত হইল। শুভকার্য্যে শুভ দিনের

প্রার্থনা করা হইলে বাবা আলম একখানি কাগজে রাশিচক্র অঙ্কিত করিয়া শুক্লা সপ্তমী তিথি, বৃহস্পতি বার, গোধূলী লগ্নের ব্যবস্থা করিলেন। অদ্য কৃষ্ণা দশমী, সুতরাং কল্য হইতে বার দিনের দিন বিবাহ হইবে। আমীর সাহেব বলিলেন, "আমি আজই দিল্লীর নিমন্ত্রণ পত্র লিখে রা'খব, সম্ভবতঃ কেহই আসবেন না, তবু যাতে চার দিনের মধ্যে পত্র পৌঁছে তাহার ব্যবস্থা করা যাইবে।"

কাশ্মীরের প্রধান প্রধান হিন্দু মুসলমান, কিরাত প্রধান, শ্রীনগরের সমস্ত নগরবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই নিমন্ত্রণ করা হ'বে; এবং বিবাহের পাঁচ দিবস পূর্ব্বাবধি আমোদ প্রমোদ আরম্ভ হইয়া বিবাহের পরে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত নৃত্যগীত, বাজী ভোজের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সুতরাং আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি ইতিমধ্যে লাহোর হইতেও আনাইতে হইবে। ব্যয়ভার বর কন্যা উভয় পক্ষের, এমন কি রাজকোষ হইতেও বহন করিবার ব্যবস্থা করা হইবে। এরূপ বিরাট ব্যাপারে লক্ষ টাকা ব্যয় হওয়াই সম্ভব, তন্মধ্যে আজীমের পিতা পঁচিশ হাজার, গুলনেহারের পক্ষ হইতে দশ হাজার, শাহাজাদীর পক্ষ হইতে ত্রিশ হাজার এবং বাদশাহ সেলামতের কাশ্মীরস্থ সরকারী তহবীল হইতে অবশিষ্ট পঁচিশ হাজার প্রদত্ত হইবে। আমীর সাহেব সুলতান বাহাদুর শাহকে তাঁহার ভগ্নীর বিবাহের যৌতুক স্বরূপ আর্থিক সাহায্যের জন্য পত্র লিখিবেন তাহাও স্থির হইল। আজীম নিজের তহবীল হইতে তাঁহার মাতার দ্বারা উভয় কন্যার যৌতুক স্বরূপ মহম্মদীয় প্রথানুসারে এক এক হাজার হিসাবে দুই হাজার আশরফী মোহরানা দিবেন। শাহাজাদীর পক্ষে কন্যার বস্ত্রালঙ্কার তৈজসপত্র ছাড়া, আমীর সাহেবের বেগম হাজার আশরফী দিবেন, তদ্ভিন্ন বরের যৌতুক হাজার আশরফী, এবং নজরানা আমীরসাহেব স্বয়ং দিবেন। গুলনেহারের পক্ষে আজীম উদ্দীন বলিলেন, "গুলনেহার মাতৃদত্ত একান্নদানা বৃহৎ মতির

মালা যাহা দিবেন তাহার মূল্য অতি কম একান্নহাজার এবং তাঁহার পিতৃদত্ত একখানি বৃহৎ হীরক যাহা আমাকে নজরানা দিবেন তাহার মূল্য লক্ষাধিক টাকা।”

যাহা হউক এরূপ কথাবার্ত্তা পরামর্শ স্থির হইলে আজীম উদ্দীন বিদায় গ্রহণ করিলেন। গুলনেহারও আজনবীর সহিত যথাসময়ে বিদায় গ্রহণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

অনন্তর বাবা আলমের সহিত আমীর জফর উদ্দৌলার দিল্লী, বিশেষতঃ মোগল তখ্‌ত সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। আমীর সাহেব বলিলেন “মোগল সাম্রাজ্যের বর্ত্তমান গোলযোগের বিষয় অবগত আছেন। আলমগীর বাদশা গেলামতের তিন পুত্র সিংহাসন প্রাপ্তির জন্য ভ্রাতৃ-বিরোধে প্রবৃত্ত, কিন্তু বাদশা নামদার মৃত্যুসময়ে তাঁহার উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্ত জ্যেষ্ঠ পুত্র মোওয়াজীমকে নিযুক্ত করিয়া যে অন্তিম পত্র লিখিয়া নিজের উপাধানের তলে রাখিয়াছিলেন, তদনুসারে আমার বিশেষ সাহায্যে মোওয়াজীম বাহাদুরশাহ নাম গ্রহণপূর্ব্বক দিল্লীর তখ্‌ত তাউস (ময়ূর সিংহাসন) অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। কিন্তু আজীম ও কমবখশ্‌ যুদ্ধের আয়োজন করিতেছে, ইহাতে মোগল সাম্রাজ্যের ভাবী আকাশ যেন ঘোর দুর্য্যোগ-ঘটাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। তজ্জন্যই আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভবিষ্যৎ-জ্ঞান লাভের আশায় আমার কাশ্মীর আসা।”

“এই ভাবী-জ্ঞান লাভ করিতে হইলে বাবা আলম বলিলেন, জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিশেষ গণনার আবশ্যক। আমি অদ্য হইতে গণনা আরম্ভ করিব, এবং ফলাফল তোমায় গোপনে বলিব।”

অনন্তর সন্ধ্যা সমাগত দর্শনে বাবা আলম বিদায় গ্রহণ করিয়া শাকলন্দরের দরগায় প্রত্যাগমন করিলেন।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বিবাহ ও বিভ্রাট।

শ্রীনগরের মধ্যে আমজাদ আলী মিঞার বাটীই সর্ব্বাধিক বৃহৎ। অধিক স্থান ব্যাপৃত এবং বৃহৎ ত্রিতল হর্ম্ম্য। ভাণ্ডার গৃহ, মখতব (পাঠশালা) ছাত্রাবাস, রন্ধন শালা, গোশালা, আস্তাবল, অতিথি শালা প্রভৃতি বিশিষ্ট। তিনি স্বীয় বিখ্যাত, গুণবান, উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত, বাদশাহের প্রদত্ত অতি সম্মানের খেতাব ও জায়গীর প্রাপ্ত আদরের সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্রের শুভবিবাহ কার্য্য নিজবাটীতেই সম্পন্ন করাইবেন। তজ্জন্য অচিরাৎ গৃহসংস্কার, গৃহসজ্জা, ভোজ, গীত বাদ্য, নাচ রঙ্গ, বাজী প্রভৃতি ধূমধামের নিমিত্ত মুক্ত হস্ত হইলেন। লাহোর, জম্মু ও অন্যান্য পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে নানাপ্রকার দ্রব্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করাইলেন। বাটীর সম্মুখবর্ত্তী প্রাঙ্গনে বৃহৎ সামিয়ানা দ্বারা প্রকাণ্ড মণ্ডপ প্রস্তুত করাইলেন। রৌশনচৌকীর জন্য অত্যুচ্চ নহবত নির্ম্মাণ করাইলেন। অর্থের জন্য প্রতিশ্রুত সাহায্যের প্রত্যাশা করিলেন না, তথাপি আমীর সাহেব ও গুলনেহার বাবা আলমের ব্যবস্থানুরূপ অর্থ প্রদান করিলেন। বিবাহের পাঁচদিন পূর্ব্ব হইতে নহবত বসিল। বাই, খেমটা, ভাঁড়, গায়ক, বাদকেরা দলে দলে মুজরা আরম্ভ করিল। কাশ্মীরের নানা প্রদেশ হইতে আমজাদ আলী মিঞার খাতক ও নিমন্ত্রিত ডোগরা, কিরাত, হিন্দু, মুসলমান বহুলোক সমবেত হইতে লাগিল, খাদ্য সামগ্রী ও

খাসী, পাঁঠা, ভেড়া, দুম্বা বিস্তর আমদানী হইল। বাটীর সম্মুখের দিকে এক পার্শ্বে রন্ধনশালায় দশজন পাকা বাবরচি, দশজন ভৃত্য, এক জন পর্য্যবেক্ষক মুসলমানদিগের জন্য খানা পাকাইতে এবং পশ্চাদ্ভাগে মুক্ত স্থানে হিন্দুদিগের আহারের জন্য, পাঁচ জন পাচক ব্রাহ্মণ, পাঁচ জন ডোগরা ক্ষত্রিয় ভৃত্য পুরী, মিষ্টান্ন প্রস্তুতে নিযুক্ত হইল। তদ্ভিন্ন নাগরিক অনেক হিন্দুর গৃহে প্রচুর পরিমাণে ভোজ্য সামগ্রী প্রেরিত হইল।

বিবাহের পূর্ব্ব দিন দিল্লী হইতে বাদশাহের প্রেরিত দশজন অশ্বারোহী ও এক বিশ্বাসী সর্দ্দারের হস্তে শাহাজাদীর জন্য বস্ত্রালঙ্কার ও বিবাহের ব্যয় স্বরূপ পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা কাশ্মীরের রাজকোষ হইতে প্রদানের হুকুমনামা নবাব নাজীমের নামে আগত হইল। যথাসময়ে শাহাজাদী জাঁহানারা ও গুলনেহার যাত্রা করিয়া বরের গৃহে আনীতা হইলেন। বিবাহের দিন অপরাহ্লে আজীম উদ্দীন নবাব নাজীম সাহেবের পুত্র ওয়াজাদ আলীর নিকট হইতে এক পত্র প্রাপ্ত হইলেন। ওয়াজাদ আলী লিখিয়াছে, "আজীম! তুমি অতি বেইমান ও দাগাবাজ! তুমি আমার ভগ্নীকে যে আশা দিয়া এক্ষণে তাহাকে মর্ম্মাহত করিলে তাহাই তোমার বেইমানী, আর আমার আশার পাত্রী শাহাজাদীকে আত্মসাৎ করা তোমার দাগাবাজী। এজন্য তোমাকে খোদার কসম দিয়া আহ্বান করিতেছি, তুমি পত্র পাঠ তলোয়ার হস্তে করিয়া বাহির হইবে, আমি তোমার সহিত অসিযুদ্ধ করিয়া হয় তোমাকে হত্যা করিব, নয় তোমার হস্তে নিহত হইব। আমি কারবালার ময়দানে তোমার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছি। যদি আসিতে ভয় পাও, তবে বুঝিব তুমি ভীরু, নীচ, জঘন্য কাপুরুষ।"

ওয়াজাদ আলী।

আজীম পত্র পাইয়া পড়িলেন, প্রথমে তাঁহার শোণিত উষ্ণ হইল, পরে হাসিলেন। পত্রখানি গুলনেহার ও জাঁহানারাকে দেখাইলেন।

উভয়েই বলিলেন, "এখনি যাও, শয়তানকে শিক্ষা দাও। যাকে এই সে দিন বাঘের মুখ থেকে বাঁচালে তার এত বড় আস্পর্দ্ধা!"

ক্রমে কথা রাষ্ট্র হওয়াতে আমজাদ আলী মির্জ্জার বাটীতে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। আজীম বাবা আলমকে ওয়াজাদের ধৃষ্টতার পত্র দেখাইলেন। বাবা আলমের প্রমুখাৎ নবাব নাজীম শ্রুত হইয়া ক্রোধিত হইলেন। আজীম যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। নবাব নাজীম সকলকে থামাইয়া আটজন অনুচরকে ধৃষ্টপুত্রকে ধৃত করিয়া আজীমের সম্মুখে হাজীর করিতে পাঠাইলেন। অনতিবিলম্বে ওয়াজাদ আলী ধৃত হইয়া তথায় আনীত হইলেন। সর্ব্বাগ্রে আজীম উদ্দীন তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ওয়াজেদ! তুমি ভুল বুঝেছ, আমি নুরন্নেহারকে ফুস্‌লাইয়া রাজী করি নাই। তাঁহারই বিশেষ আগ্রহে ও অনুরোধে তাঁর প্রীতি স্বীকার করেছি, অদ্য আমার বিবাহ সত্য, কিন্তু আমি নুরন্নেহারকে কোন নিরাশ উত্তর এ পর্য্যন্ত দি নাই। ইহার পরে যদি তাঁর আর আমার আত্মীয় অভিভাবক গণের মত হয়, তা হ'লে আমি তাঁহাকে বিবাহ করি কিনা তা না দেখে আমাকে বেইমান বলা তোমার ভুল। তার পর, শাহাজাদী জাঁহানারার সম্বন্ধে তুমি তাঁর উম্মেদোয়ারী ঢের দিন ক'রেছিলে, তিনি তোমার প্রতি রাজী হন নাই, সে দোষ কি আমার? বরং তিনি আমাকে বিশেষ ব্যগ্রতার সহিত তাঁহার পাণি-গ্রহণের অনুরোধ সহকারে আত্মসমর্পণ করেছেন; এক্ষেত্রে আমার দাগাবাজী বলাও তোমার ভুল। তারপর এই দেখ আমি তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধার্থও প্রস্তুত, কারণ আমি ভীরু, নীচ, জঘন্য কাপুরুষ নহি; তবে যাহাকে একদিন বাঘের মুখ থেকে, আসন্ন মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচিয়েছি, তার শির স্বহস্তে ছেদন করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তুমি অকৃতজ্ঞ, তাই এরূপ ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হও নাই। যাও, এরূপ পাগলামী না করে' ভালয় ভালয় ঘরে ফিরে যাও।"

উপস্থিত সকলেই আজীমের উক্তির প্রশংসা করিলেন এবং ওয়া-

জাদকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। নবাব নাজীম তাহাকে বাটীতে যাইতে বলিলেন। সুরাপানে উগ্রমূর্ত্তি ওয়াজাদ তাঁহার প্রতি কটমট করিয়া চাহিয়া রহিল, এবং অসি কোষ মুক্ত করিতে উদ্যত হইলে মুরাদ পশ্চাদ্দিক হইতে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। আজীজ প্রভৃতি বাবা আলমের শিষ্যেরা তাহার হস্ত হইতে তলোয়ার কাড়িয়া লইল। নবাব নাজীম তাহাকে এক কামরায় কয়েদ রাখিতে আদেশ দিলে মুরাদ ও আজীজ তাহাকে এক প্রকোষ্ঠ মধ্যে রাখিয়া তালা দিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। সকলেই ওয়াজাদের বিকৃত মস্তিষ্কের কথা আন্দোলন করিতে লাগিল।

যথাসময়ে গোধূলী লগ্ন সমাগত দর্শনে বাবা আলমের উপদেশ অনুসারে অন্তঃপুরে বিবাহ সম্পন্ন হইতেছিল। গুলনেহার মাতৃদত্ত মতির মালা ও বিবিধ আভূষণে সুসজ্জিতা হইয়াছিলেন। বরের নজরানা যে অতি বৃহৎ অত্যুজ্জ্বল হীরক প্রদত্ত হইল, তাহা দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইলেন। মোল্লা কল্‌মা পড়াইয়া বর কন্যাদ্বয়কে দোওয়া করিতেছিলেন, এমন সময় একজন লোক আসিয়া নবাব নাজীম সাহেবকে বলিল, "ওয়াজাদ আলী কেমন গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছেন, দ্বার খুলিয়া দেখা উচিত।"

নবাব নাজীম দ্রুতপদে বাহির হইয়া ওয়াজাদ আলীর অবরোধ প্রকোষ্ঠের দ্বার খুলিতে বলিলেন। দ্বার মুক্ত হইলে দেখিয়াই আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন, দেখিলেন ওয়াজাদ আলী নিজের বুকে এক পেশকব্জ বসাইয়া দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। তাঁহার আর্ত্তনাদে বিস্তর লোক একত্র হইয়া ওয়াজাদের বক্ষঃবিদ্ধ পেশকব্জ টানিয়া বাহির করিল। দেখা গেল তাহার প্রাণবায়ু দেহ-পিঞ্জর হইতে অনেকক্ষণ পূর্ব্বেই ত্যাগ করিয়াছে। সকলেই, এই দুর্ব্বিসহ শোকাবহ দুর্নিমিত্তের জন্য অনুতাপ করিতেছিল, এমন সময়ে নবাব নাজীম সাহেবের বাটী হইতে এক জন অনুচর উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া নবাব নাজীম সাহেবকে সংবাদ দিল,

তাঁহার কন্যা "নুরন্নেহার আত্মহত্যা করেছেন, তাঁহার বেগম সাহেব চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়াছেন, শীঘ্র চলুন।"

নবাব নাজীম উন্মাদের ন্যায় গৃহাভিমুখে ছুটিলেন। বাবা আলম শিষ্যবর্গ সহকারে নবাব নাজীমের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। তথায় পৌছিয়া তাঁহারা শুনিলেন, নুরন্নেহার অতিশয় সাজ সজ্জা করিয়া আজীমের বিবাহ দেখিতে যাইতেছিল। এমন সময় ওয়াজাদ তাহাকে বহু তিরস্কার করিয়া এক প্রকোষ্ঠে অবরুদ্ধ করে। এই ধিক্কারে নুরন্ পেশকব্জ বুকে বসাইয়া দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। মৃত্যুসময়ে 'আজীম, আজীম' বলিয়া আর্ত্তনাদ করাতে তালা ভগ্ন করিয়া দেখা গেল তাহার প্রাণত্যাগ ঘটিয়াছে।

নবাব নাজীম ওয়াজাদের আত্মহত্যার কথা গোপন করিতে পারিলেন না, তিনি শোকের আবেগে নির্ব্বোধ পুত্রের পরিণামের কথা বলিবামাত্র তাঁহার বেগম এক কঠোর চীৎকার করতঃ মুর্চ্ছিতা হইয়া ভূপতিত হইলেন। বাবা আলমের বহু চেষ্টাতেও তাঁহার আর সংজ্ঞালাভ হইল না। এইরূপে অতি অল্পসময়ের মধ্যে নবাব নাজীম পুত্র কন্যা ও কলত্রশূন্য হইয়া শোকে নিস্তব্ধ ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে বসিয়া পড়িলেন।

বাবা আলম অনুচরদিগের দ্বারা ওয়াজাদ আলীর শব বহন করাইয়া আনাইলেন। মৃতদিগের শরীর ধৌত করাইয়া শয্যায় বস্ত্রাবৃত অবস্থায় সমস্ত রাত্রি প্রদীপ ও প্রহরী দ্বারা রক্ষা করাইলেন। স্বয়ং নবাব নাজীমের সহিত রাত্রিতে অবস্থান করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনাবাক্যে বৈরাগ্য অবলম্বনের জন্য প্রস্তুত করিলেন।

পরদিন পূর্ব্বাহ্নে মৃতদিগকে সমাধিস্থ করিবার সময়ে আমজাদ আলী, আজীম উদ্দীন ও নগরের বিশিষ্ট ব্যক্তি সকলেই আসিলেন। আজীম নুরন্নেহারের জন্য অশ্রু ত্যাগ করিয়া তাহার কবরে ও গাত্রে পুষ্প বর্ষণ

করিলেন। নবাব নাজীম সেই দিবসেই পাথেয় ও দুইজন বিশ্বাসী ভৃত্য সহকারে মক্কা তীর্থে যাত্রা করিলেন, কাহারও নিষেধ শুনিলেন না।

এ দিকে বিবাহের ধূমধাম এই শোকাবহ ভীষণ বিভ্রাটের নিমিত্ত শীঘ্রই রহিত হইল। আমীর সাহেব দিল্লীতে পত্র লিখিয়া নবাব নাজীমের পদে আজীমকে নিযুক্ত করিলেন। আজীম উদ্দীন গুলনেহার ও জাঁহানারার সহিত পরম সুখে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।
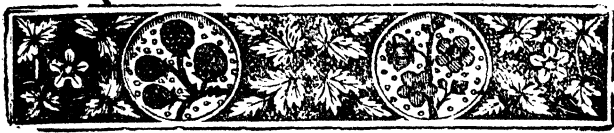
উপসংহার।

আমীর জফর উদ্দৌলার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া বাবা আলম জ্যোতিষ গণনার ফলাফল আমীর সাহেবকে তৎকালে যাহা গোপনে বলিয়াছিলেন, তাহা কালাতিক্রম সহকারে প্রত্যক্ষ হওয়াতে এতদিনের পর আমরা প্রকাশ করিতে পারি। তিনি তখন বলিয়াছিলেন, "ভারতে মোগল-সাম্রাজ্যাকাশ যেরূপ ঘোর অশান্তি উপপ্লব ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়াছে তাহাতে এই সাম্রাজ্যের সৌভাগ্য-সূর্য্য অচিরেই চিরঅস্তমিত হইবে। ঔরঙ্গজেব আলমগীর নামে নব্বই বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাহুবলে এই বিশাল সাম্রাজ্যের শাসনদণ্ড পরিচালনান্তে কালগ্রাসে পতিত হওয়াতে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মোয়াজেম সংপ্রতি আটান্ন বৎসর বয়স্ক। ইনি বাহাদুর-শাহ নামে সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছেন সত্য, কিন্তু ইনি পিতার ন্যায় দীর্ঘজীবী হইবেন না। ভ্রাতৃ-বিরোধ নিবন্ধন বিগ্রহ অশান্তি প্রশমিত হইতে হইতেই মোয়াজেম আর দুই বৎসর পরেই মানবলীলা সংবরণ করিবেন। তাহার পর শিখশক্তি প্রবল হইয়া কিছুদিন পঞ্জাবে ঘোর বিপ্লব-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবে। তদনন্তর কতিপয় মোগলবংশীয় অচিরকালস্থায়ী সম্রাটের পর পাঠান মহম্মদশা কাশ্মীরে পরাজিত হইয়া প্রতিশোধ বিদ্বেষে ভারত সিংহাসন অধিকার করিবেন। পুনরায় শিখশক্তি প্রবল হইয়া পাঠানদিগকে কাশ্মীর হইতে বিদ্রাবিত করিবে। তাহার পর পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তবর্ত্তী এক শ্বেতকায়জাতি বাণিজ্য উপলক্ষে ভারতে আসিয়া ক্রমে এই দেশের সর্ব্বেসর্ব্বা অদ্বিতীয় অধিপতি হইবে। ইহারাই দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ভারতের শাসনকার্য্য দক্ষতার সহিত পরিচালিত করিবে।

সংপ্রতি এইজাতি ভারতের পূর্ব্ব উপকূলে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে; এবং এ দেশে বদ্ধমূল হইবার নিমিত্ত দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেছে।"

"আজীম উদ্দীন কাশ্মীরের নবাবনাজীমের পদে নিযুক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু কতিপয় বৎসর পরেই তাহাকে অবসৃত হইতে হইবে। কাবুলী পাঠানদিগের অস্ত্রবলে কালে কাশ্মীরে ভীষণ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইবে। দুর্দ্দান্ত আততায়ী পাঠান সৈন্যের গতিরোধ সাধ্যায়ত্ব হইবে না। আজীমের পক্ষে এই সময়ে জায়গীর প্রাপ্ত লাদাক প্রদেশে দুর্লঙ্ঘ্য কারাকোরমের অপরপ্রান্তে কোন নিরাপদ স্থানে দুর্গ-নির্ম্মাণ করিয়া আত্মীয় পরিজনসহ আশ্রয় গ্রহণ কর্ত্তব্য, নচেৎ সঙ্গদোষে পাঠানদিগের হস্তে উৎপীড়িত হইতে হইবে। আমিও আর অল্পকাল মধ্যেই দেহত্যাগ করিব, এবং তুমি আমার স্থলাভিষিক্ত হইয়া শা কলন্দরের দরগা রক্ষা করিবে।"

বাবা আলমের প্রমুখাৎ এই ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ করিয়া আমীর জফর উদ্দৌলা আজীম উদ্দীনকে লাদাক প্রদেশ সুশাসন ও তথায় দুর্গ নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত করাইলেন। বলা বাহুল্য বাবা আলমের উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিয়া আজীম উদ্দীন যথাসময়ে লাদাক প্রদেশে মুরাদের স্বগণ কিরাতদিগের সহিত আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বাবা আলাম দেহত্যাগ করিলে শা কলন্দরের দরগায় তাঁহার সমাধি মন্দির নির্ম্মিত হইল। আমীর জফর উদ্দৌলা জীবনের অবশিষ্টকাল শা কলন্দরের দরগার ভার প্রাপ্ত হইয়া জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন।